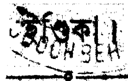

ঐতিহাসিক চিত্র
প্রথম বর্ষ।

সূচিপত্র।

	লিখক।	পৃষ্ঠা।
উল্কা	শ্রীযুক্ত ভবানী গোবিন্দ চৌধুরী	৪৪৯
[illegible]	শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায়	৪৫৫
পৌরাণিকী	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী	৪৬৬
রিয়াজ উস্ সালাতিন	শ্রীযুক্ত রাম প্রাণ গুপ্ত	৪৭২



একচত্বারিংশ খণ্ড।

দার্শনিকগণ সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস এইরূপ বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত দার্শনিক পর্ব্বতোপরি বাস করে তাহারা দিওনিসসের উপাসক। দিওনিসস যে সত্যই এদেশে আসিয়াছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ মেগাস্থিনিস আরণ্য আঙ্গুর, আইভি, লরেল, মার্‌টল লতা ও বক্‌স বৃক্ষের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইউফ্রেতিস নদীর অপর পার্শ্বে এই সকল বৃক্ষলতা জন্মে না—যে দুই এক রাজোদ্যানে জন্মিতে দেখা যায়, তথায় তাহারা বহুযত্নে পালিত হইয়া থাকে। [তাৎপর্য্য এই যে, ভারতবর্ষে যখন এই সকল বৃক্ষলতা আছে তখন দিওনিসসই তাহাদিগকে এ দেশে আনিয়া থাকিবেন; সুতরাং বৃক্ষলতা দেখিয়া দিওনিসসের এ দেশে আসা ধরিয়া লইতে হইবে। বলা বাহুল্য এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে] তাহাদের মধ্যে এমন অনেক আচার ব্যবহার আছে যাহা সচরাচর সুরাসেবিগণের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে, মস্তকে টুপী ব্যবহার করে, গাত্রে সুগন্ধি লেপন করে এবং নানা রঙ্গে সুরঞ্জিত উজ্জ্বল বর্ণের জামা দ্বারা ভূষিত হয়। তাহাদের রাজা, সর্ব্বসমক্ষে বাহির হইবার সময়, ঢাক ও ঘণ্টা বাদিত হইয়া থাকে। আর যে সমস্ত দার্শনিক পর্ব্বতোপরি বাস করে না তাহারা হিরাক্লিসের উপাসক। [এই সকল বর্ণনা যথাযথ নহে। অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তৃগণ এই সকল বর্ণনা বিশেষতঃ আঙ্গুরলতা ও সুরার কথা অলীক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; কারণ আরমেনিয়া দেশের অধিকাংশ স্থান এবং পারস্য ও কারমাণিয়া পর্য্যন্ত মেসেপটেমিয়া মিডিয়া দেশের সমস্ত অংশ ইউফ্রেতিস নদীর বহির্ভাগে। এবং এই সকল দেশে অধিকাংশ স্থানেই উত্তম আঙ্গুরলতা জন্মিয়া থাকে ও সুস্বাদু মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।]

মেগাস্থিনিস দার্শনিকগণকে ব্রচমন ও শর্ম্মণ নামক আরও দুই দলে বিভক্ত করিয়াছেন। এই দুই দলের মধ্যে ব্রচমনেরা অধিক সম্মানার্হ, কারণ তাহাদের মতের স্থিরতা সকল সময়েই সমান। গর্ভের সঞ্চার হইবার সময় হইতেই ইহাদের শিক্ষা ও তত্ত্বাবধারণ আরম্ভ হয়। শিক্ষিত লোক মন্ত্র দ্বারা সন্তানের মাতার মঙ্গল সাধনের ছলে প্রকৃত পক্ষে মাতাকে সন্তানের হিতকর নানা উপদেশ দেওয়া আরম্ভ করে। যে সন্তানের মাতা এই সকল উপদেশ খুব মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে তাহার সন্তান সৌভাগ্যশালী হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই সন্তানকে কোন না কোন সুশিক্ষিত অভিভাবকের তত্ত্বাধীনে রক্ষা করা হয়। এবং সন্তান যতই বড় হইতে থাকে, তাহার তত্ত্বাবধারণ জন্য ততই সুশিক্ষিত অভিভাবক নিযুক্ত হয়। দার্শনিকগণ নগরের সম্মুখে এক নিভৃত কুঞ্জে বাস করে। তাহারা অতি সামান্য ভাবে থাকে। নলের নির্ম্মিত শয্যায় বা হরিণচর্ম্মে তাহারা শয়ন করিয়া থাকে। তাহারা মাংসাদি আহার করে না এবং সর্ব্বপ্রকার সুখসম্ভোগ হইতে বিরত থাকে। তাহারা কেবল গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিয়া সময় ক্ষেপণ করে এবং শিষ্যদিগকে শাস্ত্রাদি অধ্যাপন করাইয়া থাকে। অধ্যয়ন সময়ে শিষ্যকে অতি মনোনিবেশ সহকারে গুরুর বাক্য শ্রবণ করিতে হয়, সে সময়ে কথা বলা, কি অন্যরূপ শব্দ করা, কি থুথু ফেলান সমস্তই নিষিদ্ধ। যদি কেহ এই নিষেধ রক্ষা না করে তাহা হইলে আত্মসংযমে অক্ষম বলিয়া তাহাকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রকারে সপ্তত্রিংশ বর্ষ শিক্ষালাভ করিয়া শিষ্যগণ স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জীবনের শেষভাগ সুখ ও শান্তিতে যাপন করে। এই সময়ে তাহারা সুন্দর ও সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে এবং অঙ্গুলিতে ও কর্ণে স্বর্ণালঙ্কার পরিয়া থাকে। এই সময়ে তাহারা মাংস আহার করা আরম্ভ করে কিন্তু যে সমস্ত পশু গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাহাদের মাংস ভক্ষণ করে না। তাহারা উষ্ণ ও অধিক মসল্লা দ্বারা পক্ক আহারীয় আহার করে না। তাহারা বহু সন্তান জন্মাইবার আশায় বহু স্ত্রী বিবাহ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে দাসপ্রথা প্রচলিত না থাকায় সাংসারিক কাজকর্ম্ম ও অভাব অনটন মোচন জন্য তাহাদের বহু সন্তান আবশ্যক হয়।

ব্রচমন দার্শনিকগণ তাহাদের দর্শনের ন্যায় [illegible]

না। কারণ স্ত্রীকুল হঠাৎ কুস্বভাবান্বিত হইলে শাস্ত্রের যে সব গূঢ়তত্ত্ব ইতর জাতির নিকট প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, তাহা তাহাদের নিকট প্রকাশিত করিতে পারে। আর এক কারণ এই যে, স্ত্রীগণ যদি দর্শনে প্রগাঢ় পণ্ডিত হয় তাহা হইলে তাহারা স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে, কারণ দর্শনে যাহারা প্রগাঢ় বুৎপন্ন হয় ইহ জীবনের সুখদুঃখকে এমন কি জীবন মরণকে তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং সেরূপ জ্ঞান লইয়া তাহারা অন্যের অধীন হইয়া থাকিতে কদাচ ইচ্ছা করে না।

মৃত্যু তাহাদের একটি বিশেষ আলোচনার বিষয়। তাহারা ইহ জন্মকে শিশুর গর্ভস্থিত অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া থাকে এবং দর্শনের প্রিয় শিষ্য-দের মৃত্যুই মনুষ্যের পক্ষে সুখ ও প্রকৃত জন্ম উদঘাটন করিয়া দেয় বলিয়া বিশ্বাস করে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে তাহারা অনেক সংযম শিক্ষা করিয়া থাকে। এ সংসারে ভাল মন্দ কিছু আছে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে না। তাহারা জীবনকে নিশার স্বপ্নস্বরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে; নতুবা কিরূপে একই বিষয়ে কেহ বা সুখ কেহ বা দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে? এবং কিরূপেই বা একই বিষয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ অনুভূতি হইয়া থাকে।

মেগাস্থিনিস আরও বলেন যে ভৌতিক পদার্থ সম্বন্ধে এই দার্শনিকগণের মত অত্যন্ত অপরিপক্ক। যাহা হউক অনেক বিষয়ে তাহাদের মত গ্রীকদের মতের অনুরূপ। গ্রীকদের ন্যায় তাহারাও বলে যে পৃথিবীর আদি আছে ও অন্ত আছে। এবং পৃথিবীর আকার গোল, তাহারা আরও বলে যে, যে শক্তি দ্বারা ইহা নির্ম্মিত ও শাসিত হয় সে শক্তি ইহার সর্ব্বত্র বিস্তৃত আছে। তাহারা বিশ্বাস করে যে, এই বিশ্ব প্রণয়নে অনেক উপাদান আবশ্যক হয়। এই সকল উপাদান মধ্যে ভূমণ্ডল অপ দ্বারা নির্ম্মিত। চারিটি মূল উপাদানের সহিত আর একটী উপাদান আছে। এই পঞ্চম উপাদান দ্বারা ব্যোম ও তারকা মণ্ডল সৃষ্ট হইয়াছে। ভূমণ্ডল বিশ্বের ঠিক মধ্যস্থলে স্থিত। উৎপত্তির বিব-রণ আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের মত ঠিক গ্রীকদের অনুরূপ। আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং পরজন্ম ইত্যাদি বিষয়ে প্লেটোর ন্যায় তাহারা রূপক দ্বারা তাহা-দের স্বমত ব্যক্ত করিয়াছে। ব্রচমন সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ মত।

শর্ম্মণদের সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন যে, শর্ম্মণদের মধ্যে যাহারা বিশেষ সম্মানার্হ তাহাদের নাম হিলোবিও। তাহারা নিভৃত বনমধ্যে থাকে। সেখানে তাহারা বন্যফল মূল খাইয়া এবং বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করে। তাহারা রাজার সহিত দূত দ্বারা কথোপকথন করিয়া থাকে এবং রাজা তাহাদের দ্বারা দেবতার পূজা ও উপাসনাদি করিয়া থাকেন। আর এক দল দার্শনিক আছে যাহারা হিলোবিওইদের অপেক্ষা কম সম্মানার্হ। তাহারা চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী। তাহারা মানবপ্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকে। তাহারা কেবল ভাত ও দাইল আহার করিয়া থাকে। ঐ আহারীয় অতি অল্পায়াসে সংগ্রহ হইয়া থাকে এবং যাহাদের বাটীতে তাহারা অতিথি হয় তাহাদের নিকটও প্রাপ্ত হয়। তাহাদের চিকিৎসাবিদ্যা দ্বারা তাহারা বিবাহবৃক্ষে ফলোৎপাদন করিতে পারে এবং স্ত্রী কি পুরুষ হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে। তাহারা আহার বিষয়ে রীতিমত সতর্কতা দ্বারা রোগনিষ্কর্ষ করিয়া থাকে। ঔষধ প্রায়শঃ ব্যবহার করে না। প্রলেপ ও মর্দ্দনের ঔষধ তাহারা অধিক সময় ব্যবহার করে। অন্যান্য ঔষধ তাহারা অহিতকর বলিয়া মনে করে। এই জাতীয় ও অন্যান্য জাতীয় দার্শনিক অবিরত পরিশ্রম ও দুঃখসহিষ্ণুতা দ্বারা কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস করিয়া থাকে। এমন কি সমস্ত দিন নিশ্চল অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিতে পারে।

ইহা ব্যতীত দৈবজ্ঞ, ইন্দ্রজালবিদ্যাবিদ, এবং মৃতের সৎকারাদি ক্রিয়াভিজ্ঞ আরও অনেক ব্যক্তি গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করে।

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড।

পিথাজোরিয়া নিবাসী দার্শনিক কিলো এবং পেরিপিয়া নিবাসী দার্শনিক এরিসটবিউলাস এবং আরও আরও অনেক গ্রন্থকার বিশেষ যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সকল জাতি অপেক্ষা ইহুদী জাতি প্রাচীন এবং তাহাদের লিপিবদ্ধ দর্শন গ্রীকদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রন্থলেখক এবং সিলিউকাস নিকেটারের সহবর্ত্তী মেগাস্থিনিস এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে এইরূপ লিখিয়াছেন— প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন কালে যাহা কিছু কথিত হইয়াছে তাহা সমস্তই গ্রীকদের

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড (খ)।

তিনি এতৎ সম্বন্ধে ইহা ব্যতীত আরও এইরূপ লিখিয়াছেন— সিলিউকাস নিকেটার সহবর্ত্তী মেগাস্থিনিস এই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে এইরূপ লিখিয়াছে— প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন কালে যাহা কিছু মানবের বিশেষ হিতকর দর্শনশাস্ত্র বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সভাদের মধ্যে প্রথম উন্নতি লাভ করে এবং ক্রমে ভারতবাসী-দের মধ্যে ইহার আলোক বিস্তার করিয়া পরিশেষে গ্রীকদেশে প্রচারিত হয়। ইজিপ্ট দেশে যাহারা ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিচিত ছিল তাহারাই দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিল। এসিরিয়া দেশে চেলডিয়ান নামে যাহারা খ্যাত ছিল তাহারা দর্শন আলোচনা করিত। গল দেশে যাহারা ড্রুইড নামে খ্যাত ছিল তাহারাই দর্শনের অধ্যাপক ছিল। ব্যাকরিয়া ও কেল্ট রাজ্যে শর্ম্মণ আখ্যাত ব্যক্তিরা দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী ছিল। পারস্য রাজ্যে মেগাই নামক খ্যাত ব্যক্তিরা দর্শন-শাস্ত্রবিদ্ ছিল। মেগাই দর্শনবিদ্গণ তারার গতি লক্ষ্য করিয়া জুডিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছিল এবং মানবের উদ্ধারকর্ত্তা যিশুর জন্মবৃত্তান্ত প্রচার করিয়াছিল।

ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় দর্শনবিদ্গণ দুই দলে বিভক্ত, এক দলের আখ্যা শর্ম্মণ, এক দলের আখ্যা ব্রচমন। শর্ম্মণদিগের মধ্যে এক দল লোক আছে তাহাদের নাম হিলোবাই। ইহারা নগরে বাড়ীঘরে বাস করে না। ইহারা বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিয়া থাকে এবং ক্ষেত্রের শস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে। এবং করপুটে জল তুলিয়া পান করে। আমাদের দেশে এন্‌ক্রেটাই আখ্যাত ধার্ম্মিকগণ যেমন বিবাহাদি করে না ইহারাও সেইরূপ বিবাহাদি করে না।

ভারতবর্ষের দার্শনিকগণের মধ্যে অনেক বুদ্ধের অনুবর্ত্তক আছে। বুদ্ধের অলৌকিক গুণ ও পবিত্রতা জন্য তাহারা বুদ্ধকে ঈশ্বরের অবতার মনে করিয়া সম্মান করে।

চতুশ্চত্বারিংশ খণ্ড।

মেগাস্থিনিস বলেন—দার্শনিকগণ আত্মহত্যা দর্শনশাস্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া

মনে করেন না। যাহারা আত্মহত্যা করে তাহারা অত্যন্ত নির্ব্বোধ বলিয়া বিবেচিত হয়। যাহাদের স্বভাব অত্যন্ত রুক্ষ তাহারা সাধারণতঃ ছুরিকাঘাতে অথবা পর্ব্বতোপরি হইতে পতন দ্বারা আত্মবিনাশ করিয়া থাকে। যাহারা দুঃখ সহ্য করিতে অসমর্থ তাহারা সাধারণতঃ জলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ নষ্ট করে। যাহাদের দুঃখ সহিবার ক্ষমতা অধিক তাহারা শ্বাসরোধ করিয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকে। এবং যাহাদের স্বভাব উগ্র তাহারা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া জীবন নষ্ট করে। কুলনশ শেষোক্ত প্রকৃতির লোক ছিল। সে তাহার দুর্দ্দমনীয় বৃত্তি দ্বারা চালিত হইত। এবং আলেকজাণ্ডারের দাস ভাবে ছিল।

পঞ্চচত্বারিংশ খণ্ড।

এরিয়াণের ইণ্ডিকায় অনুবাদিত হইবে।

জগৎশেঠ।

পঞ্চম অধ্যায়।

ফতেচাঁদ।

সরফরাজের ধ্বংসের পর আলিবর্দ্দি খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি যে উপায়ে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণের অন্তঃকরণ হইতে তাঁহার প্রতি অপ্রীতি দূর করার জন্য তিনি সকলের সহিত সাধু ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। আলিবর্দ্দি সর্ব্বাগ্রে সরফরাজের পরিবারবর্গের প্রতি যার পর নাই সম্মান দেখাইয়া তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহের সুচারুরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেন। নগরের ও রাজ্যের অন্যান্য লোকেরাও তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়। সম্ভ্রান্ত লোক হইতে জনসাধারণ পর্য্যন্ত নূতন নবাবের ব্যবহারে অসীম প্রীতি লাভ করে। আলিবর্দ্দি খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রজাবর্গের কষ্ট বিমোচনের জন্য অশেষ প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে হিন্দু মোসলমানের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। ইতিপূর্ব্বে হিন্দুগণ কেবল রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ে ও মুন্সীগিরি প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময় হইতে তাঁহারা যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয় ও শাসনকার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। বিশেষতঃ তিনি বাঙ্গালীদিগকে ঐরূপ পদ প্রদান করিয়া তাহাদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁর এইরূপ উদার ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে 'বাঙ্গলার আক্‌বর' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। আলিবর্দ্দির পূর্ব্বে বাঙ্গলার কোন নবাব বাঙ্গালীদিগকে যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ের বা শাসনকার্য্যের ভার দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। নবাবের এইরূপ আদর্শ ব্যবহারে সাধারণে তাঁহার এইরূপ পক্ষপাতী হইয়া উঠিল যে; তিনি যে অসদুপায়ে বাঙ্গলার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে বিস্মৃত হইতে লাগিল। এইরূপে কি সম্ভ্রান্ত, কি জনসাধারণ, কি প্রজাবর্গ সকলের প্রতি জাতিনির্ব্বিশেষে সদ্ব্যবহার করিয়া আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গলার আদর্শ নবাব বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিলেন।

যে জগৎশেঠের সাহায্যে আলিবর্দ্দি খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। সেই বৃদ্ধ ফতেচাঁদের পরামর্শানুসারে তিনি রাজ্যের অনেক সুবন্দোবস্ত করেন। রাজ্যমধ্যে নূতন নবাবের প্রতি প্রীতি আকর্ষণের মূলই জগৎশেঠ। তিনি আলিবর্দ্দি খাঁকে সুপরামর্শ প্রদান করিয়া প্রজাবর্গের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করাইতে যত্ন করিয়াছিলেন। জগৎশেঠের প্রতিও আলিবর্দ্দি খাঁর শ্রদ্ধা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজ্য অন্তর্বিদ্রোহে ও বহিঃশত্রুর দ্বারা বারংবার আক্রান্ত হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিদ্রোহদমনে ও বহিঃশত্রুতাড়নে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। রাজকোষের সমস্ত অর্থই তাহাতে প্রায় ব্যয়িত হইয়া যাইত, এইজন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে জগৎশেঠের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত। মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে যেরূপ অবিরত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, জগৎশেঠের সাহায্য না পাইলে তাহা কদাচ পারিয়া উঠিতেন কি না সন্দেহ। মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণে রাজ্যমধ্যে ভয়ানক হাহাকার উপস্থিত হইয়াছিল। প্রজাবর্গের যেরূপ সর্ব্বনাশ সংসাধিত হয়, ও জমীদারগণ যেরূপ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া উঠেন, তাহাতে রাজস্বসংগ্রহের পক্ষে অত্যন্ত বিঘ্ন উপস্থিত হয়, অথচ নবাবকে প্রতিনিয়ত যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকার জন্য অর্থেরও অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে। কাজেই সে সময়ে জগৎশেঠের সাহায্য ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। জগৎশেঠ কেবল অর্থ দ্বারা নহে, নবাবকে অনেক সুপরামর্শ প্রদান করিয়া সেই ঘোর বিশৃঙ্খলাময় রাজ্যে প্রজাবর্গকে অনেক পরিমাণে শান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ফতেচাঁদের পূর্ব্বাপর এইরূপ ব্যবহারে নবাব আলিবর্দ্দির যে তাঁহার প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হইবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ফতেচাঁদও নবাবের প্রতি যার পর নাই প্রীত ছিলেন।

আলিবর্দ্দি খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমতঃ স্ববংশীয়দিগকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। রাজস্বদেওয়ান রায়রায়ণ আলম চাঁদের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সহকারী চায়েন রায়কে উক্ত পদ প্রদান করা হয়। চায়েন রায় মুর্শিদকুলি জাফর খাঁর জায়গীরের মোহরেরের কাজ করিতেন।*

* তওয়ারিখ বাঙ্গলা।

তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসী ও ধার্ম্মিক হওয়ায় নবাব তাঁহাকে রাজস্বদেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। চায়েন রায় জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ের সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। যে সময়ে বঙ্গরাজ্য অন্তর্বিদ্রোহে ও বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নানারূপে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, প্রজাবর্গের অশেষ অনিষ্ট সাধিত হওয়ায় রাজস্ব আদায়ের যার . পর নাই বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সময়ে চায়েন রায় রাজস্বদেওয়ানের পদে নিযুক্ত থাকায়, প্রজা ও জমীদারবর্গকে সন্তুষ্ট রাখিয়া অনেক প্রকার কৌশলে তিনি রাজস্ব আদায় করিতেন। এই বন্দোবস্তে জগৎশেঠও অনেক পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। নবাবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকায় ও চায়েন রায়ের সুবন্দোবস্তে প্রীত হইয়া জমীদারেরা মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের সময় নবাবকে অনেক টাকার অর্থ সাহায্য করেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই নবাব বিদ্রোহদমনে প্রবৃত্ত হন। সরফরাজ খাঁকে বিনাশ করিয়া আলিবর্দ্দির মুর্শিদাবাদের সিংহাসনলাভের সংবাদ পাইয়া সরফরাজের ভগিনীপতি মুর্শিদকুলী খাঁ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। মুর্শীদকুলী খাঁ উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করায়, আলিবর্দ্দী খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে হয়। আলিবর্দ্দীর আগমনে মুর্শিদকুলী খাঁ প্রথমতঃ সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিবারবর্গের উত্তেজনায় তাঁহাকে অগত্যা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মছলীপত্তনাভিমুখে পলায়ন করেন। পুরুষোত্তমের রাজা অবশেষে তাঁহার পরিবারবর্গ ও সম্পত্তি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। আলিবর্দ্দী খাঁ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সৈয়দ আহম্মদকে উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিয়া মুর্শীদাবাদে আগমন করেন। কিন্তু অল্প কাল পরে মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা মির্জ্জা বকীর উড়িষ্যা অধিকার করিয়া সৈয়দ আহম্মদকে বন্দী করিলে আলিবর্দ্দীকে পুনর্ব্বার উড়িষ্যায় যাইতে হয়। নবাব মির্জ্জা বকীরকে পরাস্ত করিয়া তাহার হস্ত হইতে সৈয়দ আহাম্মদের উদ্ধার সাধন করেন।

নবাব উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মুর্শিদাবাদ যাত্রাকালে যৎকালে পথিমধ্যে মৃগয়ামোদে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময়ে শুনিতে পান যে, নাগপুরের রঘুজী

ভোঁসেলার সেনানী ভাস্কর পণ্ডের অধীনস্থ ২৫ হাজার মহারাষ্ট্রীয় তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে। যদিও তিনি পূর্ব্বে তাহাদের আগমনের সংবাদ পাইয়াছিলেন, তথাপি তাহাতে তাদৃশ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। নবাবের অধিকাংশ সৈন্য পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করায় তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন। নবাবের সহিত ৫।৬ সহস্র মাত্র সৈন্য ছিল। নবাব ক্রমে বর্দ্ধমানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই দিকে অগ্রসর হয়, এবং তাহারা বর্দ্ধমানের চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামে অগ্নি প্রদান করিয়া গৃহাদি ও শস্যস্তূপ সকল ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। সেই স্থানে উভয় পক্ষের কয়েকটি সামান্য যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পর একদিন রাত্রিতে উভয় পক্ষের মধ্যে এক বার সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ড ১০ লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠাইলে নবাব তাঁহাকে উক্ত উৎকোচ প্রদানে অস্বীকৃত হন।* অগত্যা উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হয়। পরদিন প্রভাতে নবাব স্বীয় সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতি ধাবিত হন। মহারাষ্ট্রীয়েরাও চতুর্দ্দিক হইতে নবাব সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া বসে। সেই সময়ে নবাবের আফগানসেনাপতিগণ যুদ্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করায় নবাব অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এবং সে দিবস সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় উভয় পক্ষকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়। রাত্রিতে আফগানগণের ঔদাসীন্যের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নবাব জানিতে পারেন যে, উড়িষ্যা যুদ্ধের পর কতকগুলি আফগান সৈন্যকে বিদায় দেওয়ায় আফগানসেনাপতিগণ নবাবের প্রতি বিরক্ত হইয়া ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অবশেষে নবাব তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বিপক্ষদিগের সহিত কিরূপ ভাবে যুদ্ধ করা আবশ্যক তাহারই পরামর্শে প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে নবাবসৈন্য চতুর্দ্দিক হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হওয়ায়, প্রথমতঃ তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া কাটোয়াভিমুখে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়া উঠিল।

যে দিবস তাঁহারা কাটোয়াভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ স্থির করেন, সেই দিবস রাত্রিকালে মহারাষ্ট্রীয়েরা নবাবসৈন্যকে আক্রমণ করিয়া বসে। একটি অধিকৃত কামান নিকটস্থ বৃক্ষে সংলগ্ন করিয়া তাহারা নবাবসৈন্যের উপর গোলা

* Mutaqher in Translation Vol I.

বৃষ্টি আরম্ভ করে। এইরূপ আক্রমণে নবাবসৈন্যের মধ্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। গভীর রাত্রিতে তাহাদের আক্রমণ আরও ঘোরতর হইয়া উঠে! প্রাতঃকালে নবাবের আদেশে সৈন্যগণ কাটোয়াভিমুখে অগ্রসর হয়, তাহারা জগন্নাথের পথ ধরিয়া যাইতে আরম্ভ করে। নবাবের সমস্ত সেনাপতি বিপুল উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মুর্শিদকুলী খাঁর সহকারী মীর হাবীব এই সময়ে নবাবসৈন্যের মধ্যে ছিল, উক্ত মীর আহত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দের হস্তে বন্দী হয়। পরে সে মহারাষ্ট্রীয়দের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। সেনাপতিগণের উৎসাহে নবাবসৈন্যগণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করে নাই সত্য, কিন্তু অনাহারে, অনিদ্রায়, পথকষ্টে ও রণশ্রমে তাহারা জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালাবিশেষ হইয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের যার পর নাই অভাব হইয়াছিল। এক দিবস নবাবের প্রধান সেনাপতি মস্তাফা খাঁ কতিপয় মহারাষ্ট্রীয়কে পরাজিত করিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত অর্দ্ধপক্ক খাদ্যদ্রব্য অধিকার করেন, নবাবসৈন্যগণ মহানন্দে তাহা ভোজন করিয়াছিল।* এইরূপে ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে থাকে। এক দিবস মহারাষ্ট্রীয়েরা অগ্রসর হইয়া নবাবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহার নিকট দুইটি প্রকাণ্ড হস্তী থাকায় এবং উক্ত হস্তিদ্বয় অনবরত শৃঙ্খল ঘুরাইতে আরম্ভ করায় মহারাষ্ট্রীয়েরা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।† সে দিবস উক্ত দুই হস্তিকর্ত্তৃক নবাবের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণে নানারূপ কষ্টভোগ করিয়া কয়েক দিবস পরে নবাবসৈন্য কাটোয়ায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদের তিন সহস্র মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে এই ভীষণ মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ উপস্থিত হয়। নবাব সৈন্যের কাটোয়ায় উপস্থিতির পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়েরা তথায় আগমন করিয়া সমস্ত শস্যস্তূপ অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিয়া ফেলে। নবাবসৈন্যগণ সেই দগ্ধাবশিষ্ট তণ্ডুলাদি ভোজন করিয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়।

মহারাষ্ট্রীয়গণের এই ভীষণ আক্রমণে নবাবসৈন্যের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল। ক্রমাগত মহারাষ্ট্রীয়গণকর্ত্তৃক বেষ্টিত ও আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে খাদ্য দ্রব্যের যথেষ্ট অভাব হইয়া পড়ে, যে যে গ্রামে তাহারা উপস্থিত হইত

---

* Mutaqherin Translation Vol I.

† Do.

মহারাষ্ট্রীয়েরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহাদের আগমনের পূর্ব্বে সেই সেই গ্রামে উপনীত হইয়া সমস্ত শস্য ভাণ্ডার অগ্নিসংযোগে ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া ফেলিত। পরিশেষে তাহাদের মধ্যে এরূপ খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে বৃক্ষপত্র, বল্কল, কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত ভোজন করিয়া উদরপূর্ত্তি করিতে হইয়াছিল।* মৃত জন্তুর মাংস পাইলে তাহাদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইত। রাত্রিতে কাহারও নিদ্রা যাওয়ার অবকাশ ছিল না। ক্রমাগত রাত্রি জাগরণে তাহাদের শরীর অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া উঠে। জগন্নাথের পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে ভূমিশয্যায় তাহারা সামান্য মাত্র বিশ্রাম করিতে পাইত। ইহার উপর বর্ষার অবিশ্রান্ত বর্ষণে তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিতে হয়। এইরূপে অশেষবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে তাহারা কাটোয়ায় উপস্থিত হয়। তথায়ও দগ্ধাবশিষ্ট তণ্ডুল ভোজনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। পরে মুর্শিদাবাদ হইতে খাদ্য দ্রব্য আসিলে তাহাদের প্রাণরক্ষার সুবিধা ঘটে। তাহাদের দুর্দ্দশার সংবাদ পাইয়া হাজী আহম্মদ মুর্শিদাবাদের যাবতীয় রুটিওয়ালার দ্বারা রুটি প্রস্তুত করাইয়া অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য সহ কাটোয়ায় পাঠাইয়া দেন।† নবাব সৈন্যগণ এই ভীষণ আক্রমণে যেরূপ আত্মরক্ষা করিয়াছিল তাহা যে ইতিহাসে দুর্লভ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঞ্চবিংশ সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত ৫।৬ সহস্র নবাব সৈন্যের বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ যে প্রশংসার বিষয় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ কিছু দিন কাটোয়ায় অপেক্ষা করিয়া পরে মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হন।

এই সময়ে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বদেশগমনের ইচ্ছা করে। এবং তাহাদের অর্থাভাবও উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মীর হাবীব মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পরে তাহাদের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। উক্ত মীর হাবীর ভাস্করের নিকট এইরূপ প্রস্তাব করে যে, আলিবর্দ্দি খাঁ মুর্শিদাবাদে পঁহুছিবার পূর্ব্বে সে তথায় উপস্থিত হইয়া উক্ত নগর লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে অনেক অর্থ আনিয়া দিতে পারে। ভাস্কর মীর হাবীবের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া তাহাকে সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রদান করেন। কাটোয়া হইতে

---

* Mutaqherin Translation Vol I.

† Riyazas Salatin.

মুর্শিদাবাদের প্রধান পথ পরিত্যাগ করিয়া মীর হাবীব অন্য এক পথ ধরিয়া অল্প সময়ের মধ্যে ১৭৪২ খৃঃ অব্দের জুন মাসে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ ভাগীরথীর পশ্চিম পারস্থ ডাহাপাড়ায় উপস্থিত হইয়া তাহারা নদী পার হয়। সে সময়ে মুর্শিদাবাদ প্রাচীর বেষ্টিত ছিল না, কাজেই তাহাদের নগরে প্রবেশ করিতে কোনরূপ অসুবিধা ঘটে নাই। হাজী ও নওয়াজিস মহম্মদ খাঁ প্রভৃতির বাধায় কোন ফল হইল না। তবে কেল্লার নিকট তাঁহারা অধিকাংশ সৈন্য সমবেত করায় মীর হাবীব সে দিকে অগ্রসর না হইয়া মুর্শিদাবাদের অন্যান্য স্থান লুণ্ঠন করিয়া অবশেষে মহিমাপুরে জগৎশেঠের কুঠীতে উপস্থিত হয়। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা এত শীঘ্র রাজধানীতে উপস্থিত হইবে। কাজেই তিনি স্বীয় গদী তাদৃশ সুরক্ষিত করিতে পারেন নাই। মুর্শিদাবাদে তাহাদের উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার অগাধ সম্পত্তি কোন নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত বা লুক্কায়িত করা বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করার বিশেষ অবকাশ পাইয়া উঠেন নাই। তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। মীর হাবীব মহিমাপুরে উপস্থিত হইয়া গদী আক্রমণ করিয়া বসে, ও তাহার লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়, মহারাষ্ট্রীয়গণের সুবিধার জন্য গদী হইতে দুই কোটী আর্কট মুদ্রা গ্রহণ করে। অন্যান্য মুদ্রা লওয়া আবশ্যক মনে করে নাই। পরে রাজা দুর্লভরাম প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া আপনার ভ্রাতার সহিত মুর্শিদাবাদের পশ্চিম কিরীটকোণায় উপস্থিত হয়।* দ্বিতীয় দিবসে আলিবর্দ্দি খাঁ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। মহারাষ্ট্রীয়েরা বন্দীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কাটোয়াভিমুখে গমন করে। উক্ত দুই কোটী টাকায় জগৎশেঠদিগের কোনরূপ ক্ষতিই হয় নাই। মুতক্ষরীণকার বলেন যে উক্ত দুই কোটী টাকা তাহাদের নিকট দুই গুচ্ছ তৃণের সমান ছিল, তাহার পর প্রতিদরবারে শেঠেরা কোটী টাকার দর্শনী প্রদান করিতেন।† তৎকালে শেঠদিগের সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে টাকা দিয়া সুতীর নিকট ভাগীরথীর মোহানা বাঁধাইয়া দিতে পারি-

* Riyazus Salatin.

† Mutaqherin Translation Vol II. P. 226-227.

তেন। বাস্তবিক সে সময়ে জগৎশেঠদিগের গদীর কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি ছিল তাহা উপরি উক্ত ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায়। মহারাষ্ট্রীয়দের আগমনের সংবাদ পাইয়া অর্থাদি গোপনের চেষ্টার পরও তাহারা কেবল আর্কট মুদ্রাই দুই কোটী লুণ্ঠ করিয়াছিল, অন্যান্য কত মুদ্রা যে বাহিরে ছিল এবং কত যে লুক্কায়িত হইয়াছিল ইহা হইতে তাহার বেশ অনুমান করা যায়।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ কাটোয়া পরিত্যাগ করিলে মহারাষ্ট্রীয়েরা তথায় শিবির সন্নিবেশ করে। এবং ক্রমে ক্রমে ভাগীরথীর পশ্চিম পারস্থ সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসে। হুগলী হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়। সেই সময়ে ঘোরতর বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় নবাব তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই। মধ্যে মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়েরা ভাগীরথী পার হইয়া মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ অনেক স্থান লুণ্ঠন করিয়া শস্যাদি নষ্ট করিয়া ফেলিত। মুর্শিদাবাদ হইতে সকলে পলায়ন করিয়া অন্যান্য স্থানে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। সম্রাট মহম্মদসাহ রঘুজীর বাঙ্গলা আক্রমণ ও অধিকারের কথা শুনিয়া পেশওয়া বালাজী রাজীরাওকে রঘুজীর সৈন্যদিগকে বাঙ্গলা হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। রঘুজী পেশওয়ার একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এদিকে বর্ষার সমাগমে ১৭৪২ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ অধিকতর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন। ভাগীরথী ও অজয় পার হইয়া নবাব সৈন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করে। অজয় পার হইতে নবাবকে নৌসেতু নির্ম্মাণ করাইতে হইয়াছিল, খরস্রোত অজয়ের উপর যেরূপ কৌশলে নবাব নৌসেতু নির্ম্মাণ করাইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, এরূপ যুদ্ধ কৌশলের পরিচয় অতি অল্প স্থানেই পাওয়া যায়। অজয় পার হইয়া নবাব সৈন্য কাটোয়ায় সহসা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা এইরূপ অকস্মাৎ আক্রমণে ভীত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করে। নবাব ক্রমে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্যের দিকে তাড়াইয়া দেন।

১৭৪৩ খৃঃ অব্দে পেশওয়া বালাজী বাজীরাও বাঙ্গলায় আগমন করেন। তিনি প্রথমতঃ বিহারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে তথা হইতে বাঙ্গলার দিকে অগ্রসর হন। এদিকে রঘুজী ভোঁসলা ভাস্করের উত্তেজনায় নিজেই

স্বসৈন্যে বাঙ্গলা আক্রমণের জন্য আগমন করেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ দুই দল মহারাষ্ট্রীয়ের এক সময়ে বাঙ্গলার উপস্থিতির কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন। পরে তিনি ভাগলপুরের নিকট পেশওয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অনেক উপঢৌকনাদি প্রদানের পর উভয়ে মিলিত হইয়া রঘুজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই সময়ে পেশওয়া আজিমাবাদ প্রভৃতি প্রদেশের চৌথ আদায়ের বন্দোবস্ত করিয়া লন। নবাবকে তাহাতে সম্মতি দান করিতে হইয়াছিল। পেশওয়া ও নবাবের মিলন শুনিয়া রঘুজী বাঙ্গলা পরিত্যাগের চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু বালাজী বাজীরা ও সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করায় তিনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ইহার পর কিছুকালের জন্য মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গলা আক্রমণে নিরস্ত ছিল।

১৭৪৪ খৃঃ অব্দে পুনর্ব্বার মহারাষ্ট্রীয়গণ বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হয়। বর্ষার অপগমে ভাস্কর পণ্ড প্রায় ২২ সহস্র সৈন্যের সহিত উড়িষ্যা অতিক্রম করিয়া কাটোয়ায় আগমন করেন। মহারাষ্ট্রীয়গণের পুনর্ব্বার আগমনে নবাব যারপর নাই চিন্তিত হইয়া পড়েন। উপর্য্যুপরি যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার প্রধান সেনাপতি মস্তাফা খাঁ কর্ম্ম পরিত্যাগের চেষ্টা করিতেছিলেন, নবাব নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে বশীভূত করেন। এইরূপ অশেষবিধ গোলযোগে নবাব পুনর্ব্বার মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অসুবিধা মনে করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি কৌশলে এই প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতির উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইলেন। নবাব ভাস্করের নিকট সন্ধির এক প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ভাস্করও তাহাতে সম্মত হন। মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ দক্ষিণে মণকরা নামক গ্রাম উভয় পক্ষের সন্ধিস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। নবাব তথায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া ভাস্করকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। নবাবের মনোভাব কিন্তু অন্যরূপ ছিল। ভাস্কর তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া কতিপয় অনুচরসহ মনকরার শিবিরে উপস্থিত হইলে নবাবের ইঙ্গিত অনুসারে তাঁহার সৈন্যগণ ভাস্করকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে, ভাস্করের অনুচরগণের মধ্যে কেহ কেহ আহত কেহ কেহ বা নিহত হইলে, অবশিষ্ট যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা নদীতে ঝাঁপ দিয়া পরপারে প্রস্থান করে। নবাব সৈন্যগণ কাটোয়ার দিকে অগ্রসর

হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা কাটোয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, ও স্বদেশাভিমুখে গমন করে। এইরূপে নবাব সে বারে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ভাস্করের হত্যাকাণ্ড আলিবর্দ্দি চরিত্রের যে একটী ঘোরতর কলঙ্ক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উপর্য্যুপরি বাঙ্গলা আক্রমণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা নবাবকে কিরূপ ব্যাকুল করিয়াছিল তাহা উপরোক্ত ঘটনাসমূহ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। নবাব তজ্জন্য যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। রাজকোষে অর্থের অত্যন্ত অনাটন উপস্থিত হয়। রাজস্ব দেওয়ান চায়েন রায়ের বন্দোবস্তে জমীদারেরা সাহায্য ও প্রজাবর্গ রাজস্ব প্রদান করিলেও সম্পূর্ণরূপে রাজস্ব আদায় ঘটিয়া উঠিত না। প্রজাবর্গের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত, শস্য স্তূপ ভস্মীভূত, গৃহাদি প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় তাহারা রাজস্ব দানে কিরূপে সক্ষম হইতে পারে? এদিকে যুদ্ধের জন্য অপরিমিত অর্থেরও প্রয়োজন হইত। রাজকোষে যাহা সঞ্চিত হইত তাহাতে যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইয়া উঠিত। কাজেই নবাবকে যে অর্থাভাবে পড়িতে হইবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? কিন্তু তাঁহার প্রধান সঁভায় জগৎশেঠের সাহায্যে নবাব তিলমাত্র অর্থাভাব অনুভব করেন নাই। জগৎশেঠের পরামর্শানুসারে রাজস্ব দেওয়ান যাহা কিছু রাজস্ব আদায় করিতেন, তাহার ব্যয়ের পর অর্থাভাব উপস্থিত হইলে, নবাবের সাহায্যের জন্য তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার মাসিহ্নয়ের গদী উন্মুক্ত থাকিত। নবাব সেই ভয়ানক বিপদের সময় জগৎশেঠের নিকট হইতে উপকার প্রাপ্ত হইয়া আপনার মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কাজেই বৃদ্ধ জগৎশেঠের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা যে বলবতী হইবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই সময় বৃদ্ধ ফতেচাঁদকে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হয়। ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে * তাঁহার মৃত্যু হয়। ফতেচাঁদের মৃত্যুতে নবাব অত্যন্ত

---

* হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে, ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। উহা কতদূর সত্য বলা যায় না। কারণ, আমরা জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদের ফার্ম্মানে দেখিতে পাই যে তিনি সম্রাট আমেদসাহের রাজত্বের প্রথম বর্ষে ১১৬১ হিজরা বা ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। ফতেচাঁদের মৃত্যুর ৪ বৎসর পরে এই উপাধি পাওয়ায় তাঁহার মৃত্যুর অব্দ ১৭৪৪ বলিয়া সন্দেহ হয়। তবে যদি সে সময়ে মহাতাপচাঁদ অল্প বয়স্ক থাকায় বা মহারাষ্ট্রীয় ও আফগান আক্রমণে বঙ্গ-

অভাব অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। যদিও অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার উত্তরাধিকারী নবাবের অভাবমোচনে সক্ষম হইয়াছিলেন, তথাপি বহুকাল হইতে যাহার সহিত একত্র কার্য্য করিয়া, যাঁহার উপদেশে ও সাহায্যে তিনি বাঙ্গলার সিংহাসন লাভ করিয়া, ভয়ানক মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের বিপদ হইতে উদ্ধার লাভে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুতে নবাব যে যারপরনাই বিচলিত হইবেন ইহাতে আর সন্দেহ কি? ফতেচাঁদের মৃত্যুতে বঙ্গ রাজ্যের রাজা মহারাজ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত জনগণ হইতে জনসাধারণ পর্য্যন্ত সকলেই শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। ফতেচাঁদের আনন্দচাঁদ, দয়াচাঁদ ও মহাচাঁদ নামে তিন পুত্র জন্মে। আনন্দচাঁদ ও দয়াচাঁদ পিতার জীবদ্দশায় পরলোকগত হন। মহাচাঁদের বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। মৃত্যুর পূর্ব্বে ফতেচাঁদ আনন্দচাঁদের পুত্র মহাতাপচাঁদ ও দয়াচাঁদের পুত্র স্বরূপচাঁদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। মহাতাপচাঁদ পরিশেষে "জগৎশেঠ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

রাজ্য অশান্তিময় হইয়া উঠায়, তাঁহার জগৎশেঠ উপাধি পাইতে বিলম্ব হইয়া থাকে, তাহা হইলে ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু সম্ভব হইলেও হইতে পারে। হণ্টার সাহেব নিজামতের দেওয়ান রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুরের দ্বারা তাৎকালিক জগৎশেঠের নিকট হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেইজন্য সন্দেহ থাকিলেও আমরাও ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে সেই ফতেচাঁদের মৃত্যুর বৎসর বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

পৌরাণিকী।

১। বৃহন্নারদীয় পুরাণ রচনাকালে, নৈমিষারণ্যবিভাগে ছাব্বিশ হাজার মুনি বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি যজ্ঞপরায়ণ, কতকগুলি ধ্যানপরায়ণ ও কতকগুলি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। নালন্দের মহাবিদ্যালয় যেমন বৌদ্ধ নৃপতিগণের বদান্যতায় পালিত হইত, নৈমিষারণ্যের মুনিসঙ্ঘও বোধ হয় তেমনি হিন্দু নৃপতিগণের দানশীলতায় পালিত হইতেন। বাণপ্রস্থাবলম্বী জ্ঞানী গৃহস্থগণ, পরিণত বয়সে এই প্রদেশে গিয়া বাস করিতেন।

২। নারদীয় পুরাণকার বোধ হয় মধ্যভারতের পশ্চিমাংশের অধিবাসী ছিলেন। আভীর জাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, আভীর জাতির দান গ্রহণ করিবে না, তাহাদের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গও দর্শন করিবে না। এত ক্রোধ কেন ?

৩। যখন নারদীয় পুরাণ রচিত হয়, তখন বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে যেন একটা বিবাদ চলিতেছিল। বৌদ্ধালয়ে প্রবেশের নিষেধ করা হইয়াছে, যথা—

বৌদ্ধালয়ং বিশেদ্ যস্তু মহাপদ্যাপি বৈ দ্বিজঃ।
তস্য বৈ নিষ্কৃতির্নাস্তি প্রায়শ্চিত্তশতৈরপি॥

৪। পৌরাণিক যুগে বিশ্বাস ছিল, বিমানারোহণে যাহারা স্বর্গে যায়, তাহাদের রথ কাম্ ধেনুতে টানে।

৫। সতী শোকে শিবের যে নয়ন জল পতিত হয়, তাহা হইতে বৈতরণী নদীর উদ্ভব হইয়াছে।

৬। মহাদেব, সতীদেহ মস্তকে লইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করেন। যতদূর পর্য্যন্ত গমন করেন, ততদূর পর্য্যন্ত যাজ্ঞিক দেশ হয়। মনুতে আছে,

কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
সজ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়দেশোম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ॥

এতদনুসারে বঙ্গদেশের সমস্ত অংশের যজ্ঞিয় দেশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কালিকা পুরাণ বঙ্গদেশে রচিত। পুরাণকার, সতীদেহ মহাদেবের মস্তকে আরোপিত করিয়া পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করাইয়া বঙ্গদেশের পূর্ব্বভাগকে যজ্ঞিয়

রঙ্গপুর অঞ্চলে বিরাট রাজার গোগৃহ গুলি আনিয়া উক্ত অঞ্চলের "পাণ্ডব বর্জ্জিত" কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করা হইয়াছিল।

৭। বশিষ্ট পত্নী অরুন্ধতীদেবী, চন্দ্রভাগা তীরে তাপসারণ্যে তপস্যা করিয়াছিলেন। বহুলা দেবী অরুন্ধতীর উপদেষ্ট্রী ছিলেন। এই বহুলার নামানুসারে লোকে কি কন্যার নাম বেহুলা রাখিত ?

৮। প্রাচীন কালের পঞ্চসতী—সাবিত্রী, বহুলা, গায়ত্রী, চারুপদ্ম সরস্বতী।

৯। অনন্তদেব, ছয়ফণার উপর পৃথিবী ধারণ করেন।

১০। কালিকা পুরাণে আছে, পৃথিবী বায়ুকোণের দিকে কিঞ্চিৎ নিম্ন।

১১। পর্ব্বত গুলির এক পঞ্চম অংশ ভূপ্রোথিত, কেবল সুমেরু এই নিয়মের বহির্ভূত।

১২। আদি সৃষ্টিকালে বিবিধ ভয়ঙ্কর জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল, পুরাণ-কারদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। এ মত বিজ্ঞানসম্মতও বটে।

১৩। নরক ও সীতাদেবী, জনকের যজ্ঞ ভূমিতে উৎপন্ন হন। জনক উভয়কে পালন করেন। নরক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কামরূপ প্রদেশে গিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। কিরাতগণ, কামরূপ হইতে তাড়িত হইয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করিয়া বাস করে। তাড়িত কিরাতগণ, স্বর্ণবর্ণ বলিয়া লিখিত আছে। নরকের রাজ্য দক্ষিণ দিকে করতোয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। নরক, পশ্চিম দিক্ হইতে আপনার রাজ্যে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। দীর্ঘকাল অনার্য্যসংশ্রব হেতু নরকের স্বভাব বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। পুরাণের উল্লিখিত বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, আর্য্যজাতির একটী শাখা বিদেহ হইতে গিয়া কামরূপ প্রদেশে উপনিবিষ্ট হয়। তাহাদেরই কর্ত্তৃক কামরূপ আদিম অধিবাসিগণের অনেকে তাড়িত হইয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া সমুদ্রতীরে উপনিবিষ্ট হয়।

১৪। বারাণসী কোন কালে অর্ক ক্ষেত্র, ও বিষ্ণু ক্ষেত্র ছিল। এখন শিব ক্ষেত্র হইয়াছে। বিষ্ণু, একবার কাশী পোড়াইয়া দেন। উক্ত আখ্যান শৈবও বৈষ্ণবদিগের পরস্পর বিরোধ সূচক মাত্র।

১৫। চৈত্রমাসে যে শিবের গাজন হইয়া থাকে, বামন পুরাণে তাহার উৎ-পত্তির এইরূপ বিবরণ আছে, সতীশোকে উন্মত্ত মহাদেবের প্রতি কাম, জৃম্ভ-

নাস্ত্র নিক্ষেপ করে। মহাদেব, উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে থাকেন। ভ্রমণ-কালে কুবেরাত্মজ পঞ্চালিককে দেখিতে পাইয়া তাহাকে জৃম্ভনাস্ত্রের জ্বালা ধারণ করিতে বলেন। যক্ষ ধারণ করে। মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে এই বর দেন যে; "তুমি আমার ন্যায় পূজিত হইবে। চৈত্র মাসে যে তোমার সম্মুখে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য গীতাদি করিবে, আমি তাহার উপর পরিতুষ্ট হইব।" যক্ষ বর পাইয়া কালঞ্জরে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত হইতে অনু-মিত হইতে পারে যে ইহা একটী অনার্য্য পর্ব্ব। কালঞ্জরের (কলিঞ্জরের) উত্তরবর্ত্তী প্রদেশে প্রথমতঃ অনুষ্ঠিত হইত। কালক্রমে শিবোপাসনার অঙ্গীভূত হইয়া অন্যান্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

১৬। সতী শোকে উন্মত্ত মহাদেব, দারুবন চিত্রবন ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট-বর্ত্তী প্রদেশে ভ্রমণ করেন। চিত্রবনে প্রথমতঃ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার সময়, প্রথমতঃ ব্রাহ্মণেরা ইহার পূজা করিতে সম্মত হন নাই, পরে মহাদেবের ক্রোধ দেখিয়া ব্রহ্মা ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ লিঙ্গপূজা করিতে সম্মত হন। লিঙ্গ পূজা যে অনার্য্যদের নিকট হইতে গৃহীত তাহা কি উক্ত আখ্যায়িকা হইতে প্রমাণিত হয় না?

১৭। বামন পুরাণ রচনাকালে ভারতবর্ষের চতুঃসীমা নিম্নলিখিত রূপ ছিল। পূর্ব্বে কিরাত দেশ, পশ্চিমে যবন দেশ, দক্ষিণে অন্ধ্র দেশ উত্তরে তুরস্ক দেশ।

১৮। বঙ্গ, বাঙ্গ, প্রবঙ্গ, মাংসাদ, বলদন্তিক, ব্রহ্মোত্তর, প্রবিজয়, ভার্গব, আঙ্গেয়, মর্ষক, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, মাল, মানন্দ ও পুণ্ড্র এই সকল দেশ পরস্পর সন্নিহিত।

১৯। চণ্ডীতে শুম্ভ নিশুম্ভের যে বর্ণনা আছে বামন পুরাণে তৎসমুদায় মহিষাসুরে আরোপিত হইয়াছে। কোন সুপ্রাচীন ঘটনা দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে স্থান লাভ করিয়াছে।

২০। কুরুবংশের আদি পুরুষেরা প্রতিষ্ঠানবাসী ছিলেন। সুপণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যালের মতে আফ্‌গানিস্থানের প্রাচীন নাম প্রতিষ্ঠান দেশ। মোগল পাঠানাদি জাতির ন্যায় কৌরব ও পাঞ্চালাদি জাতির পূর্ব্বপুরুষগণের আফ্‌গানিস্থান ও তদুত্তরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে ভারতে আগমন সম্ভব। পুরাণগুলি

গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমের নিকট প্রতিষ্ঠান পুরীর অবস্থিতি বর্ণনা করে। পুরাণ ও রামায়ণের একটী বিশেষত্ব এই যে, ঐ গুলিতে পশ্চিম দিকের অনেক স্থান, ও ঘটনা গুলিকে পূর্ব্ব দিকের বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাভারত পাঠকেরা জানেন যে, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ঘটিত যাবতীয় ব্যাপার ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি প্রদেশে ঘটিয়াছিল, তৎপ্রদেশেই কৌশিকী নাম্নী নদী ছিল, কিন্তু রামায়ণ ও পুরাণ গুলি কৌশিকীকে বহু পূর্ব্ব দিকের নদী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। ঋষ্য শৃঙ্গ ও বিভাণ্ডককে নিতান্তই পূর্ব্ব দিকে টানিয়া আনা হইয়াছে। পদ্ম পুরাণ যাবতীয় প্রাচীন রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিকে আপনার বাসস্থান মধ্যভারতের লোক করিয়া ছাড়িয়াছেন। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অনেক নদ নদী ও দেশের নামানুসারে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভারতের নদ নদীর নামকরণ হইয়াছে। সারস্বত প্রদেশের গৌড় দেশ, অযোধ্যা ও কনোজ দেশ দিয়া বঙ্গদেশে গঙ্গার উপকূলে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল।

২১। সরস্বতী ও দৃষদ্‌বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের এক অংশের নাম কুরুজাঙ্গল। লোমষ ঋষি এই প্রদেশ বাসী ছিলেন।

২২। রাজর্ষি কুরু, কুরুজাঙ্গল সম্পূর্ণ বশীভূত করিবার জন্য তত্রত্য আদিম-অধিবাসিগণের দলপতিগণকে ক্ষেত্রপতি আখ্যা দিয়া বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই সকল ক্ষেত্রপালগণের মধ্যে মচক্রুক ও মঙ্কণক বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। কুরুর রাজনীতি অবশ্যই প্রশংসনীয়।

২৩। সরস্বতী নদী সাতটী বন ও কতকগুলি হ্রদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। সে সাতটী বন এই,— কাম্যকবন, অদিতিবন, ব্যাসবন, ফলকীবন, সূর্য্যবন, মধুবন ও শীতবন। হ্রদ গুলি বোধ হয় সরস্বতীর ছাড় বা বাওড়। লিখিত আছে, বর্ষাকাল ব্যতীত সরস্বতী ও দৃষদ্‌বতীতে প্রবাহ থাকে না। এই দুইটী প্রাচীন ঐতিহাসিক নদী, পৌরাণিক যুগেই অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছিল।

২৪। কপালমোচন, দশাশ্বমেধ প্রভৃতি তীর্থগুলি পূর্ব্বে ব্রহ্মাবর্ত্তের সারস্বত প্রদেশে ছিল। কাশীতে পৌরাণিকধর্ম্মের পূর্ণাশ্রয় হইলে সারস্বত প্রদেশের তীর্থগুলি তথায় কল্পিত হইয়াছিল।

২৫। সরস্বতী তীরে যজ্ঞ করিলে অত্যন্ত পুণ্য হয়, পৌরাণিকযুগের পূর্ব্বে লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। যাহারা সরস্বতী হইতে কিছু দূরে বাস করিত

তাহারা খাল কাটিয়া সরস্বতীর জলধারা আপনাদের যজ্ঞ ভূমি পর্য্যন্ত লইয়া যাইত। ইহাতে সরস্বতীর বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছিল।

২৬। ইন্দ্র, দিতির গর্ভ নাশ করায়, তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করে। তিনি মনোহরা নদীতে স্নান করিয়া শুদ্ধি লাভ করেন। ইন্দ্রের পাপ হইতে পুলিন্দ নামক জাতির উদ্ভব হয়। তাহারা হিমালয় ও বিন্ধ্যের অন্তর্দ্দেশে বাস করিত। এই উপাখ্যানের মূলে কোন ঐতিহাসিক তথ্য আছে কিনা জানি না।

২৭। মদ্রদেশে শাকল নামক প্রসিদ্ধ নগর ছিল। শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী জলন্ধর দোয়াব প্রাচীন মদ্রদেশের প্রধান অংশ।

২৮। মহাভারত ও অধিকাংশ পুরাণে নানা তীর্থের নাম আছে, কিন্তু বৃন্দাবনের নাম পাওয়া যায় না। বৃন্দাবনের বর্ত্তমান মন্দির গুলি বেশী দিনের নয়। সুলতান মামুদ, যখন মথুরা আক্রমণ করেন, তখন তৎপ্রদেশে জৈনদিগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির ছিল। বৃন্দাবন ও মথুরার বর্ত্তমান তীর্থ গুলি বঙ্গদেশীয় চৈতন্য সম্প্রদায়ী গোস্বামী ও বল্লভাচারী গোস্বামীদের কল্পিত।

২৯। জ্যামঘ নামক রাজা সর্ব্ব প্রথম বিষ্ণু মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

৩০। দ্বৈপায়ন ব্যাস, জাতূকর্ণ ঋষির নিকট সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করেন।

৩১। সূর্য্য যে চন্দ্র কলার হ্রাস বৃদ্ধির কারণ প্রাচীন আর্য্যগণের ইহা জানা ছিল। "বৃদ্ধিক্ষয়োহি চন্দ্রস্য কীর্ত্তেতে সূর্য্য কারিতৌ॥" (বায়ুপুরাণ)

৩২। প্রাচীন কালে যাজকগণ যজমানপ্রদত্ত অর্থে ধনী হইতেন। অপব্যয়ী রাজগণের অর্থের প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের যাজকগণের ধনাপহরণে বাসনা হইত, তজ্জন্য যাজক ও যজমানে বিবাদ উপস্থিত হইত। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের ধনাপহরণ করিতে যাইয়া পুরূরবা নামক রাজা নিহত হন।

৩৩। কোন কোন পুরাণ মতে ব্রহ্মারই বরাহ অবতার হইয়াছিল। মনুর মতে ব্রহ্মারই নাম নারায়ণ। ব্রহ্মার অনেক কার্য্য পরবর্ত্তী পুরাণ গুলি, বিষ্ণুতে আরোপিত করিয়াছেন।

৩৪। সংবর্ত্তক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ ও সলিল দ্বারা সংসক্ত হইয়া স্থির আছে বলিয়া পর্ব্বতের নাম অচল। পৌরাণিক যুগে বিশ্বাস ছিল কতকগুলি বস্তু গলিয়া একত্র জমাট বান্ধিয়া পর্ব্বত হইয়াছে। পর্ব্ব অর্থাৎ থাক থাক যুক্ত বলিয়া পর্ব্বত এবং নদী নির্গত হয় বলিয়া গিরি নাম হইয়াছে।

৩৫। লোকের বিশ্বাস ছিল, সত্য যুগে স্ত্রীলোকের জীবনের মধ্যে এক বার মাত্র ঋতু ও একটী মাত্র সন্তান হইত।

৩৬। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বলেন, বৃক্ষের আদর্শে পৃথিবী নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া বৃক্ষের নাম শালা।

৩৭। আদি যুগে প্রজাগণ কেহ ভূগর্ভে, কেহ বা বৃক্ষশাখায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল ছিল না। গ্রাম নগরাদি ছিলনা। মহাভারতে আছে, রাজা পৃথু ভূপৃষ্ঠ সমতল করিয়া ক্রমে নগর নির্ম্মাণ করেন। সেই সময় হইতে প্রজাগণ একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করে।

৩৮। নিম্নলিখিত অষ্টাবিংশতি ব্যক্তি বেদের বিভাগ করিয়া ব্যাস নাম পাইয়াছিলেন।

১ শ্বেত	৮ বশিষ্ঠ	১৫ আরুণি	২২ শুকায়ন
২ সত্য	৯ সারস্বত	১৬ যোসঙ্গে	২৩ তৃণবিন্দু
৩ সুতার	১০ ত্রিধামা	১৭ কৃতঞ্জয়	২৪ ঋক্ষ
৪ অঙ্গিরা	১১ ত্রিবৃৎ	১৮ ঋতঞ্জয়	২৫ শক্তি
৫ সবিতা	১২ শততেজা	১৯ ভরদ্বাজ	২৬ পরাশর
৬ মৃত্যু	১৩ ধর্ম্মনারায়ণ	২০ বাচঃশ্রবা	২৭ জাতূকর্ণ
৭ শতক্রতু	১৪ সুরক্ষণ	২১ বাচস্পতি	২৮ দ্বৈপায়ন

মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের বংশ

ভৃগু (পত্নী খ্যাতি)
|
মৃকণ্ডু (পত্নী মনস্বিনী)
|
বিধাতা —— ধাতা (পত্নী নিয়তী)
|
মার্কণ্ডেয় (পত্নী মূর্দ্ধনী)
|
বেদশিরাঃ (পত্নী পীবরী)

বেদশিরার বংশে যে সকল বেদপারগ ঋষির জন্ম হয়, তাঁহারা সকলেই মার্কণ্ডেয় নামে খ্যাত ছিলেন।

৪০। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতে কল্পকাল ৫৭২৫৪০০০০০০০ বৎসর, কিন্তু সূর্য্য সিদ্ধান্তের মতে ৪৩২০০০০০০০ বৎসর।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

রিয়াজ-উস্-সালাতিন।

তৃতীয় উদ্যান।

(প্রথম অংশ।)

(দিল্লীর তৈমুর বংশীয় সম্রাট্‌গণ কর্ত্তৃক নিয়োজিত বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা-দিগের কীর্ত্তি কুসুমের সৌরভ বিতরণ)।

[রিয়াজ কর্ত্তা যদিচ হোসেন কুলিখান জাহান ও মিরজা আজিজ কোকা নামক দুইজন শাসনকর্ত্তা আকবর বাদশাহের অধীনে বঙ্গদেশ শাসন জন্য আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া দ্বিতীয় উদ্যানের শেষ ভাগে উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার মতে রাজা মান সিংহই মোগলাধীনে বাঙ্গালার প্রথম শাসনকর্ত্তা। রিয়াজের এই নির্দ্ধারণ সুসঙ্গত নহে।]

হোসেন কুলি খান জাহান অধিকাংশ সময় যুদ্ধ কার্য্যে ব্যয় করিলেও তাঁহার সময়েই বঙ্গদেশে মোগল শাসন সূচিত হয়।

খান জাহানের পরলোক প্রাপ্তির পর আকবর বাদশাহ মিরজা আজিজ কোকাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থকার দ্বিতীয় উদ্যানের শেষ-ভাগে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু খান জাহানের মৃত্যুর পর গুটাসবিজেতা মজাঃফর খাঁই বাঙ্গলার শাসনভার প্রাপ্ত হন। আফগানগণ বঙ্গদেশ হইতে তাড়িত হইলে মোগল সেনানায়কগণ তাহাদের জায়গীর দখল করেন; এবং রাজকোষে রাজস্ব প্রদান না করিয়াই ভোগ করিতে থাকেন। এই সকল জায়গীর মোগল সেনানায়কগণ নিজ নিজ অধীন ব্যক্তিদিগকে অবস্থান করিতে দিয়াছিলেন। মজাঃফর এই প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে মোগল সেনা-নায়কগণ সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করেন।

এই ভাবে বঙ্গদেশে অরাজকতা উপস্থিত হইলে আকবর শাহ রাজা তোড়র মলকে বাঙ্গলা ও বিহারের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। নব নিয়োজিত শাসনকর্ত্তার সঙ্গে সেনাপতির মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়াতে আকবর তাঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া মিরজা আজিজ কোকাকে তৎপদে প্রেরণ করেন।

মিরজা আজিজ বাঙ্গলার শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া এই গৃহ কলহ সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাণ করেন; তৎপর বিদ্রোহী আফগানদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হন। মিরজা আজিজ এই ব্যাপারে সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইতে না পারায় সাহাবাজ কুম্বু তাঁহার সঙ্গে যোগ প্রদান করিয়াছিলেন।

মিরজা আজিজ কোকা বিদ্রোহী আফগানসেনা বিধ্বস্ত করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আকবর বাদশাহ তাঁহার (আজিজের) সহযোগী সাহাবাজ কুম্বুর কার্য্যে প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহাকেই শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। আফগানদিগকে উড়িষ্যা নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে দিলে তাহারা আর বঙ্গদেশে উৎপাত করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হওয়াতে কুম্বু তাহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি সংস্থাপন করেন। এজন্য বাদশাহ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজধানীতে আনয়ন করিয়া কারারুদ্ধ করেন।

সাহাবাজ কুম্বুর পর উজির খাঁ বাঙ্গলার শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি কিয়দ্দিবস মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে আকবর বঙ্গদেশ শাসন জন্য সুবিখ্যাত মানসিংহকে প্রেরণ করেন। রাজা মানসিংহ আফগানদিগের কবল হইতে উড়িষ্যা উদ্ধার করিবার জন্য যত্নবান হন এবং সুবর্ণরেখা নদীর তীরে আফগানদিগকে সম্পূর্ণরূপ পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা মোগলসম্রাজ্য ভুক্ত করেন। রাজা মানসিংহ আগমহল নামক স্থানকে রাজমহল আখ্যা প্রদান করিয়া তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করতঃ উক্ত নগর সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ ও দুর্গে সুশোভিত করিয়া কিয়ৎকাল বঙ্গদেশ সুশাসন করেন। [বঙ্গদেশের মোসলমান শাসনের ইতিহাস লেখক ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন যে আকবর বাদশাহ পীড়িত হওয়াতে তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা মানসিংহ স্বীয় ভাগিনেয় খুসরুকে মোগল সম্রাজ্যাধিপতি করিবার কল্পনায় বাঙ্গলার শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু আকবর শাহ মানসিংহের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া জাহাঙ্গীরকে মোগল সিংহাসন প্রদান করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

জাহাঙ্গীর বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রধান শত্রু মানসিংহকে দরবার হইতে দূরে রাখিবার জন্য পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। রিয়াজ-কর্ত্তা এই স্থান হইতেই মোগলাধীন শাসনকর্ত্তৃগণের বিবরণ আরম্ভ করিয়াছেন।]

রাজা মানসিংহ।

হিজিরী ১০১৪ সালের জামাদিনছানি মাসের ১৯ তারিখে নুরউদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর খাঁ বাদশাহ রাজধানীস্থিত রাজপ্রাসাদে রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। জাহাঙ্গীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংবাদ পত্রে (১) ও ওমরাহগণের লিপিতে ওসমান খাঁর বিদ্রোহের সংবাদ অবগত হইলেন। জাহাঙ্গীর এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র রাজা মানসিংহকে গৌরব সূচক ভূষণ মণি মুক্তা খচিত তরবারি ও অশ্ব প্রদান করিয়া বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তৃপদে এবং উজীর খাঁকে রাজস্ব মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। অতঃপর তাঁহারা বঙ্গদেশে আগমন করিলে নীচ বংশজাত ওসমান খাঁ অগ্রবর্ত্তী মোগল সৈন্যসহ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ওসমান খাঁ নানা প্রকার চাতুরী ও কৌশল অবলম্বন করিয়া অলক্ষিতভাবে প্রবল হইতে লাগিলেন। মোগল আফগান সংঘর্ষণ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল এবং রাজা মানসিংহ তাহাদিগকে নিপাত করিতে পারিলেন না; এজন্য দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। (২) অতঃপর সম্রাট কোতব উদ্দীন খাঁকে মূল্যবান পরিচ্ছদ কোমরবন্দ কারুকার্য্য খচিত অশ্ব এবং সজ্জা প্রদান করিয়া বাঙ্গা-

---

* (১) রিয়াজের এই কথা হইতে জানা যায় যে মোসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষে সংবাদপত্র প্রচলিত ছিল। এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে "সম্রাট আকবরের সময় প্রতি মাসে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অরাজকীয় সমাচার পত্র প্রচলিত হইত, আইন আকবরী গ্রন্থে আ[illegible] ফজল ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পানি পথ যুদ্ধে বাবরশাহ শিবিরে বসিয়া সংবাদপত্র [illegible]ঠ করিতেছিলেন, এমন সময় হিন্দু রাজারা আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এই কয়েক পংক্তি বাবরের সমসাময়িক কানুন এ-জং নামক প্রাচীন পারস্য গ্রন্থে পাঠ করা যায়। শাহজাহান আগ্রার মহরম দরবারে বলিয়াছিলেন,—"এলাহাবাদের হিন্দু প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহা সমাচার পত্রে পাঠ করিয়া বিস্মিত ও বিষাদিত হইলাম।" সম্রাট আওরঙ্গজেব আরাঙ্গবাদ নামক স্থানে জীবনলীলা সম্বরণ করেন, তাঁহার পীড়ার সমাচার ও বিবরণ দিল্লীর পয়গম-এ হিন্দ নামক পারস্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। * * * ইহাতেই বুঝা যাইতেছে সেকালে সমাচারপত্র প্রকাশিত হইত। মুদ্রাযন্ত্রের কোনও বন্দোবস্ত ছিল কিনা তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সংবাদ সংগ্রহ জন্য Intelligence Department ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।" ১৩০৪ সনের নব্যভারতের ৭৩ পৃষ্ঠা।

(২)। জাহাঙ্গীর ওয়াকিয়া-ত-ই জাহাঙ্গীর নামক স্বরচিত জীবন বৃত্তের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "When I ascended the throne, in the first year of my reign I recalled

লার শাসনকর্ত্তৃপদে নিয়োগ করিলেন। রাজা মানসিংহ এ দেশের শাসন-কর্ত্তৃপদে আট মাস কাল ব্যাপৃত ছিলেন।

কোতব উদ্দীন খাঁ কোকলতাশ।

১০১৫ হিজিরী সনের সফর মাসের ৯ তারিখে কোতব উদ্দীন কোকলতাশ বঙ্গের নিজামতি পদে অভিষিক্ত হইলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে পঞ্চ সহস্র সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করিলেন। তিনি সৈন্য ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিন লক্ষ মুদ্রা ও নিজ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দুই লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া জাহাঙ্গীরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে আগমন করিলেন। কিন্তু স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার কিয়ৎকাল পরেই কোতব উদ্দীন কোকলতাশ শের আফগান উপাধিধারী আলী কুলী বেগ এস্তিজালুর হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। আলী কুলী বেগ সুলতান তাহমাস শাহের পুত্র সুলতান এসমাইল শাহের ছাকারচি ছিলেন। সুলতানের মৃত্যুর পর তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কান্দাহার অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্থানে আগমন করতঃ মুলতানে আব্দুর রহমান খান খানানের দরবারে উপনীত হন। তৎকালে আব্দুর রহমান ঠাট ও সিন্দু প্রদেশ

Man Sing, who had long been the governor of the country." সম্ভবতঃ গোলামহোসেন এই অংশ অবলম্বন করিয়াই মানসিংহের পদচ্যুতির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জাহাঙ্গীর কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু গোলামহোসেন তাঁহার অক্ষমতাই পদচ্যুতির কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আকবরশাহ যে সকল রাজনীতিবিশারদ কাকুশল সেনাপতির সাহায্যে কাবুল হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রাজা মানসিংহ একজন প্রধান। আকবরশাহের রাজত্বকালে মানসিংহ বঙ্গদেশে আগমন করিয়া সুবর্ণরেখা নদীর তীরে আফগান শক্তি বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। এবারও তাঁহার অকৃতকার্য্য হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। বিশেষতঃ মানসিংহ দ্বিতীয়বার মাত্র আটমাস কাল বঙ্গদেশ শাসন করেন এবং প্রথমেই রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে বিরত হন। অতএব এই অল্পকালমধ্যেই আফগানদিগকে দমন করিতে না পারার জন্য তাঁহার অক্ষমতা প্রকাশ পায় না। রাজা মানসিংহের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা কোতব বর্দ্ধমানের জায়গীরদার সের আফগানকে নিহত করিবার কারণ হইয়াছিলেন। এই হত্যাকার্য্যে বাদশাহের স্বার্থ ছিল এবং হত্যার মূলাধার কোতব বাদশাহের অন্তরঙ্গ অর্থাৎ ধাত্রীপুত্র ছিলেন। সুতরাং সহজে ইহাই অনুমিত হয় যে মানসিংহ সের আফগানের হত্যা কার্য্যে লিপ্ত হইবেন না বুঝিতে পারিয়াই বাদশাহ তাঁহাকে অপসরণপূর্ব্বক স্বীয় অন্তরঙ্গ কোতবকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।

জয় করিতে উদ্যোগী ছিলেন। তিনি আলী কুলি বেগকে বাদশাহী কর্ম্মচারী শ্রেণী ভুক্ত করিয়া লন। আলী কুলি খাঁ যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপযুক্ত কার্য্যকৌশল প্রদর্শন করেন। থান খানান ঠাট ও সিন্দু প্রদেশ জয় করিয়া নির্ব্বিঘ্নে দিল্লীর দরবারে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার অনুরোধে আকবর বাদশাহ আলী কুলি বেগকে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিয়া গৌরবান্বিত করেন। এই সময়ে তিনি তিহারাণ নিবাসী মিরজা গিয়াস বেগের কন্যা মেহেরউন্নিসার পাণিগ্রহণ করেন। যৎকালে স্বর্গীয় বাদশাহ দক্ষিনাপথ স্বাধিকার ভুক্ত করিতে স্বয়ং তথায় গমন করেন ও শাহাজাদা আলী আহদকে (পরে জাহাঙ্গীর বাদশাহ) উদয় পুরের রাণাকে সমূলে বিনষ্ট করিতে আদেশ প্রদান করেন, তৎকালে আলী কুলি বেগ শাহাজাদার সাহায্যকারী নিযুক্ত হন। শাহাজাদা তাঁহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া সের আফগান খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিয়া সম্মানিত করেন। অতঃপর তিনি সিংহাসনে উপবেশন করিয়া শের আফগানকে বঙ্গদেশের অন্তর্গত বর্দ্ধমান জেলা জায়গীর দান পূর্ব্বক তাঁহাকে তথায় প্রেরণ করেন। কিন্তু সের আফগান বর্দ্ধমানে উপনীত হইয়া নানাবিধ অসদনুষ্ঠান করাতে তাঁহার দুষ্কার্য্যের কাহিনী মোগল সম্রাটের কর্ণগোচর হয়। এজন্য যখন কোতব উদ্দীন খাঁ বঙ্গদেশে আগমন করেন তখন জাহাঙ্গীর বাদশাহ তাঁহাকে সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন "যদি শের আফগান ন্যায়পথ হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে কিছু বলা দরকার নাই; অন্যথা তাহাকে রাজদরবারে প্রেরণ করিতে হইবে। যদি সে আগমন করিতে আপত্তি করে, তবে তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে হইবে।"

কোতব উদ্দীন খাঁ বঙ্গদেশে আগমন করিয়া সের আফগানের কার্য্য ও ব্যবহারে সন্ধিহান হইয়া তাঁহাকে স্বীয় দরবারে উপনীত হইবার জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু তিনি অমূলক আপত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক এই আদেশ প্রতিপালন না করাতে কোতব খাঁ তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ সম্রাটকে অবগত করান। সম্রাট কোতব খাঁর আবেদন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে তাঁহাকে যাত্রা কালে যে রকম বলিয়া দেওয়া হইয়াছে তদনুরূপ কার্য্য করিয়া সের আফগানকে তাঁহার কৃত অসদনুষ্ঠানের প্রতিফল দিতে হইবে। কোতব খাঁ এই রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শত্রুকে আক্রমণ জন্য অগৌণে বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করেন। সের আফগান কোতব খাঁর আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া তাঁহার প্রত্যুদগমনার্থ

কেবল দুই জন লোক সঙ্গে করিয়া অগ্রসর হন। পরস্পর সাক্ষাৎকালে কোতবের পক্ষীয় লোক সমবেত হইয়া সেরকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করাতে তিনি বিস্মিত হইয়া বলেন, 'এ কিরূপ ব্যবহার?' কোতব খাঁ এতৎ শ্রবণে স্বীয় অনুচরদিগকে জনতা নিবারণ করিতে আদেশ করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হন। শের আফগান বুঝিতে পারেন যে মোগল তাঁহাকে কৌশলে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। এজন্য তিনি মোগল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই তান্নিবারণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া ক্ষিপ্র হস্তে কোতব খাঁর উদরে তরবারী দ্বারা আঘাত করেন; ইহাতে তাঁহার আঁত বাহির হইয়া পড়ে। কোতব খাঁ উভয় হস্ত দ্বারা উদর ধারণ করিয়া বলেন যে কৃতঘ্ন বাহিরে যাইতেছে তাহাকে ধৃত করিয়া রাখ। কোতবের ক্রীতদাস কাশ্মীরনিবাসী আইনা খাঁ (১) তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহার শিরোপরি তরবারির আঘাত করিল। কিন্তু শের আফগানও সেই মুহূর্ত্তেই তরবারির এক আঘাত করিয়াই তাঁহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর কোতবের অনুচরগণ শের খাঁকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাতে বধ করিল। (২) শের আফগানের স্ত্রী মেহেরউন্নিসাকে নুরজাহাঁ উপাধিতে ভূষিত করিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ স্বীয় অঙ্কলক্ষ্মী করিলেন। কোতব খাঁর মৃত্যুর পর বিহারের শাসন কর্ত্তা জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ বঙ্গদেশের সুবাদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং এসলাম খাঁ বিহারের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।

(১) রিয়াজ কর্ত্তা এই বিবরণ ইকবালনামা নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিয়াছেন। ইকবালনামাতে আইনা খাঁর স্থলে পির খাঁ নাম আছে। ডাউ সাহেবের ইতিহাসে আবা খাঁ নাম লিখিত হইয়াছে।

(২) সের আফগানের দুষ্কার্য্যই তাঁহার হত্যার কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহ সেরের নিষ্পাপ পত্নী মেহেরউন্নিসাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসরচয়িতা কাফি খাঁ উল্লেখ করিয়াছেন যে সের আফগানের মৃত্যুর পর বাদশাহ যে তাঁহার পত্নীকে হস্তগত করিলেন তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। কোন্ সূত্রে সের এ বিষয় অবগত হইয়াছিলেন? আলোচনা করিলে জানা যায় সেরের সঙ্গে বিবাহিতা হইবার পূর্ব্বে জাহাঙ্গীর মেহের উন্নিসার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু আকবর বাদশাহের অনভিমত হওয়াতে মেহের সের আফগানের পরিণীতা হন। জাহাঙ্গীর ভগ্নমনোরথ হইয়াও মেহের উন্নিসার মূর্ত্তি মানস পট হইতে বিদূরিত করিতে পারিয়াছিলেন না। এবং তাঁহার

জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ।

জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে অর্থাৎ হিজিরী ১০১৫ সনে বিহারের শাসনকর্ত্তা জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া উন্নতি লাভ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম লালা বেগ; তাঁহার পিতা মিরজা হাকিমের গোলাম ছিলেন। মিরজা হাকিম মানবলীলা সম্বরণ করিলে লালা বেগ আকবর বাদশাহের রাজত্ব কালে রাজসংসারে প্রবেশ করেন। তৎপর বাদশাহ গোলাম লালা বেগকে শাহাজাদা জাহাঙ্গীরকে অর্পণ করেন। লালা বেগ স্থূল-কায় ছিলেন; তথাপি তাঁহাদ্বারা অনেক গুরুতর কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে। জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ এস্‌লাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ঈশ্বরোপাসনায় অভিজ্ঞ ছিলেন। জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ বঙ্গদেশের শাসনকার্য্যে রীতিমত হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তিনি কিঞ্চিদধিক এক বৎসর বঙ্গদেশের শাসন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

তাদৃশ প্রবল আসক্তির বিষয় সের আফগানের জীবদ্দশাতেই নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। এই সব কারণে আমরা কাফি খাঁর নির্দ্ধারণ সুসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি। রাজা মানসিংহকে বাঙ্গলা দেশ হইতে কেন অসময়ে অপসারিত করা হইয়াছিল তাহা জাহাঙ্গীর উল্লেখ করেন নাই। মানসিংহের পর তাঁহার একান্ত প্রীতিভাজন ও অনুগত কোতব উদ্দীন বাঙ্গলার শাসন কর্ত্তৃপদে বরিত হন এবং তিনিই সের আফগানের হত্যার কারণ স্বরূপ হইয়াছিলেন। এজন্য কোন কোন ইতিহাসবেত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে মেহেরউন্নিসার লোভেই জাহাঙ্গীর বাদশাহ সেরকে নিহত করাইয়াছিলেন। কিন্তু নিম্নলিখিত তিন কারণে শ্রীযুক্ত কিন সাহেব জাহাঙ্গীরকে সের আফ-গানের হত্যা কার্য্যে নিষ্পাপ বলিয়া লিখিয়াছেন। (১) আকবরের অন্তরঙ্গ বন্ধু আবুল ফজল জাহাঙ্গীরের ষড়যন্ত্রে নিহত হইয়াছিলেন। বাদশাহ স্বরচিত জীবনবৃত্তে এই গুরুতর অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সের আফগানের হত্যাকার্য্যে তাঁহার যোগ ছিল বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। (২) সমসাময়িক ইকবাথ নামার লেখক ও মহম্মদহাদি সেরের দুষ্কার্য্যই তাঁহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (৩) সেরের হত্যার পর মেহেরউন্নিসা বাদশাহের নিকট নীত হইবার পরও চারি বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার মুখাবলোকন করেন নাই এবং তাঁহার ভরণপোষণ জন্য অতি সামান্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কিন সাহেবের কারণগুলি আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। আবুল ফজল এসলাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। এজন্য তিনি মোসলমান সমাজে একান্ত হেয় ছিলেন। মোসলমান বাদশাহগণ রাজনৈতিক পথের কণ্টক অসি-হস্তে উন্মুলিত করিতেন; মোসলমান সমাজে তাদৃশ কার্য্য বড় নিন্দনীয় ছিল না। জাহাঙ্গীর স্ব-

জাহাঙ্গীর বাদশাহ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া ফতেহপুর নিবাসী সেখ বদর উদ্দীনের পুত্র বিহারের শাসনকর্ত্তা এসলাম খাঁকে বঙ্গদেশের সুবাদারের পদে অভিষিক্ত করিলেন। বিহার পাটনার শাসন ভার সেথ আবুল ফজল আল্লামির পুত্র আফজল খাঁ প্রাপ্ত হইলেন।

এসলাম খাঁ।

জাহাঙ্গীর খাঁ বাদশাহের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে এসলাম খাঁ বঙ্গদেশের শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইলেন। মোগল বাদশাহ বঙ্গদেশের বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাণ এবং ওসমান খাঁকে দমন জন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আদেশ করেন। এসলাম খাঁ জাহাঙ্গীরনগরে পদার্পণ করিয়া বাঙ্গলার শাসনকার্য্য সম্বন্ধে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইলেন। বাদশাহ তাঁহার শাসন সম্বন্ধীয় সুবন্দোবস্তের বিষয় অবগত হইয়া প্রীতি লাভ করতঃ রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে তাঁহাকে পঞ্চ সহস্র সৈন্যের মনসবী পদ প্রদান পূর্ব্বক পুরস্কৃত করিলেন। এসলাম খাঁ রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

রচিত জীবনবৃত্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে আবুল ফজল তাঁহার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহাকে নিহত করাইয়াছিলেন। আবুল ফজলকে হত্যা করার জন্য এই দুই কারণে জাহাঙ্গীরের পরিবাদগ্রস্থ হইতে হয় নাই; বরং কাফের তুল্য আবুল ফজলকে হত্যা করাতে তিনি গোঁড়া মোসলমান সমাজে প্রশংসাভাজনই হইয়াছিলেন। কিন্তু মোসলমান সমাজে স্ত্রীলোভে কাহাকেও হত্যা করা চিরকালই একান্ত দুষনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং জাহাঙ্গীর লোকাপবাদ ভয়েও সেরের নিহত করার সংশ্রবের কথা গোপন করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্ধারণ করা অসঙ্গত নহে। ইকবাল নামা জাহাঙ্গীরের আদেশেই রচিত হইয়াছিল এবং উহার লেখক মোগল দরবারের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রভু যে বিষয় গোপন রাখিতে অভিলাষ করিয়াছেন তাহা তিনিও প্রচার করিতে পারেন নাই। মহম্মদ হাদি জাহাঙ্গীর বাদশাহের একশত বৎসর পর গ্রন্থ লিখিয়াছেন; কিন্তু তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ সমূহের বিশেষতঃ ইকবাল নামার অবিকল অনুকরণ করিয়াছেন। মহম্মদ হাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে বাদশাহ কোতবের শোকে অধীর হইয়া মেহের উন্নিসার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। আকবর দীর্ঘকাল পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছিলেন না; তৎপর সেখ সেলিম নামক জনৈক সাধুরকৃপায় পুত্রসন্তানলাভ করেন। এই পুত্রের নাম জাহাঙ্গীর। কোতব সেখ সেলিমের জামাতা ও জাহাঙ্গীরের ধাত্রী পুত্র। তাঁহারা আজন্ম একত্র বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাদৃশ অন্তরঙ্গ ব্যক্তির অপঘাত মৃত্যুতে শোকে অধীর হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু যদি মেহের উন্নিসার অতুলনীয় রূপরাশি গৌণ অথবা মুখ্য ভাবে কোতবের বিনাশের কারণ না হয় তবে বাদশাহ কে

অতঃপর এসলাম খাঁ সেখ কবির ও সুজাত খাঁর সাহায্যে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ওসমান খাঁকে বিনষ্ট করিতে প্রেরণ করিলেন। কোতব উদ্দীন কোকের পুত্র কোর খাঁ, এফতেখার খাঁ সৈয়দ আদম বারাহা সেখ আচ্ছা, মোতাফেদ খাঁ ও মোয়াজ্জম খাঁর পুত্রগণ এবং অন্যান্য বাদশাহী কর্ম্মচারী সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। মোগল সেনা ওসমান খাঁর অধিকৃত দেশের প্রান্ত ভাগে উপনীত হইলে তাঁহার স্বভাব চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য একজন বিজ্ঞ দূত গমন করিলেন। এই ব্যক্তি তথায় উপনীত হইয়া ওসমানকে নানাবিধ সদুপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু তদীয় বিদ্বেষকলুষিতহৃদয়পটে দূতপ্রদত্ত উপদেশ বাক্য অঙ্কিত হইল না— ওসমান খাঁ মোগল দূতের উপদেশ বাক্যের মর্ম্মার্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার কথা সামান্য জ্ঞানে উড়াইয়া দিলেন। ওসমান খাঁ মোগল দূতের অভিলাষ পূর্ণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধার্থ অশ্ব সকল সুসজ্জিত করিয়া নালার ধারে সসৈন্য উপনীত হইলেন। বিশিষ্ট রাজপুরুষগণ ওসমান খাঁর এইরূপ অহঙ্কার ও গর্ব্বের বিষয় অবগত হইয়া ১০২০ সনের জেলহজ্জ মাসের শেষ তারিখে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সপ্তম বর্ষে সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ওসমান খাঁ দুর্ভাগ্য সৈন্যশ্রেণী সজ্জিত করিয়া মোগলসেনা আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ওসমান খাঁ রণকুশল হস্তী স্বীয় সৈন্যের অগ্রভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রবল পরাক্রমে অগ্রগামী সেনা আক্রমণ করিলেন। রণকুশল সেনাগণ সমর ক্ষেত্রে বর্শা ও তরবারী হস্তে অবিচলিতভাবে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া রোস্তম ও ছামের ন্যায় বীরত্ব প্রকাশ করিল। অগ্রগামী মোগলসেনার অধিনায়ক সৈয়দ আদম বারাহা ও সেখ আচ্ছা শত্রু হস্তে বীরের ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেম। উভয় পক্ষই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। মোগল সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্বের

নিরপরাধিনী বিধবাকে রাজান্তঃপুরে বন্দিনী করিয়াছিলেন তাহা বিচিত্র বটে। মেহেরউন্নিসা তেজস্বিনী বীর রমণী ছিলেন। শোকাবেগের সময় স্বামীহন্তার সঙ্গে পরিণীতা হইবার অনিচ্ছা প্রকাশ করাও অসম্ভব ছিল না। এবং হয়ত এজন্যই সেরের মৃত্যুর পর চারি বৎসর পর্য্যন্ত জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করিতে ক্ষান্ত ছিলেন। ইকবাল নামার লেখক প্রভৃতি ইতিহাস বেত্তাগণ সেরের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহোন্মুখতাই তাঁহার হত্যার কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কি ভাবে এই সব দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ নাই।

সেনাপতি এফতে খাঁর খাঁ ও বাম পার্শ্বের সেনাপতি কেশওয়ার খাঁ বহুসংখ্যক প্রভুভক্ত সৈন্যসহ রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। বহুসংখ্যক আফগান সেনাও শত্রুহস্তে প্রাণ ত্যাগ করিল। কিন্তু মোগল পক্ষীয় বহু-সংখ্যক উৎকৃষ্ট সেনানায়ক সমর ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করাতে ওসমান খাঁ পুনর্ব্বার মোগল সৈন্য আক্রমণ করিলেন। তিনি বাচ্চা নামক একটী মদমত্ত হস্তীকে অগ্রভাগে সন্নিবেশপূর্ব্বক তাহার হাওদায় আরোহণ করিয়া বারংবার অগ্র-গামী সেনা আক্রমণ করিতে লাগিলেন। মোগল সেনাপতি সুজাত খাঁ ও আত্মীয় অন্তরঙ্গগণ সহ বিপুল বিক্রমে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ আত্মীয় অন্তরঙ্গ রণক্ষেত্রে হতাহত হইল। ওসমানের মদমত্ত হস্তী সুজাত খাঁর সন্নিধানে উপনীত হইলে তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তাহার শুণ্ডে বর্ষা নিক্ষেপ করিলেন। এবং তৎপর অতি ক্ষিপ্রহস্তে স্বীয় তরবারী কোষোন্মুক্ত করিয়া তাহার মস্তকে সবলে দুইবার আঘাত করিলেন। হস্তী পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি প্রবল বেগে আরো দুইবার হস্তীর অঙ্গে আঘাত করিলেন। কিন্তু রণহস্তী মদমত্ত ছিল বলিয়া আঘাত প্রাপ্তিতে কিছু মাত্র বিচলিত হইল না এবং সক্রোধে অগ্রসর হইয়া অশ্ব ও অশ্বারোহীকে আক্রমণ করিয়া ভূতলশায়ী করিল। কিন্তু সুজাত খাঁ তৎক্ষণাৎ অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। এই সময় জেলওয়াদার খাঁ প্রবলবেগে হস্তীর সম্মুখের পদদ্বয়ে দুধার তরবারী দ্বারা আঘাত করিলেন। মদমত্ত হস্তী সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। জেলওয়াদার খাঁর সাহায্যে সুজাত খাঁ মাহুতকে ভূতলশায়ী করিয়া পুনর্ব্বার হস্তীকে সজোরে দুইবার তরবারী দ্বারা আঘাত করিলেন। হস্তী চীৎকার পূর্ব্বক পলায়ন করতঃ কিয়দ্দূরে গমন করিয়া ভূপতিত হইল। সুজাত খাঁ পুনর্ব্বার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। ওসমান খাঁও তৎক্ষণাৎ অন্য হস্তীপৃষ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিপক্ষের পতাকাবাহককে আক্রমণ করিয়া তাহাকে অশ্ব সহ ভূতলে নিক্ষেপ করিল। সুজাত খাঁ স্বীয় সৈন্যকে (পতাকা বাহক) আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি এখনও জীবিত আছি— ভগ্নোদ্যম হইও না, এখনই সাহায্য করিবার জন্য তোমার নিকট উপ-স্থিত হইতেছি।" এই বাক্য শুনিবা মাত্র পতাকাবাহকের অগ্র পশ্চাতে যে

সকল সৈন্য ছিল তাহারা উৎসাহিত হইল এবং ওসমান খাঁ হস্তীকে গুরুতর রূপ আঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিল এবং তাহাকে (পতাকা বাহককে) অন্য অশ্বে আরোহণ করাইল। বহুসংখ্যক সেনা রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিল। অবশিষ্ট সৈন্য আহত হইয়া অকর্ম্মণ্যভাবে পড়িয়া রহিল। সুলতানের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হওয়াতে একটী বন্দুকের গুলি ওসমান খাঁর ললাটদেশ বিদ্ধ করিল। এবং তিনি অবনতমস্তক হইয়া পড়িলেন। ওসমান অচিরাৎ কালগ্রাসে পতিত হইবেন বুঝিতে পারিয়াও সৈন্য বৃন্দকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি জয়লাভের আশা সুদূরপরাহত দেখিয়া সসৈন্যে পলায়ন করিলেন। বিজয়ী সৈন্য শিবির পর্য্যন্ত আফগানদের পশ্চাদ্গমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাত্রি এক প্রহরের সময় ওসমান খাঁ প্রাণত্যাগ করিলেন। তদীয় ভ্রাতা অলী খাঁ ও পুত্র মমরাজ খাঁ শিবির সহ যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি দ্রব্য তথায় পরিত্যাগ করিয়া ওসমান খাঁর মৃত দেহ লইয়া প্রাসাদাভিমুখে গমন করিলেন। সুজাত খাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়া আফগানদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে অভিলাষ করিলেন। কিন্তু মোগল সৈন্য পরিশ্রান্ত হইয়া পড়াতে ও মৃত দেহের অন্তিম কার্য্যে ও আহত সেনাবৃন্দের পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত থাকাতে তাহারা সে দিন শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে আপত্তি প্রকাশ করিল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে লস্কর খাঁ উপাধিধারী মোতাকেদ খাঁ ও মোয়াজ্জম খাঁর পুত্র আব্দুল এসলাম প্রভৃতি মোগল কর্ম্মচারিগণ ৩০০ অশ্বারোহী ও ৪০০ গোলন্দাজ সৈন্য সহ সম্রাটের নিকট হইতে মোগল শিবিরে উপনীত হইলেন। সুজাত খাঁ নবাগত সৈন্যসহ আফগানদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। অলী খাঁ স্বপক্ষের শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন যে ওসমান খাঁ সমস্ত বিপ্লবের মূল ছিলেন। তিনি তাঁহার দুষ্কার্য্যের প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন যদি সেনাপতি তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করেন তবে তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়া ওসমান খাঁর হস্তী সকল উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিতে পারেন। সুজাত খাঁ ও মোতাকেদ খাঁ তাহাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে অলী খাঁ ও মমরাজ খাঁ আত্মীয় অন্তরঙ্গগণসহ মোগল শিবিরে উপনীত হইয়া ৪৯টী হস্তী প্রদান করিলেন। অতঃপর মোগলসেনাপতি সুজাত খাঁ ও মোতাকেদ খাঁ তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া জাহাঙ্গীরনগরে এসলাম খাঁর নিকট উপনীত হইলেন।

এসলাম খাঁ এতৎসংবাদ মোগল বাদশাহের অবগতির জন্য আকবরাবাদে প্রেরণ করিলেন। মোগল বাদশাহ ১০২১ সালের মহরম মাসের ১৬ই তারিখে আফগান বিদ্রোহের অবসান বার্ত্তা অবগত হইয়া প্রীতি লাভ করিলেন। এসলাম খাঁ ছয় হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং সুজাত খাঁ রোস্তম জামানী উপাধিতে ভূষিত হইলেন। এতদ্ব্যতীত যে সকল মোগল কর্ম্মচারী ওসমান খাঁকে সমূলে বিনষ্ট করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহারাও যথোপযুক্ত পদোন্নতি লাভ করিলেন। ওসমান খাঁর বিদ্রোহ ৮ বৎসর কাল স্থায়ী ছিল। জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বের ৭ম বৎসরে ওসমান খাঁ সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে এসলাম খাঁ নরাকার পশুদিগকে (মগজাতিকে) দমন জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এসলাম খাঁ কতিপয় প্রধান মগকে বন্দী করিলেন এবং তাহাদিগকে স্বীয় পুত্র হোসঙ্গ খাঁর সঙ্গে রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সেই বৎসরই অর্থাৎ ১০২২ সালে তিনি বঙ্গদেশে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। এসলাম খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা কাসেম খাঁ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইলেন। (১)

কাসেম খাঁ।

এসলাম খাঁর ভ্রাতা কাসেম খাঁ বাঙ্গলার সুবাদারের পদে নিযুক্ত হইয়া কিঞ্চিদধিক পাঁচ বৎসর কাল এ দেশ শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে আসামীগণ বঙ্গদেশের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া জমধর হইতে সৈয়দ আবুবেকারকে ধৃত করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করে। কাসেম খাঁ আসামীদিগকে তাহাদের দুষ্কার্য্যের সমুচিত প্রতিফল দিতে অক্ষম হন। এজন্য সম্রাট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গকে বাঙ্গলার শাসনভার অর্পণ করিলেন।

ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ। (২)

জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে ১০২৭ সনে ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইলেন। ইব্রাহিম খাঁ স্বীয় ভ্রাতু-

(১) এসলাম খাঁর শাসনকালে বাঙ্গলার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকাতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। বাদশাহের নামানুসারে এই সময় ঢাকার নাম জাহাঙ্গীরনগর রাখা হইয়াছিল।

(২) ইনি জাহাঙ্গীরমহিষী নুরজাহানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

পুত্র আহম্মদ বেগ খাঁকে উড়িষ্যার শাসনভার অর্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং জাহাঙ্গীর নগরে অবস্থান করিয়া বঙ্গদেশের শাসন সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনকালে যে সকল গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা আমরা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১০৩১ সালে জাহাঙ্গীর অবগত হইলেন যে ইরাণাধিপতি কান্দাহার দুর্গ আক্রমণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এজন্য বাদশাহের আদেশানুসারে জয়-লাল আবেদিন বকসী শাহজানকে বোরহানপুর (১) হইতে সৈন্য হস্তী এবং তোপসহ রাজধানীতে অবিলম্বে আগমন করিতে আহ্বান করিলেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শাহজাদা শাহজাহান বোরহানপুর পরিত্যাগ করিয়া রাজ-ধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি মান্দু নামক স্থানে পৌঁছিয়াই বর্ষাকাল সমাগত হইয়াছে বলিয়া সে সময় তথাকার দুর্গে অতিবাহিত করিয়া পরে বাদশাহের নিকট হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। (২) এই সময় তিনি ঢোলপুর পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রার্থনা করিয়া আফগান বংশীয় দরিয়া খাঁকে তথাকার সংরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু শাহজাদার আবেদন জাহাঙ্গীরের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই তিনি স্বীয় পুত্র শাহজাদা শাহরিয়ারের সঙ্গে সের আফগানের ঔরষজাত নুরমহালের (৩) কন্যার বিবাহের প্রস্তাব ধার্য্য করিয়া নুরমহালের প্রার্থনানুসারে ঢোলপুর পরগণা শাহজাদার বৃত্তি স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এজন্য রাজকুমারের আজ্ঞাবহ সরিফল মোল্ক এই সময় ঢোলপুরের দুর্গ নিজ অধিকারে রক্ষা করিতেছিলেন। দরিয়া খাঁ তথায় উপনীত হইয়া উহা অধিকার করিবার কল্পনা করিলে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। দৈবাৎ একটী তীর সারিফল মোল্কের চক্ষুঃ বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দর্শন শক্তি হীন

(১) এই সময় শাহজাহান পিতৃ আদেশে দক্ষিণাপথের স্বাধীন মোসলমান রাজ্য সমূহের স্বাধীনতাহরণে নিযুক্ত ছিলেন। এই কার্য্যে তিনি গুণপনা প্রদর্শন করিয়া বাদশাহের একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

(২) জাহাঙ্গীর বাদশাহ স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন, "I have been offended by his dealaying at the fort of Mandu."

(৩) জাহাঙ্গীর বাদশাহ সেরের বিধবা পত্নী মেহেরউন্নিসাকে বিবাহ করিয়া প্রথমতঃ নুর মহাল (Light of the Harem) এবং তৎপরে নুরজাহান (Light of the World) উপাধিতে ভূষিত করেন।

করিল। এই দুর্ঘটনায় নুরমহাল উক্ত হইয়া উঠাতে বিবাদ উপস্থিত হইল। জাহাঙ্গীর বাদশাহ বেগমের অনুরোধে কান্দাহারের শাসনভার শাহজাদা শাহরিয়ারের হস্তে অর্পণ করিয়া মিরজা রোস্তমকে তাঁহার শিক্ষক ও সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। এসলাম খাঁর পরিবর্ত্তে আবুল ফজল আল্লামীর পুত্র আফজল খাঁ বিহারের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে অবসরলাভ করিবার পর শাহজাহানের দেওয়ান নিযুক্ত হন। ঢোলপুর পরগণা জায়গীর লইয়া উভয় ভ্রাতার (শাহজাহান ও শাহরিয়ার) মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে শাহজাহান তাঁহাকে সম্রাটের নিকট এই বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিবার প্রার্থনাতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বেগম সাহেব তৎকালে জাহাঙ্গীরের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি আফজল খাঁকে তাঁহার প্রার্থনা প্রকাশ করিতে অবকাশ দিলেন না। তিনি বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন।

সরকার হেসার ও দোয়াবের যে সকল মহাল শাহজাহানের সম্পত্তিভুক্ত ছিল তাহা শাহরিয়ারের বৃত্তির জন্য নির্দ্ধারণ করিতে রাজপুরুষগণ আদিষ্ট হইলেন। বাদশাহ মালব দক্ষিণাপথ ও গুজরাট শাহজাদাকে প্রদান করিয়া তাঁহার অভিলাষানুযায়ী তদন্তর্গত যে কোন স্থানে বাসস্থান নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সেই দেশ রক্ষা করতঃ অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। শাহরিয়ার যে সকল সৈন্যকে কান্দাহার হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহাদিগকে অতি সত্বর বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল।

জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে অর্থাৎ ১০০২ অব্দে আসফ খাঁ বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার সুবাদারের পদে নিযুক্ত হইলেন। শাহজাদা শাহজাহান আসফ খাঁর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এজন্য কতিপয় লঘুচেতা ব্যক্তি আসফ খাঁ শাহজাদার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া দোষারোপ করিতে লাগিল। মহাবত খাঁর সঙ্গে আসফ খাঁর শত্রুতা ছিল। শাহজাহানের সঙ্গে ও তাঁহার মনোমালিন্য ছিল। এজন্য (পার্শ্বচরগণ) মহাবতকে কাবুল হইতে আহ্বান করিতে বেগমকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বেগমও তাহাদের পরামর্শের বশবর্ত্তিনী হইয়া মহাবতের আগমন জন্য স্বীয় চিহ্নযুক্ত বাদশাহের আদেশ লিপি প্রেরণ করিলেন। মহাবত খাঁ রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়া বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তৎপর বাদশাহ শাহজাদা প্রবে-

জের প্রতিনিধি দারিফ খাঁকে সত্বর গমন করিয়া তাঁহাকে (প্রবেজকে) বিহারী সৈন্যসহ আপনার নিকট আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। সুলতান নুরজাহান ভ্রাতৃবিরহে কাতর হইয়া আসফ খাঁকে স্বীয় মত পরিবর্ত্তন করিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন।

শাহজাদা শাহজাহান বিগত ঘটনা সমূহ জানিতে পারিয়া এবং পিতৃস্নেহে বঞ্চিত এবং নুরজাহানের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া প্রথমতঃ কাজি আবদুল আজিজকে প্রেরণপূর্ব্বক স্বীয় মনোভাব পিতৃচরণে ব্যক্ত করিতে, এবং তৎপর (চতুর্দ্দিক হইতে মোগল সৈন্য সম্মিলিত হইবার এবং শাহজাদা প্রবেজ সসৈন্যে আগমন করার পূর্ব্বেই) স্বয়ং বাদশাহের নিকট উপনীত হইয়া কলহের শান্তি জন্য চেষ্টা করিতে মনন করিলেন। তদনুসারে কাজি সাহেব লুধিয়ানার নদীর তীরে বাদশাহী সৈন্য মধ্যে পৌছিলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর বাদশাহ বেগমের চক্রান্তে কাজি সাহেবকে রাজ দরবারে উপনীত হইবার অনুমতি প্রদান করিলেন না; অধিকন্তু তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য মহাবত খাঁকে আদেশ করিলেন।

অতঃপর শাহজাদা শাহজাহান বহুসংখ্যক সৈন্যসহ আকবরাবাদের পার্শ্ববর্ত্তী ফতেহপুর নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিলেন এবং সম্রাট ও সিরহিন্দ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (পথিমধ্যে) আমীরগণ নিজ নিজ এলাকা ও জায়গীর হইতে আগমন করিয়া রাজদর্শন লাভ করিলেন। বাদশাহের দিল্লীতে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই বহু সংখ্যক সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল এবং আবদুল্লা খাঁ অগ্রগামী সেনার সেনাপতিত্বে বরিত হইয়াছিলেন। তিনি অগ্রেই একদল সৈন্য প্রেরণ করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। এই অগণ্য সৈন্য সঙ্গে সংগ্রাম উপস্থিত হইলে ঘটনাক্রমে (যুদ্ধাবসানে) প্রতিকারের পন্থা একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে; শাহজাহান এই ভাবে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া খান খানান ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ফিরাইয়া ২০ ক্রোশ দুরবর্ত্তী বাম পার্শ্বে রাখিতে আদেশ করিলেন এবং রাজা বিক্রমজিৎ (১) ও খান খানানের পুত্র দারাব খাঁ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিবর্গকে বাদশাহী সৈন্যের সম্মুখীন হইবার

---

(১) জাহাঙ্গীর বাদশাহের স্বরচিত জীবন বৃত্তে বিক্রমজিতের স্থানে সুন্দর নাম আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে সুন্দর অথবা বিক্রমজিতই বিদ্রোহীদলের প্রকৃত নেতা ছিলেন।

জন্য তথায় নিযুক্ত রাখিলেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য ছিল যে যদি বেগমের উত্তেজনায় কোন সৈন্য পশ্চাদ্ধাবিত হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত সেনানায়কগণ কলহ নিবারণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতিরোধ করিতে পারিবে।

অতঃপর ১০৩২ সনে জামাদিন-আউল মাসের ২০শে তারিখে বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহজাদা শাহজাহানের আগমন বার্ত্তা অবগত হইলেন। বেগম মহাবত খাঁর উত্তেজনায় আসফ খাঁ, খাজে আবদুল কাসেম, আবদুল্লা খাঁ, লস্কর খাঁ কেদাই খাঁ ও নওয়াজিস খাঁ প্রভৃতি সেনাপতিবৃন্দকে পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য সহ শাহজাহানের গতিরোধ জন্য প্রেরণ করিলেন। অপর পক্ষ হইতে রাজা বিক্রমজিৎ এবং দারাব খাঁ সসৈন্যে সাড়ম্বরে অগ্রসর হইয়া রাজসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। উভয় সৈন্য বন্দুক হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। শাহজাদার সহিত আবদুল্লা খাঁর আন্তরিক সৌহার্দ্দনিবন্ধন তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে যুদ্ধকালে উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেই তিনি তদীয় পক্ষ অবলম্বন করিবেন। যুদ্ধের প্রারম্ভেই উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হওয়াতে শাহজাদার সঙ্গে মিলিত হইলেন। রাজা বিক্রমজিৎ আবদুল্লা খাঁর আন্তরিক অভিপ্রায় অবগত হইয়া সানন্দে তাঁহার আগমন বার্ত্তা দরাব খাঁকে দিবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে একটী বন্দুকের গুলি তাঁহার (রাজার) ললাট দেশ বিদ্ধ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইলেন। রাজা বিক্রমজিতের পতনে শাহজাদার সৈন্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল; এজন্য আবদুল্লা খাঁর ন্যায় বীর পুরুষ রাজসেনার ব্যূহ ভগ্ন করিয়া শাহজাদার সঙ্গে মিলিত হওয়া সত্ত্বেও দারাব খাঁ ও অন্যান্য সেনানায়কগণ ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলেন।

এক দিকে আবদুল্লা খাঁ শাহজাদার সঙ্গে যোগ দেওয়াতে রাজসৈন্য ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল; অপর দিকে রাজা বিক্রমজিতের আকস্মিক মৃত্যুতে শাহজাদার সৈন্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। দিবা অবসানে উভয় সৈন্যসহ স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। (১) অতঃপর রাজসেনা আকবরাবাদ হইতে আজমীর অভিমুখে ধাবিত হইল এবং শাহজাদার সৈন্য মান্দু অভিমুখে প্রত্যাগমন করিল। সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহজাদা পরবেজকে সসৈন্যে শাহজাহানের পশ্চাদ্ধাবন জন্য প্রেরণ করিলেন। শাহজাদা প্রবেজ স্বীয় সৈন্য পরিচালনা

(১) জাহাঙ্গীর লিখিয়াছেন যে বাদশাহী সৈন্য জয়লাভ করিয়াছিল।

সম্বন্ধীয় ক্ষমতা মহাবত খাঁর হস্তে অর্পণ করিলেন। যখন শাহজাদা প্রবেজ নৌকা যোগে চাঁদা উত্তীর্ণ হইয়া মান্দু অঞ্চলে উপনীত হইলেন তখন শাহজাদা সসৈন্যে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া রস্তম খাঁকে কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজসৈন্যের সম্মুখীন হইতে প্রেরণ করিলেন। রস্তম খাঁ স্বীয় ভৃত্য ক্রীতদাস বাহাদ্র উদ্দীন বরকন্দাজ দ্বারা মহাবতকে অঙ্গীকার পাশে আবদ্ধ করিয়া রাজ-সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইবার উপযুক্ত সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যখন উভয় পক্ষের সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল তখন রস্তম খাঁ অশ্ব চালনা করিয়া রাজসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শাহাজাদা শাহজাহান এই কৃতঘ্নকে রস্তম খাঁ উপাধিতে ভূষিত ও পঞ্চ সহস্র সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়া গুজরাটের সুবেদারের পদে উন্নতি করিয়াছিলেন। তৎপর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সেনাপদে বরণ পূর্ব্বক শাহজাদা প্রবেজের গতিরোধ জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু রস্তম খাঁ পূর্ব্ব উপকার বিস্মৃত হইয়া রাজসৈন্য সহ যোগ দিল। সেনাপতি শত্রুসঙ্গে মিলিত হওয়াতে শাহজাদা শাহজাহানের সৈন্য একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল এবং একে অন্যকে অবিশ্বাস করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক সৈন্য কৃতঘ্নাচরণ করিয়া পলায়ন করিতে যত্নবান্ হইল। শাহজাদা শাহজাহান এই সংবাদ অবগত হইয়া অবশিষ্ট সৈন্যকে একত্রিত করি-লেন। নর্ম্মদা নদী উত্তীর্ণ হইয়া তথায় সমস্ত নৌকা ও কতিপয় সৈন্য সহ বিরাম বেগ বক্সীকে নিয়োজিত রাখিয়া সেনাপতি খান খানান আবদুল্লা খাঁ ও অন্যান্য সেনানায়কগণকে সঙ্গে লইয়া আছির ও বোরহান পুরের দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

খান খানান একখানি গোপনীয় পত্র মহাবত খাঁর নিকট প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। বক্সী মহম্মদ তকি তাহা হস্তগত করিয়া শাহজাদাকে অর্পণ করিলেন। পত্র গর্ভে নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিত ছিল; "বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা সতর্ক ও আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেছেন, নতুবা আমি অসুবিধার জন্য উড়িয়া যাই-তাম।" শাহজাহান এই পত্রার্থ অবগত হইয়া তাহা খান খানান ও তাঁহার পুত্র দারাব খাঁকে নির্জ্জন স্থানে প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা সমুচিত উত্তর দিতে অশক্ত হওয়াতে তিনি তাঁহাদিগকে নজরবন্দী করিলেন। মহাবত খাঁ তাঁহার মন বিগড়াইবার জন্য তাঁহাকে নানা প্রকার মনোমুগ্ধকর কথা লিখিতেন।

খান খানান একদিন উপদেশচ্ছলে শাহজাহানকে বলিলেন যে, সময় তাঁহার সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, অতএব সময়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার অর্থাৎ আপোস করা সঙ্গত। শাহজাহান কলহাগ্নি নির্ব্বাণ করা একান্ত কর্ত্তব্য মনে করিয়া প্রথমতঃ কোরাণ স্পর্শ পূর্ব্বক শপথ বাক্যে খান খানাকে নির্ভয় করিলেন এবং তৎপর খান খানান কোরাণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি কখনও শাহজাহানের বিরুদ্ধাচরণ ও তাঁহার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিবেন না এবং উভয় পক্ষের হিত চেষ্টা করিবেন। অতঃপর শাহজাহান তাঁহাকে নির্ভয় চিত্তে বিদায় দিলেন; কিন্তু দারাব খাঁকে পুত্রগণসহ আবদ্ধ রাখিলেন। ইহাও নির্দ্ধারিত হইল যে দারাব খাঁ তথায় অবস্থান করিয়া সন্ধি স্থাপন জন্য পত্রাদি প্রেরণ করিবেন। খান খানানের বিদায় গ্রহণ ও সন্ধির প্রস্তাব প্রচারিত হইয়া পড়িলে যে সকল সেনা নর্ম্মদা নদীর তীর রক্ষা করিতে ছিল তাহাদের কার্য্য প্রণালী শিথিল হইল এবং তাহাতে ঐ স্থান তাহাদের হস্তচ্যুত হইল। একদা সৈন্যগণ অসতর্ক অবস্থায় নিদ্রিত ছিল; এমন সময় শত্রু সৈনা অশ্ব পৃষ্টে বীরের ন্যায় নদী উত্তীর্ণ হইল। সৈন্যগণ নিদ্রিত অবস্থায় আক্রান্ত হওয়াতে শিবির মধ্যে কোলাহল উত্থিত হইল; তাহারা ভয়ে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। বিরাম বেগ শত্রু সৈন্যকে নিরস্ত করা অসম্ভব দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ হইলেন; তাহারা সজ্জিত হইবার পূর্ব্বেই বহুসংখ্যক সৈন্য নদী উত্তীর্ণ হইল। খান খানান কোরাণ গ্রহণ পূর্ব্বক শপথ করা সত্ত্বেও মহাবত খাঁর সঙ্গে মিলিত হইয়া শাহজাহানের সৈন্যের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতে লাগিলেন। বিরাম বেগ সলজ্জভাবে শাহজাদার সন্নিধানে উপনীত হইয়া শত্রুগণকর্ত্তৃক নর্ম্মদা নদী উত্তীর্ণ হইবার সংবাদ প্রদান করিলেন। শাহজাদা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বোরহানপুর দুর্গে আর অবস্থান করা নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া বর্ষাকালে স্রোতস্বতী তাপ্তী নদী উত্তীর্ণ হইয়া কোতবল মোল্কের রাজ্যের (১) ভিতর দিয়া উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

---

(১) শাহজাহান মসলিপত্তমের পথে উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন। এই নগর কোতবল মল্কের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

শাহজাদা শাহজাহান মহাসমারোহে উড়িষ্যায় উপনীত হইলেন। তৎকালে বঙ্গের নিজাম এব্রাহিম খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আহম্মদ বেগ খাঁ স্বীয় পিতৃব্যের প্রতিনিধি স্বরূপ উড়িষ্যা শাসন করিতেছিলেন। আহম্মদ খাঁ পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারবর্গের প্রতি অত্যাচার করিতেছিলেন; এই সময় শাহজাহানের আগমন সংবাদে ভীত হইয়া আপন অনুষ্ঠিত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শাসনকর্ত্তাদের বাসস্থান পিপ্লিতে উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে সঞ্চিত ধনরাশি ও দ্রব্যাদি সহ বঙ্গদেশাভিমুখে পলায়ন করিয়া পিপ্লি হইতে ১২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কটকে উপনীত হইলেন। কিন্তু তথায়ও অবস্থান করিতে অসমর্থ হইবেন বিবেচনা করিয়া জাফর বেগের ভ্রাতুষ্পুত্র শালেহ বেগের নিকট বর্দ্ধমানে গমন পূর্ব্বক তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন কিন্তু শালেহ বেগ শাহজাদার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। আবদুল্লা খাঁ শালেহ বেগের নিকট অভয় সূচক আদেশ পত্র প্রেরণ করিলেন; কিন্তু শালেহ বেগ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বর্দ্ধমান দুর্গের জীর্ণ সংস্কার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। অচিরে শাহজাদার সৈন্য বর্দ্ধমান নগরে উপনীত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিল। তদন্তর আবদুল্লা খাঁ বর্দ্ধমান দুর্গ অবরোধ করিলেন। শালেহ বেগ দেখিলেন যে দুর্গ রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার এবং বহির্ভাগ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইবার পথ রুদ্ধ হইয়াছে। এজন্য তিনি আবদুল্লা খাঁর সন্নিধানে উপনীত হইয়া আত্মসমর্পন করিলেন। আবদুল্লা খাঁ তাহার গলদেশে কমরবন্দ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বন্দী করতঃ শাহজাদার নিকট আনয়ন করিলেন। শাহজাদা এই প্রকারে পথের কণ্টক উত্তোলন করিয়া রাজমহাল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বাঙ্গলার নিজাম এব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ শাহজাদার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া চিন্তা সাগরে পতিত হইলেন। তৎকালে বঙ্গসেনা মগভূমি ও অন্যান্য প্রদেশে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতেছিল। তথাপি এব্রাহিম খাঁ সাহস সহকারে আগবর নগরে সৈন্য সংগ্রহ, দুর্গ রক্ষা ও যুদ্ধায়োজনে ব্রতী হইলেন। এমন সময় এব্রাহিম খাঁ শাহজাদার পত্র প্রাপ্ত হইলেন। তদীয় পত্রের মর্ম্মার্থ নিম্নে বিবৃত করা গেল। "যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। বিজেতা সৈন্য বঙ্গদেশে উপনীত হইয়াছে। আমার আশা অত্যন্ত উচ্চ; বঙ্গদেশ গ্রহণ করা আমার লক্ষ্য নহে। বঙ্গদেশ আমার সৈন্যের পথি মধ্যে পতিত হইয়াছে; এজন্য

ইহা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারি না। যদি আপনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে অভিলাষ করেন তবে আপনার ধন প্রাণ সম্মানের প্রতি আমি হস্তক্ষেপ করিব না; আপনি নিরুদ্বেগে দিল্লী মুখে যাত্রা করিতে পারেন। আর যদি এদেশে অবস্থান করাই সঙ্গত বিবেচনা করেন তবে আপনার অভিলাষ মত যে কোন স্থানে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে পারেন" এব্রাহিম খাঁ নিম্নলিখিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। "দিল্লীর বাদশাহের মন্ত্রিগণ এই বৃদ্ধ দাসকে এদেশ রক্ষার ভার অর্পন করিয়াছেন। আমার দেহে প্রাণ থাকা পর্য্যন্ত আমি দেশ রক্ষা করিব। আমার অনির্দ্দিষ্ট জীবনের আর কত অংশ অবশিষ্ট আছে তাহা আমি অবগত নহি; আমি তাহা দেখিতে বাসনা করিয়াছি। আমার একমাত্র আশা যে কর্ত্তব্য কার্য্যে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গ লাভ করি।"

এব্রাহিম খাঁ প্রথমতঃ আকবর নগরের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু এই দুর্গ প্রকাণ্ড, তদুপযোগী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না বিবেচনা করিয়া তিনি স্বীয় পুত্রের প্রাচীর বেষ্টিত সমাধি ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এজন্য শাহজাহানের কতিপয় সৈন্য সমাধি ভবন অবরোধ করিল। সমাধি ভবনের অন্তঃ ও বহিঃদেশ হইতে তীর ও গোলা বৃষ্টি হইতে লাগিল। এমন সময় আহম্মদ বেগ খাঁ প্রাচীরাভ্যন্তরে উপনীত হওয়াতে তাহাদের বল বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু তাহাদের পরিবারবর্গ এই সময় নদীতে (নদীর অপর তীরে) অবস্থান করিতেছিল। এজন্য দরিয়া খাঁ আবদুল্লা খাঁ নদী অতিক্রম করিয়া তথায় সৈন্য সংস্থাপন করিতে বাসনা করিলে এব্রাহিম খাঁ ভীতিবিহ্বল চিত্তে আহম্মদ খাঁকে সঙ্গে করিয়া তদাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কতিপয় সেনা সমাধি ভবনের প্রাচীর রক্ষার জন্য নিযুক্ত রহিল। শত্রুর জলপথ অতিক্রম করিবার উপায় বন্ধ করিবার জন্য ইতঃপূর্ব্বেই রণতরী প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু রণতরী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দরিয়া খাঁ জলপথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। এব্রাহিম খাঁ ইহা অবগত হইয়া আহম্মদ বেগকে দরিয়া খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। নদী তীরে উভয় পক্ষ সম্মুখীন হওয়াতে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আহম্মদ বেগের পক্ষীয় বহু সংখ্যক সৈন্য হত হইল। আহম্মদ বেগ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এব্রাহিম খাঁ কতিপয় রণকুশল অশ্বারোহী সৈন্যসহ অতি সত্বরে দরিয়া

খাঁর সমীপবর্ত্তী হইলেন।- দরিয়া খাঁ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কয়েক ক্রোশ দূরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। তৎপর আহম্মদ খাঁ বাহাদুর ফিরোজ জঙ্গ ও জমীদারগণের সাহায্যে কয়েক ক্রোশ অগ্রসর হইয়া নদী অতিক্রম করিয়া দরিয়া খাঁর সঙ্গে মিলিত হইলেন। দরিয়া খাঁ যুদ্ধার্থ যে স্থানে সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন তাহার এক পার্শ্বে নদী ও অন্য পার্শ্বে বন। এব্রাহিম খাঁ গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সর্ব্ব প্রথমে উচ্চপদস্থ সেনাপতি সৈয়দ নুর উল্লা ৮০০ শত সৈন্যসহ সজ্জিত হইলেন; তৎপশ্চাতে আহম্মদ বেগ ৭০০ শত অশ্বারোহী সৈন্যসহ প্রস্তুত হইলেন এবং সর্ব্বশেষে স্বয়ং এব্রাহিম খাঁ ১ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ দণ্ডায়মান হইলেন। গলু নামক স্থানে উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নুর উল্লা শত্রুর প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলে আহম্মদ বেগের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইল আহম্মদ বেগ বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। এব্রাহিম খাঁ তদবস্থা দর্শন করিয়া অগোণে শত্রু সৈন্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তৎকালে শত্রুর আক্রমণে সৈন্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়াতে অধিকাংশ সৈন্য পলায়ন করিল; কেবলমাত্র এব্রাহিম খাঁ কতিপয় সৈন্যসহ রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। রণক্ষেত্র পরিত্যাগ না করিলে মৃত্যু অবধারিত বলিয়া অনুচরবর্গ এব্রাহিম খাঁকে তথা হইতে প্রস্থান করিবার জন্য যথোচিত অনুরোধ করিল। কিন্তু এব্রাহিম খাঁ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা অপেক্ষা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া প্রভুভক্ত বলিয়া পরিগণিত হওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয়।" এমন সময় শত্রু সৈন্য চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে সাংঘাতিক আঘাতে নিহত করিল। শাহজাহানের সৈন্য জয়শ্রী লাভ করিল। এব্রাহিম খাঁর একদল সৈন্য সমাধি ক্ষেত্রের প্রাচীরাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিল; তাহারা স্বপক্ষের পরাজয় বার্ত্তা অবগত হইয়া ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িল। এই সময় শাহজাদার পক্ষীয় সৈন্য প্রাচীরের সুড়ঙ্গে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া চতুঃপার্শ্ব হইতে দুর্গ (সমাধি ভবন) মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই আক্রমণে আবেদ খাঁ এবং মির তকি বক্সী প্রভৃতি শত্রু হস্তে তীর ও বন্দুকের আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। দুর্গ (সমাধি ভবন) অধিকৃত হইল। অধিকাংশ সৈন্য তথা হইতে পলায়ন করিল;

কেবল মাত্র যাহারা সপরিবারে অবস্থান করিতেছিল তাহারা শত্রু সঙ্গে যোগ দিল। তৎকালে এব্রাহিম খাঁর পুত্রগণ সপরিবারে ধনরাশি সহ জাহাঙ্গীর নগরে অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া শাহজাহান অবিলম্বে সসৈন্যে জল পথে তথায় যাত্রা করিলেন। শাহজাদা শাহজাহান জাহাঙ্গীর নগরে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই এব্রাহিম খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আহম্মদ বেগ তথায় পৌঁছিয়াছিলেন এবং বশ্যতা স্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর না দেখিয়া শাহজাদার লোক সঙ্গে তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া বশ্যতা জ্ঞাপন করিলেন। শাহজাদা এব্রাহিম খাঁর ধনরাশি রক্ষার জন্য সরকারী উকিল নিযুক্ত করিলেন। নানা প্রকার আসবাব, হস্তী এবং নগদ ৪০০০০০০ মুদ্রা বাজেয়াপ্ত করা হইল। খান খানানের পুত্র দারাব খাঁ শাহজাহানের অনিষ্ট সাধন হইতে বিরত থাকিতে প্রতিশ্রুত হইলে তিনি তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বাঙ্গলার শাসনভার অর্পণ করিলেন; কিন্তু শাহজাহান প্রতিভূস্বরূপ তাঁহার পুত্র শাহ নেওয়াজ খাঁকে সপরিবারে সঙ্গে লইলেন। অতঃপর শাহজাদা শাহজাহান কর্ণরাজের পুত্র ভীমরাজকে সসৈন্যে পাটনা অভিমুখে অগ্রে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং আবদুল্লা খাঁ ও অন্যান্য সৈন্য সমভিব্যাহারে তৎ-পশ্চাৎগামী হইলেন। সুবে বিহার শাহজাদা প্রবেজের জায়গীর স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট থাকাতে তিনি স্বীয় দেওয়ান মোখলেফ খাঁকে তথাকার শাসনকর্ত্তা এবং এখ্তেয়ার খাঁর পুত্র এলাহইয়ার খাঁ ও সের খাঁ আফগানকে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভীমরাজ সসৈন্যে পাটনাতে উপনীত হইলে তাঁহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। এজন্য তাঁহারা শাহজাদা প্রবেজের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষা করিবার সামর্থ না দেখিয়া এলাহাবাদাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর ভীমরাজ বিনা যুদ্ধে নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অক্লেশে সুবে বিহার অধিকার করিলেন।

তৎপর শাহজাদা শাহজাহান স্বয়ং পাটনায় উপনীত হইলে জায়গীরদারগণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। তৎকালে সৈয়দ মোবারেক রোটাস দুর্গ রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দুর্গেরভার জমিদারের হস্তে ন্যস্ত করিয়া শাহজাদার নিকট উপস্থিত হইলেন।

অতঃপর শাহজাহান আবদুল্লা খাঁকে সসৈন্যে এলাহাবাদাভিমুখে ও দরিয়া খাঁকে সসৈন্যে আউদ অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। কতিপয় দিবস তথায় অতি-

বাহিত হইলে শাহজাহান বিরাম বেগকে সুবে বিহারের শাসন কর্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া পাটনা হইতে প্রস্থান করিলেন। এই সময় খান আজমের পুত্র জাহাঙ্গীর কুলি বেগ জৌনপুরের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আবদুল্লা খাঁ চৌসার নদী উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি ভীত হইয়া স্বীয় কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এলাহাবাদে মির্জা রোস্তমের নিকট উপনীত হইলেন। আবদুল্লা খাঁ এলাহাবাদের নিকট গঙ্গা নদীর অপর তীরে জুসি নামক স্থানে সসৈন্যে শিবির স্থাপন করিলেন; এবং বঙ্গ দেশ হইতে সুবৃহৎ রণতরী গুলি তথায় পৌঁছিলে তিনি তোপ ও বন্দুকের সাহায্যে গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইয়া জনাকীর্ণ এলাহাবাদ নগর অধিকার করিলেন। এদিকে শাহজাদা শাহজাহান স্বয়ং জৌন পুর স্বাধিকার ভুক্ত করিলেন।

শাহজাদা শাহজাহান উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশ অভিমুখে অগ্রসর হইবার সময় শাহজাদা প্রবেজ ও মহাবত খাঁ দক্ষিনাপথে অবস্থান করিতেছিলেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ শাহজাহানের উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশ অভিমুখে গমন করার সংবাদ অবগত হইয়া শাহজাদা প্রবেজ ও মহাবত খাঁকে অবিলম্বে বিহার অভিমুখে গমন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে যদি বাঙ্গলার নিজাম শাহজাহানের গতিরোধ করিতে না পারেন তাহা হইলে ইঁহারা তাঁহার (শাহজাহানের) সম্মুখীন হইতে পারিবেন। তৎপর নিজাম এব্রাহিম খাঁর মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া বাদশাহ তাঁহাদিগকে অতিসত্বরে বিহার অভিমুখে গমন করিবার জন্য দ্বিতীয় বার আদেশ করিলেন। সম্রাটের দ্বিতীয় আদেশ প্রাপ্তির পর শাহজাদা প্রবেজ মহাবত খাঁ ও অন্যান্য আমিরগণ সহ বিহার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু শাহজাহানের সেনানায়কগণ সমস্ত নৌকা হস্তগত করাতে তাঁহারা কতিপয় দিবস প্রতীক্ষা করিতে বাধ্য হন; তৎপর বহু কষ্টে পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণের নিকট হইতে তিন খানা (১) নৌকা সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের পথ প্রদর্শন ক্রমে গঙ্গা নদী অতিক্রম করিলেন। শাহজাদা প্রবেজের অধিনে চল্লিশ সহস্র সৈন্য সজ্জিত ছিল। কিন্তু শাহজাহানের সৈন্য সংখ্যা দশ সহস্রের অধিক ছিল না। এজন্য শাহজাহানের আজ্ঞাবহ সেনানায়কগণ যুদ্ধ করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না; কিন্তু কর্ণরাজের পুত্র ভীমরাজ সমস্ত যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া

---

(১) ইকবাল নামার মতে ত্রিশখানা।

রাজপুত জাতি সুলভ বীরত্ব সহকারে বলিতে লাগিলেন যে যুদ্ধ না হইলে তাঁহার পক্ষে সম্মিলিত থাকা অসম্ভব। শাহজাহান ভীমরাজের মনোরক্ষা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া স্বীয় সংখ্যার অল্পতা সত্ত্বে ও শত্রু সৈন্য আক্রমণ করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। উভয় সৈন্য সুসজ্জিত হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় বহু সৈন্য রণক্ষেত্রে হতাহত হইল; কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য অবলোকন করিয়াও নির্ভীক ভীমরাজ কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না এবং বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া শত্রু সৈন্য মন্থন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সম্রাট সৈন্য অধীর হইয়া প্রাণের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তরবারীর আঘাতে বধ করিল। ভীমরাজ শত্রু হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করাতে গোলন্দাজগণ তোপ-খানা পরিত্যাগ করিল এবং সম্রাট সৈন্য উহা দখল করিয়া লইল। দরিয়া খাঁ আফগানি ও অন্যান্য সেনা নায়কগণ রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিলেন। সম্রাট সৈন্য শাহজাহানকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিল; তৎকালে রণপতাকা বাহক হস্তী ও এহতামাসকারীগণ শাহজাদার পশ্চাতে অবস্থান করিতেছিল এবং আবদুল্লা খাঁ দক্ষিনপার্শ্বে অল্প দূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আর সকলেই রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়াছিল। এমন সময় অকস্মাৎ শত্রু হস্ত নিক্ষিপ্ত একটী তীর শাহজাহানের অশ্বকে বিদ্ধ করিল। শাহজাহান যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবেন না জানিতে পারিয়া আবদুল্লা খাঁ বিনীতভাবে অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহির্ভাগে আনয়ন করিলেন এবং সানুনয় অনুরোধ করতঃ স্বীয় অশ্বে আরোহণ করাইলেন। অতঃপর তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া রোটাসদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইহার পর শাহজাদা মুরাদবক্সের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া শাহজান তথায় দীর্ঘ-কাল অবস্থান করা ক্ষতি জনক বিবেচনা করিলেন এবং কতিপয় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সহ খেদমত পারাস্ত খাঁকে ঈশ্বর ভরসায় রোটাস দুর্গের ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং অন্যান্য সৈন্য ও রাজকুমারগণকে সঙ্গে লইয়া পাটনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় দক্ষিনাপথের মালিক আম্বার হাবশী (১) শাহজাহানকে তথায় গমন

(১) জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে দক্ষিণাপথে আহম্মদ নগর নামক স্বাধীন মোসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। মালিক আম্বার হাবশী এই রাজ্যের মন্ত্রি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ আহম্মদ নগরের স্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু কার্য্য

করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছিলেন। খান খানানের পুত্র দারাব খাঁ শাহজাহানের অনিষ্ট সাধন করিবেন না বলিয়া শপথ করাতে তিনি তাঁহাকে বঙ্গ দেশের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণ শাহজাহান মনোগতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় সন্নিধানে উপনীত হইবার জন্য আদেশ করিলেন; কিন্তু দারাব খাঁ শাহজাহানের বাক্যে আস্থা স্থাপন না করিয়া বিবেচনা করিলেন যে তাঁহার অনিষ্ট সাধন জন্য এই কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে। এজন্য তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে জমিদারগণ চতুর্দ্দিক হইতে পথ অবরোধ করাতে তদীয় আদেশ প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইলেন না। দারাব খাঁর সাহায্য প্রাপ্তির আশায় বঞ্চিত হইয়া এবং এই দুঃসময়ে অন্য কাহারও নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা না দেখিয়া শাহজাহান ভগ্নহৃদয়ে দারাব খাঁর পুত্রকে আবদুল্লা খাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়া রাজমহাল অর্থাৎ আকবর নগরে যে সকল আসবাব রাখিয়া আসিয়াছিলেন তাহা আনয়ন করিবার জন্য গমন করিলেন। তিনি এই সকল সামগ্রী হস্তগত করিয়া যে পথে বঙ্গ দেশে আগমন করিয়াছিলেন পুনর্ব্বার সেই পথে দক্ষিনাপথঅভিমুখে যাত্রা করিলেন। শাহজাহান নিষেধ করা সত্ত্বেও আবদুল্লা খাঁ পিতৃ দোষে দরাব খাঁর পুত্রকে বধ করিলেন। শাহজাহানের বাঙ্গলা হইতে দক্ষিণাপথের গমন করার সংবাদ সম্রাট প্রাপ্ত হইয়া তৎসংবাদ শাহজাদা প্রবেজকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে আমীরগণ সহ তথায় (দক্ষিণাপথে) প্রেরণ করিবার জন্য খলেস খাঁকে আদেশ করিলেন। তদনুসারে শাহজাদা প্রবেজ মহাবত খাঁ ও তদীয় পুত্রকে বঙ্গদেশ (১) জায়গীর স্বরূপ প্রদান করতঃ গমন করিলেন।

খানাজাদ খাঁ।

মহাবত খাঁ ও তদীয় পুত্র বঙ্গ দেশ জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া শাহাজাদার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় গমন করিলেন। মহাবত খাঁ তথায় উপনীত হইয়া দারাব খাঁর কোন প্রকার অনিষ্ট না করিয়া তাঁহাকে আপনার

কুশল মন্ত্রি আম্বারের জন্য তিনি সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। মালিক আম্বার বাদশাহের চির শত্রু; তিনি তাঁহার বিদ্রোহী পুত্রকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন।

(১) ইকবাল নামা গ্রন্থে লিখিত আছে যে বিহার প্রদেশ মহাবত খাঁকে জায়গীর দেওয়া হইয়াছিল।

নিকট প্রেরণ করিতে জমিদারবর্গকে আদেশ করিলেন। দারাব খাঁ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন; কিন্তু দারাব খাঁর আগমনবার্ত্তা জাহাঙ্গীর বাদশাহের কর্ণগোচর হইলে তিনি মহাবত খাঁকে লিখিলেন, "তুমি কোন্ বিবেচনায় দুরাচার দারাব খাঁকে জীবিত রাখিয়াছ, তুমি এই আদেশ পত্র প্রাপ্তি মাত্র তাহাকে বধ করিয়া তাহার ছিন্ন শির রাজদরবারে প্রেরণ করিবা।" মহাবত খাঁ রাজাজ্ঞা প্রতিপালনার্থ দারাব খাঁকে নিহত করিয়া তাহার ছিন্ন শির দিল্লীর দরবারে প্রেরণ করিলেন। মহাবত খাঁ যে সকল হস্তী হস্তগত করিয়াছিলেন তাহা রাজধানীতে প্রেরণ ও বাঙ্গালার আমানতি রাজস্ব প্রদান না করাতে জাহাঙ্গীর বাদশাহ হস্তী গুলি দিল্লীতে আনয়ন করার জন্য আরবদাস্ত গায়েবকে তথায় পাঠাইলেন এবং বাঙ্গলার রাজস্ব দেওয়ানখানায় দাখিল করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। মহাবত খাঁ রাজাদেশানুসারে হস্তী গুলি দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। তৎপর তিনি স্বীয় পুত্র খানজাদ খাঁকে বাঙ্গলার সুবাদারের পদে নিযুক্ত করিয়া স্বকার্য্য সাধন জন্য এক মনোপ্রাণ ৪।৫ হাজার রাজপুত সৈন্যসহ রাজদর্শন জন্য যাত্রা করিলেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ধন প্রাণ অথবা সম্মানের ব্যাঘাত জনক কোন আদেশ প্রচার করিলে যখন রাজাজ্ঞা মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিবে তখন আত্মসম্মান রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সপরিবারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার কল্পনাতেই মহাবত খাঁ সসৈন্যে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। বাদশাহ মহাবত খাঁর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আদেশ করিলেন যে, মহাবত খাঁ বাঙ্গালার রাজস্ব দেওয়ানখানায় দাখিল ও সদ্বিচার দ্বারা বিচারপ্রার্থীদিগকে সন্তুষ্ট না করা পর্য্যন্ত রাজদর্শন লাভ করিতে পারিবেন না। মহাবত খাঁ সম্রাটের আদেশানুসারে (১) স্বীয় কন্যাকে খাজে ওমর নক্সবন্দির পুত্রের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন; তিনি রাজাজ্ঞায় দরবারে উপনীত হইলে বাদশাহ তাঁহাকে

(১) ইকবাল নামা প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে বাদশাহের বিনা অনুমতিতে মহাবত খাঁ এই বিবাহ দিয়াছিলেন। ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বাদশাহ দ্বাদশটী অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন। আমরা সপ্তম অনুশাসন এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। "I prohibited the government amils and jagirdars from contracting marriage, without my leave with any inhabitant of the districts under their control."

বেত্রাঘাত করতঃ হস্ত ও গলদেশ বন্ধন পূর্ব্বক নগ্নমস্তকে কারারুদ্ধ করিলেন। মহাবত খাঁ রাজানুগ্রহের আশা পরিত্যাগ করিয়া নির্ভয়চিত্তে সসৈন্যে প্রকাশ্য-ভাবে বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রাতঃকালে গোলাব প্রাসাদের দ্বার ভগ্ন পূর্ব্বক ৪।৫ শত রাজপুত সৈন্যসহ ভিতরে প্রবেশ করিলেন; (১) তৎপর রাজ দর্শনের রীতি বজায় রাখিয়া ভ্রমণ এবং মৃগয়াকালীন পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক স্বীয় আবাস বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। (২) জাহাঙ্গীর বাদশাহ ঠাট দুর্গ রক্ষার জন্য আয়োজন করিয়া মহাবত খাঁকে তথায় গমন করিতে আদেশ করি-লেন। (৩) এই সময় শাহজাদা প্রবেজ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। (৪) সরিফ খাঁ ঠাট দুর্গে অবস্থান করিয়া উহা সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করিতেছিলেন। এজন্য শাহজাহান দক্ষিণাপথে গমন করিলেন। মহাবত খাঁ দক্ষিণাপথে উপনীত হইয়া শাহজাহানের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়া বশ্যতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। শাহজাহান মহাবতকে অভয় প্রদান করিলে তিনি তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। (৫) বাদশাহ খানাজাদ খাঁকে পদচ্যুত করিয়া বঙ্গদেশের সুবাদারের

---

(১) মহাবত খাঁ যে সময় রাজ দর্শন জন্য গমন করেন তখন বাদশাহ কাবুলে গমন করিতে-ছিলেন। মহাবত খাঁ পথিমধ্যে তাঁহার নিকট উপনীত হন। এই সময় বাদশাহ পাঞ্জাবে বিহা নদীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। মহাবত খাঁ রাজানুগ্রহ লাভের আশায় বঞ্চিত হইয়া তাঁহার আবাস বাটিকা আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন।

(২) মহাবত খাঁ বাদশাহের আবাস বাটিকা অবরোধ করিয়া বাদশাহের সঙ্গে রাজ দর্শনের রীতি বজায় রাখিয়া সাক্ষাৎ করিলেন এবং তৎপর মৃগয়াকালীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া স্বীয় আবাসস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(৩) বেগম নুরজাহানের কৌশলে বাদশাহ মহাবত খাঁর হস্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হন। অমায়িকস্বভাব বাদশাহ মহাবত খাঁকে ক্ষমা করেন এবং শাহজাহান বঙ্গদেশ হইতে দক্ষিণাপথে উপনীত হইয়া ঠাট দুর্গ আক্রমণ জন্য উদ্যোগী হইলে তাঁহাকে তথায় প্রেরণ করেন।

(৪) শাহজাহান ঠাট দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যোগী হইলে মহাবত খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে গমন করেন। এই সময় শাহজাদা প্রবেজ তাঁহার সহগামী ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি কাল-গ্রাসে পতিত হন।

(৫) মহাবত খাঁ দক্ষিণাপথে উপনীত হইয়া শাহজাহানের সঙ্গে মিলিত হন। শাহজাহান ইহার কিয়ৎকাল পরেই বাদশাহের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন এবং বাদশাহ তাঁহাকে ক্ষমা করেন। "The error of his conduct now became apparent to him, and he felt that he must beg forgiveness of his father for his offences. So with this

পদে মোয়াজ্জম্ খাঁর পুত্র মোকরম খাঁকে অভিষিক্ত করিলেন; বিহারের শাসন-কর্ত্তৃপদে মিরজা দোস্তম সাফাবি নিযুক্ত হইলেন। কথিত আছে যে, যে দিন বাদশাহ খানাজাদ খাঁকে পদচ্যুত করিয়া নবাব মোকরম খাঁকে বাঙ্গলার সুবাদারের সনদ প্রদান করেন সেই দিন ফিরোজপুর নিবাসী শাহ নেয়ামত উল্লা খানাজাদ খাঁর প্রশংসাসূচক কবিতা লিখিয়া পাঠান। তাহার একটী পদে তাঁহার কার্যচ্যুতি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল; যথা, "হে প্রফুটিত পুষ্প! আমি বলবন পাখীর ন্যায় তোমার চিন্তায় কালযাপন করি, নূতন বসন্তকাল প্রবেশ করিয়া তোমাকে নব শোভায় ভূষিত করিয়াছে। এবং দর্শকগণ তাহা দেখিতেছে।" খানাজাদ খাঁ স্বীয় পরিবর্ত্তনের বিষয় অবগত হইয়া বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিবার জন্য চিন্তিত হইলেন। ইহার একমাস পর খানাজাদ খাঁ স্বীয় পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় আদেশ পত্রপ্রাপ্ত হইলেন।

নবাব মোকরম খাঁ।

১০৩৫ সালে (জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বের একবিংশ বর্ষে) নবাব মোকরম খাঁ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইলেন। কতিপয় মাস অতিবাহিত হইলেই সম্রাট নবাব মোকরম খাঁকে একখানি আদেশ পত্র প্রেরণ করিলেন। নবাব মোকরম খাঁ অগ্রসর হইয়া রাজাজ্ঞা সূচক পত্রবাহকের সঙ্গে মিলনোদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করিলেন। নমাজের সময় উপস্থিত হইলে মোকরম খাঁ নৌকা তীরে লইবার জন্য বলিলেন। নাবিকগণ নৌকা তীরে লইয়া যাই-

---

proper feeling he wrote a letter to his father, expressing his sorrow and repentance, and begging pardon for all faults past and present. His Majesty wrote an answer with his own hand, to the effect that if he would send his sons Dara Shukoh and Aurangzeb to court, and would surrender Rohtas and the fortress of Asir, which were held by his adherents, full forgiveness should be given him, and the country of Balaghat should be conferred upon him. Upon Reading this, ShahJahan deemed it his duty to conform to his father's wishes. ShahJahan then proceeded to Nasik."—Tatimma-i-Wakiat-i Gahaugiri.

বার জন্য উহার গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। এমন সময় অকস্মাৎ প্রবল ঘূর্ণীবায়ু উপস্থিত হওয়াতে নৌকা উল্টাইয়া গেল। প্রবল বায়ু ও প্রখর স্রোত বশতঃ নৌকা জলমগ্ন হইল এবং নবাব মোকরম খাঁ বন্ধু বান্ধব ও অনুচরগণসহ জলমগ্ন হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। একটী প্রাণীও জীবন রক্ষা করিতে পারিল না।

ফেদাই খাঁ।

জাহাঙ্গীর বাদশাহ নবাব মোকরম খাঁর জলমগ্ন হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ১০৩৬ সনে রাজত্বের দ্বাবিংশ বর্ষে ফেদাই খাঁকে বাঙ্গালার শাসনভার অর্পণ করিলেন। তৎকালে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃগণ নানাবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য, হস্তী ও চন্দন কাষ্ঠ প্রভৃতি উপঢৌকন স্বরূপ দিল্লীতে প্রেরণ করিতেন; কিন্তু বাঙ্গালার রাজস্ব পাঠাইবার প্রথা বন্ধ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ ফেদাই খাঁকে হুজুরী নজর স্বরূপ পাঁচ লক্ষ ও নুরজাহানের নজর স্বরূপ পাঁচলক্ষ মোট দশ লক্ষ মুদ্রা প্রতি বৎসর প্রেরণ করিতে আদেশ করিলেন। কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় পথিমধ্যে রাজওয়ার নামক পল্লীতে জাহাঙ্গীর বাদশাহ হিজিরী ১০৩৭ সনের সফর মাসের ২৭এ তারিখে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তৎকালে আবতুল মজাঃফর শেহাবুদ্দিন শাহজাহান দাক্ষিণাপথে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি আসফ খাঁর সাধু চেষ্টায় ভ্রাতৃবর্গকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। শাহজাহান ফেদাই খাঁকে পরিবর্ত্তন করিয়া কাসেম খাঁকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন।

নবাব কাসেম খাঁ। (১)

কাসেম খাঁ বাঙ্গালার শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া গৌরবান্বিত হইলেন। কাসেম খাঁ পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদের পদানুসরণ করতঃ শাসন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দুষ্ট দমন জন্য সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। যে সকল পর্ত্তুগিজ বণিকগণ হুগলী বন্দর অধিকার করিয়াছিল নবাব শাহজাহান বাদশাহের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে তাহাদিগকে আক্রমণ করতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিয়া তাঁহার প্রশংসা ভাজন ও প্রিয়পাত্র হইলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই কাসেম খাঁ ঈশ্বরের আহ্বানে পরলোক গমন করিলেন।

(১) ১০৩৭ সন।

নবাব আজম খাঁ।

কাসেম খাঁর পরলোক প্রাপ্তির পর আজম খাঁ বাঙ্গালার সুবাদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তিনি সুচারুরূপে দেশ শাসন করিতে সক্ষম না হওয়াতে রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। এই সুযোগে আসামীগণ বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিয়া বঙ্গ দেশের অনেক স্থান আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিল। আবদাস সেলাম নামক জনৈক মোগল সেনাপতি এক সহস্র অশ্বারোহী ও বহু সংখ্যক পদাতিক সৈন্যসহ গোহাটীতে গমন করিলে আসামীগণ তাহাকে বন্দী করিল। শাহজাহান বাদশাহ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নবাব আজম খাঁকে পদচ্যুত ও কার্য্যদক্ষ এস্লাম খাঁকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন।

নবাব এস্লাম খাঁ।

নবাব এস্লাম খাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া গৌরবান্বিত হইলেন। এস্লাম খাঁ কার্য্যপটু শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি যথোচিত উপায়ে দেশ শাসন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপর তিনি অবাধ্য আসামীদিগকে প্রতিফল দিবার নিমিত্ত এবং কোচবিহার ও আসাম অধিকার করিবার কল্পনায় সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। (১) এস্লাম খাঁ ক্রমান্বয়ে বহু যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে প্রতিফল দিলেন ও আসামের মহাল সকল হস্তগত করিলেন। তৎপর তিনি কোচবিহারে গমন করতঃ তুমুল যুদ্ধে কোচরাজ্য অধিকার করিলেন। শাহজাহান বাদশাহ এস্লাম খাঁকে উজীরের পদ প্রদান করিয়া আদেশ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহা এই সময় পৌঁছিল। বাদশাহ স্বীয় পুত্র মহম্মদ সুজাকে বাঙ্গ—

(১) Kuch hajn (Assam) * * on the banks of the Brahmaputra. The other country is Kuchbihar. These two countries belonged to the local rulers and at the beginning of the reign of the Emperor Jehangir, the country of Kuch hajn was under the rule of Parichchit (পরিক্ষীৎ) and Kuchbihar under Lakshmi Narayan, brother of the grandfather of Parichchit. * * * Raghunath, Zemindar of Susany came to him, complaining that Parichchit had tyrannically and violently placed his wives and children in prison. His allegations appeared to be true. At the same time, Lakshmi Narayan repeatedly represented his devotion to the Imperial Government and incited Islam. to effect the conquest of Kuch Haju. He acordingly sent a force to punish Parichchit and to subjugate the country.—Badshanama.

লার সুবাদারের পদে অভিষিক্ত করিয়া শাহজাদা কর্ত্তৃক বাঙ্গালার শাসনভার স্বহস্তে গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত সায়ফ খাঁকে প্রতিনিধিস্বরূপ শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে আদেশ করিলেন। বাদশাহ এস্‌লাম খাঁকে দিল্লীর দরবারে আহ্বান করাতে তিনি আসাম জয় সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এজন্য তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিলে আসামীগণ পুনর্ব্বার বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিল। এই ঘটনা শাহজাহান বাদশাহের রাজত্বের একাদশ বর্ষে সংঘটিত হইয়াছিল।

শাহজাদা মহম্মদ সুজা।

শাহজাহান বাদশাহের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে মহম্মদ সুজা বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া আকবরনগর অর্থাৎ রাজমহলে স্বীয় আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। মহম্মদ সুজা সুবৃহৎ প্রাসাদাবলী দ্বারা রাজমহল সুশোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন। শাহজাদা নবাব আজম খাঁর কন্যাকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। নবাব আজম খাঁ সুজার সহকারী শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুজা স্বীয় শ্বশুরকে জাহাঙ্গীরনগরে প্রেরণ করিলেন। নবাব এস্‌লাম খাঁ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিলে জাহাঙ্গীরনগর হতশ্রী হইয়াছিল; মহম্মদ সুজার শাসনকালে উহা পুনর্ব্বার নবশোভা ধারণ করিল। শাহজাদা আট বৎসর কাল বঙ্গদেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিলে শাহজাহান তাঁহাকে স্বীয় দরবারে আহ্বান করিলেন। মহম্মদ সুজা বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিলে নবাব এতেকাদ খাঁ শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।

নবাব এতেকাদ খাঁ।

নবাব এতেকাদ খাঁ বাঙ্গালার শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করিলেন। দুই বৎসর কাল বঙ্গদেশ শাসনের পর তিনি পদচ্যুত হইলেন এবং শাহজাদা মহম্মদ সুজা পুনর্ব্বার সুবাদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

শাহজাদা মহম্মদ সুজা।

(দ্বিতীয় বার)

শাহজাদা মহম্মদ সুজা দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশে আগমন করিয়া আট বৎসর কাল শাসনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দেশ অধিকার ও সদ্বিচারে নিরত রহিলেন। ১০৬৭ সনে রাজত্বের ত্রিংশ বর্ষে সম্রাট শাহজাহান রোগাক্রান্ত হইলেন। বাদ-

শাহ দীর্ঘকাল ব্যাপী পীড়া নিবন্ধন দরবারে উপস্থিত হইতে না পারায় রাজকার্য্যের ব্যাঘাত হইতেছিল। তৎকালে শাহজাহানের পুত্রগণ মধ্যে দারা শেকু ব্যতীত আর কেহই রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া তিনি শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। দারা শেকু আপনাকে উত্তরাধিকারী বিবেচনা করিয়া সুচারুরূপে শাসন সংরক্ষণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। শাহজাদা মোরাদবক্স গুজরাটে স্বনামে খোতবা প্রচারিত করিলেন এবং শাহজাদা মহম্মদ সুজা বঙ্গদেশে বাদশাহ উপাধি ধারণ করতঃ সসৈন্যে বিহার প্রদেশে গমন করিলেন। মহম্মদ সুজা বিহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বানারসে উপনীত হইলেন। দারা শেকু তাঁহার আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া বাদশাহকে রুগ্নাবস্থাতেই প্রত্যাগমন করিতে বলিলেন। বাদশাহ তদনুসারে ১০৮৬ সনের মহরম মাসের ২০শে তারিখে অর্থাৎ তাঁহার রাজত্বের একত্রিংশ বর্ষে শাহজাহানাবাদ পরিত্যাগ করিয়া আকবরাবাদে গমন করিলেন। সফর মাসের ২০শে তারিখে তথায় উপনীত হইয়া বাদশাহ শিবির সংস্থাপন করিলেন। দারা শেকু রাজকুলতিলক রাজনীতিবিশারদ রাজা জয় সিংহ ও ছালাবত খাঁ ও ইজ্জত সিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পাঁচ হাজারী সেনাধ্যক্ষগণকে অসংখ্য সৈন্য ও কামান ও যুদ্ধোপকরণ সহ জ্যেষ্ঠ পুত্র সোলেমান শেকুর সৈনাপত্যে শাহজাদা মহম্মদ সুজার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য নিয়োজিত করিলেন। তাঁহারা ১০৮৬ সনের রবিঅল আওয়াল মাসের ৪ঠা তারিখে রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। রাজ সৈন্য বানারসে উপনীত হইয়া দুইক্রোশ দূরবর্ত্তী বাহাদুরপুর নামক স্থানে গঙ্গাতীরে শিবির সংস্থাপন করিল। এই স্থান হইতে দেড়ক্রোশ ব্যবধানে মহম্মদ সুজার শিবির সংস্থাপিত ছিল। উভয় সৈন্যই শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য সতর্কভাবে উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। জামাদিস আউল মাসের ২১শে তারিখের প্রাতঃকালে রাজসৈন্য স্থান পরিবর্ত্তন ব্যপদেশে অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক হইতে সুজার শিবির আক্রমণ করিল। মহম্মদ সুজা রাজসৈন্যের অভিপ্রায় সম্বন্ধে বিন্দু মাত্রও অবগত না থাকায় তৎকালে নিশ্চিন্তচিত্তে নিদ্রার অভিভূত ছিলেন। এজন্য শাহজাদা শত্রু কর্ত্তৃক অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া অস্থিরচিত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাজা

জয় সিংহ বিপুল বিক্রমে শত্রু সৈন্য মথিত করিতে করিতে সুজার বাম পার্শ্বে উপনীত হইলে তিনি নিরুপায় হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ বাঙ্গালা হইতে যে সকল নৌকা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল তাহাতে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। মহম্মদ সুজা যুদ্ধোপকরণ ও ধনরাশি শিবির মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করাতে শত্রু সৈন্য উহা লুণ্ঠন পূর্ব্বক হস্তগত করিল। সুজা পাটনা নগরে উপনীত হইলেন; কিন্তু তথায় কাল বিলম্ব না করিয়া মুঙ্গেরে গমন করিলেন। এবং তত্রত্য দুর্গ অধিকার করতঃ অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজসৈন্য লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতি কার্য্যে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া সুজার পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক মুঙ্গেরে উপনীত হইল। মহম্মদ সুজা রাজসৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধের অসামর্থ বশতঃ মুঙ্গের দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া আকবর নগর অর্থাৎ রাজমহলে প্রস্থান করিলেন। রাজসৈন্য বিহার প্রদেশ হস্তগত করিল। এই সময় আরঙ্গজেব আলমগীর বাহাদুর দক্ষিণাপথ হইতে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। রাজসৈন্য তাহার গতিরোধ জন্য উপস্থিত হওয়াতে নর্ম্মদা নদীর কূলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আওরঙ্গজেব প্রকাশ্য যুদ্ধে রাজ সৈন্য পরাজিত করতঃ রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। আওরঙ্গজেব রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদকে বাদশাহের নিকট প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া এবং বহু যুদ্ধের পর দারা শেকুকে বধ করিয়া ১০৬৯ সনের পবিত্র রজান মাসে মোগল সিংহাসন অধিকার করিলেন।

সোলেমান শেকু স্বীয় পিতার পরাজয় বার্ত্তা অবগত হইয়া সুজাকে পরিত্যাগ করিয়া শাহজাহানাবাদাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে শাহজাদা মহম্মদ সুজা দারা শেকু ও আওরঙ্গজেবের শত্রুতা আজীবন ব্যাপী মনে করিয়া আলীবর্দ্দি খাঁ মিরজাজান বেগ ও অন্যান্য অমাত্যের উৎসাহে রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করিবার মানসে বিপুল সেনাসমভিব্যাহারে হিন্দুস্থানের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু মহম্মদ সুজা সসৈন্যে দিল্লীতে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই আওরঙ্গজেব আলমগীর মোগল সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব সুজার আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া অগোণে সমস্ত সৈন্যসহ হিন্দুস্থানের অন্তর্গত কাজওয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তুমুল যুদ্ধের পর বিজয়লক্ষ্মী

মহম্মদ সুজার প্রতি কৃপাকটাক্ষ পাত করিলেন। আওরঙ্গজেব ঈদৃশ অবস্থা অবলোকনে শত্রু পক্ষকে প্রতারিত করিয়া জয় লাভ করিবার কল্পনা করিলেন। বাদশাহ কতিপয় আমীর ও বন্দুকধারী পদাতিক ও খাস ভৃত্যসহ সাহস সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আলীবর্দ্দি খাঁ ও মিরবক্সী সুজার সঙ্গে মিলিত হইয়া আওরঙ্গজেবকে বন্দী করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ঈশ্বর সুলতানদিগকে সাধারণ লোকাপেক্ষা বুদ্ধি কৌশলে শ্রেষ্ঠ করাতে তাঁহারা যুদ্ধশাস্ত্রেও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন। তেজস্বী আলমগীর ষড়যন্ত্রকেই যুদ্ধের মূল নীতি বলিয়া নির্ণয় করিলেন এবং আলীবর্দ্দি খাঁকে উজিরীপদে অভিষিক্ত করিবার প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া সুজাকে হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ ও অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহন জন্য মন্ত্রনা দিতে অনুরোধ করিলেন। আলীবর্দ্দি খাঁ উজিরীপদ প্রাপ্তির আশায় লুব্ধ হইয়া স্বীয় প্রভুর প্রতিকুলাচরণ করিতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ সুজাকে বলিলেন, "আমাদের সৈন্য জয় লাভ করিয়াছে, কিন্তু শত্রুসেনা তথাপি চতুর্দ্দিক হইতে তীর ও গুলি নিক্ষেপ করিতেছে; শত্রু হস্ত নিক্ষিপ্ত তীর ও গুলি হস্তীর শরীর বিদ্ধ করিতে পারে। অতএব জাহাঁপনা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করুন। জাহাঁপনার সৌভাগ্য বশতঃ আমি অগোপে আলমগীরকে কামানের অগ্রভাগে বন্দী করিয়া আনিতেছি।" মহম্মদ সুজা আলীবর্দ্দির মন্ত্রণা ক্রমে হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি এই সংবাদ আলমগীর বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন। বাদশাহের কৌশলে রাজসৈন্য জয়বাদ্য নিনাদ করিতে লাগিল। সুজা হস্তীপৃষ্ঠে না থাকাতে সৈন্য মধ্যে তাঁহার হত্যার সংবাদ ও আলমগীরের জয়লাভের সংবাদ উত্থিত হইতে লাগিল। সুজার সৈন্যগণ সুজার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়াছে অবধারণ করিয়া পলায়ন করিল। মহম্মদ সুজা স্বীয় সৈন্যকে স্থির রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইল। তদবধি এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে "সুজা জিত বাজি আপন হাতে হারা।" সুজার সৈন্য ভয়ব্যাকুলচিত্তে পলায়ন পর হইলে আলমগীর স্বীয় বিচ্ছিন্ন সৈন্য একত্রিত করিয়া শত্রুপক্ষকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন। মহম্মদ সুজা জয়লাভের আশা সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে পলায়ন করিলেন।

অতঃপর মহম্মদ সুজা বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া তিলিয়াগড়ি ও শিকরি গল্লির পার্ব্বত্যপথ সুদৃঢ় করিয়া আকবরনগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেব বাদশাহ নবাব মোয়াজ্জম খাঁ খান।খানানকে সৈনাপত্য ও বঙ্গদেশের শাসন কর্তৃপদ প্রদান করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাদা মহম্মদ এবং নবাব এসলাম খাঁ, দেলের খাঁ, দাউদ খাঁ, ফতেজঙ্গ খাঁ ও এহতেসাম খাঁ প্রভৃতি বাইশজন সুপ্রসিদ্ধ অমাত্যকে সুজার পশ্চাদ্ধাবন জন্য নিয়োজিত করিলেন। তৎপর আলমগীর বাদশাহ জয়লাভ করিয়া নিরাপদে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নবাব মোয়াজ্জম খাঁ খান খানান। (১)

সেনাপতি নবাব মোয়াজ্জম খাঁ বঙ্গদেশের সুবাদারের পদ প্রাপ্তিতে গৌরবান্বিত হইয়া সসৈন্যে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহম্মদ সুজা তিলিয়া গড়ি ও শিকরি গল্লির পার্ব্বত্য পথ সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করিতেছিলেন। এজন্য রাজসৈন্য উহা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া ঝার খণ্ডের পথ অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশে উপনীত হইল। শত্রু সৈন্য আকবরনগরের নিকটবর্ত্তী হইলে শাহ সুজা শত্রুর সম্মুখীন হইবার অসামর্থ্যবশতঃ প্রথমে সমস্তবিপদের মূল আলীবর্দ্দি খাঁকে বধ করিয়া তাণ্ডাতে গমন করিলেন ও সেস্থানের দুর্গ সুদৃঢ় করিয়া আত্মরক্ষার জন্য যত্নবান হইলেন।

গঙ্গানদী রাজসৈন্যের গতি প্রতিরোধ করিল। একদা সরিফ খাঁ ও ফতেজঙ্গ নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তদ্দর্শনে আর এক দল সৈন্য নৌকা যোগে নদী পার হইবার উপক্রম করিল। এদিকে সরিফ খাঁ তীরে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র সুজার সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সপ্ততি-সংখ্যক সৈনিক পুরুষ সরিফ খাঁর সহগামী হইয়াছিল, তাহারা সকলেই হতাহত হইল। দ্বিতীয় দল নৌকা যোগে নদী পার হইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া তাহারা আর অগ্রসর না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। শাহ সুজা আহত সৈন্যদিগকে বধ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। কিন্তু শাহ নেয়ামত উল্লা ফিরোজপুরি তাঁহার এই নিষ্ঠুর আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে দিলেন না। ধর্ম্মপরায়ণ নেয়ামত উল্লা শাহ সুজার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন

(১) ইনি ইতিহাসে মিরজুম্লা নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।

ছিলেন। এজন্য তিনি আহত সৈন্যদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পন করিলেন। নেয়ামত উল্লার শুশ্রূষায় সরিফ খাঁ প্রভৃতি আহত সেনানী আরোগ্য লাভ করিয়া স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই সময় শাহজাদা মহম্মদ তকি নিরস্ত্র হইয়া পিতৃব্য সুজার সঙ্গে সাক্ষাৎ জন্য গমন করিলেন। মহম্মদ পিতৃব্যের সদ্ব্যবহার ও স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। সুজা স্বীয় কন্যাকে তাঁহার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। তৎপর সুজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া শাহজাদা মহম্মদ খান খানান ও দেলের খাঁ প্রভৃতির সঙ্গে কয়েকবার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সুজা সুচারুরূপে যুদ্ধের আয়োজন দিতে না পারায় তিনি পুনর্ব্বার রাজসৈন্যসহ যোগ দিলেন এবং তথা হইতে রাজধানীতে গমন করিয়া বাদশাহের আদেশে কারারুদ্ধ হইলেন। (১)

বাদশাহ খান খানানকে সুজার পশ্চাদ্ধাবন জন্য আদেশ করিলেন। দেলের খাঁ প্রভৃতি পাগলার ঘাট উত্তীর্ণ হইলেন; এই দিন দেলের খাঁর পুত্র কতিপয় সৈনিক পুরুষসহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সুজা জাহাঙ্গীর নগর হইতে নাওয়ারা আনয়ন করিয়াছিলেন তিনি শত্রু হস্তে পরাজিত হইয়া এই সকল জলযানে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে ঢাকাভিমুখে যাত্রা করিলেন; খান খানানও রাজ সৈন্য সহ স্থল পথে শাহ সুজার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। সুজা জাহাঙ্গীরনগরে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে আসাম প্রদেশে গমন করিলেন। আসাম হইতে আরাকান রাজ্যে গমন করিয়া

(১) গ্রন্থকার এখানে মহম্মদের পরিণয়কাহিনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহা বিচিত্র রস সংজাত ও আদ্যন্ত প্রেমসৌরভ পূর্ণ। রাজকুমার প্রেমমন্দিরে আত্ম বলিদান করিয়া মোগল ইতিহাসের একাংশ চিরোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। সুজার কন্যার নাম আয়েসা। তিনি অতুল রূপবতী ও নানাবিধ সুকুমার বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। এই রাজবিপ্লব উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আয়েসাও তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। রাজবিপ্লব উপস্থিত হইলে মহম্মদ প্রণয়ীকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রণয়িনীর পিতার বিরুদ্ধে সসৈন্যে বিহারে উপনীত হন। এই সময় আয়েসা তাঁহাকে গোপনে এক খানি প্রেমলিপি প্রেরণ করেন। এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া মহম্মদ প্রেমমন্দিরে সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ আশা উৎসর্গ করতঃ অধীনস্থ সৈন্য সামন্ত লইয়া সুজার পক্ষ অবলম্বন করেন। ইহার পর প্রণয়ী যুগলের মিলন হয় এবং তাঁহারা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বাদশাহ এই মিলন সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে এক কৌশলের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহার কৌশলে মহম্মদের নামীয় এক

তত্রত্য উচ্চ বংশজাত অধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকান রাজ্যে অবস্থান কালে অধিপতির চক্রান্ত অথবা শারীরিক ব্যাধি সুজার জীবন লীলা শেষ করিল।

এই রাজ বিপ্লবের সময় কোচবিহারাধিপতি ভীম নারায়ণ সসৈন্যে ঘোড়াঘাট আক্রমণ করতঃ এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী কতিপয় স্ত্রী পুরুষকে বন্দী করেন। তৎপর তিনি স্বীয় উজীর শোভানাথকে বহুসংখ্যক সৈন্যসহ কামরূপ বিজয় করিতে প্রেরণ করেন। এই সময় কামরূপের সঙ্গে হাজ ও গোহাটী সংযুক্ত ছিল। আসামের রাজা এই সংবাদ অবগত হইয়া স্থল ও জল পথে বহু সংখ্যক সৈন্য কামরূপে প্রেরণ করেন। কামরূপের ফৌজদার লোতফুল্যা সিরাজী দুই দিক হইতে বিপদ স্রোত প্রবাহিত দেখিয়া এবং বাঙ্গলার সুবাদারের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্তির আশায় বঞ্চিত হইয়া নৌ[illegible]যোগে জাহাঙ্গীরনগরে পলায়ন করিয়া এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। শোভানাথ আসামী সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। আসামী সৈন্য কামরূপ বিনা যুদ্ধে অধিকার করিয়া এবং তত্রত্য ফল [illegible] ও ধন রত্ন লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করে। অতঃপর আসামী সৈন্য কামরূপের অট্টালিকা ও গৃহাদি ভূমিসাৎ করিয়া উহার চিহ্নমাত্র লোপ করে। [illegible]কালে শাহ সুজা নিজের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকাতে আসামীগণ জাহাঙ্গীর ন[illegible] পাঁচমঞ্জেল ব্যবধানে কাদি বাড়ী নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ

খানি পত্র সুজার হস্তগত হয়। এই পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মে যে মহম্মদ আওরঙ্গেবের স্বার্থসিদ্ধির জনাই তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার পর সুজার আদেশে তিনি রাজ সৈন্যের সঙ্গে পুনর্ব্বার মিলিত হইবার জন্য সস্ত্রীক গমন করেন। তিনি রাজ শিবিরে উপনীত হইলে তাঁহাদিগকে আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরণ করা হয়। তাঁহারা রাজধানীতে উপনীত হইলে বাদশাহ তাঁহাদিগকে গোয়ালিয়রের দুর্গে আবরুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ করেন। মহম্মদ এই ভয়াবহ কারাগারে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করেন। প্রেমমুগ্ধদম্পতি কারাগারেও পরমসুখে কালকর্ত্তন করেন। আয়েসাই তাঁহার তাদৃশ দুরবস্থার এক মাত্র কারণ ছিলেন। কিন্তু তজ্জন্য তিনি এক দিনের নিমিত্তও তাঁহাকে ভৎসনা করেন নাই। সাত বৎসর কারাগারে অবস্থান করার পর মহম্মদ পরলোক গমন করেন। কিন্তু মুয়াসির আলমগীরী নামক ইতিহাসে অন্যরূপ লিখিত হইয়াছে। তিন বৎসর কাল কারাভবনে বাস করার পর তিনি পুনর্ব্বার স্বাধীনতা ও রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

অধিকারপূর্ব্বক তপছেলা নামক স্থানে থানা সংস্থাপন করিয়া বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

থান থানান জাহাঙ্গীর নগরে উপনীত হইয়া দেশের শাসন সংরক্ষণ কার্য্যে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। তৎপর তিনি আসাম ও কোচবিহার রাজ্য অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে রণতরি তোপ ও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিলেন। অনন্তর রায় ভগবতী দাসকে রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যের ও এহতেসাম খাঁকে জাহাঙ্গীর নগর রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া আলমগীর বাদশাহের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে অর্থাৎ হিজিরী ১০৭২ সাল থান থানান যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম জলপথে প্রেরণ করিলেন এবং তৎপর স্বয়ং দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতিক সৈন্যসহ স্থল পথে আসাম ও কোচবিহারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। থান থানান অত্যল্পকাল মধ্যেই কোচবিহার অধিকার করিয়া গৌহাটী পর্য্যন্ত মোগল পতাকা উড্ডীন করিলেন।

মোগল সেনা কোচরাজ্য জয় করিয়া আসাম রাজ্য অধিকার করিবার কল্পনা করিল। কিন্তু বাদশাহ থান থানানকে আরাকান রাজ্যে গমন না করিয়া শাহ সুজাকে সপরিবারে কারামুক্ত করতঃ দিল্লীতে প্রেরণ করিতে আদেশ করিলেন। থান থানান প্রত্যুত্তরে নিবেদন করিলেন যে মোগল সেনা কোচবিহার ও আসাম জয় করিতে নিযুক্ত আছে; এ কার্য্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া মোগল সেনা আরাকানে প্রেরণ করা সঙ্গত নহে। অতএব প্রথমে কোচবিহার ও আসাম বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া তৎপরে মোগল সেনা আরাকান রাজ্যে প্রেরণ করা যাইবে। অতঃপর হিজিরী ১০৭২ সনের জামাদিসানী মাসের ২১এ তারিখে থান থানান গৌহাটী অভিমুখে যাত্রা করিয়া আসামে উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধ করিতে ২ পার্ব্বত্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মোগল সেনা যেথানে পদার্পণ করিত সেস্থানেই থানা সংস্থাপন করিয়া তত্রত্য দুর্গ ও রাজ প্রাসাদ আক্রমণ করতঃ সে প্রদেশ অধিকারে আনয়ন করিয়া লুণ্ঠন দ্বারা বহু দ্রব্য হস্তগত করিত। বহু যুদ্ধের পর আসামীগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। থান থানান আসাম রাজ্য অধিকার করিলেন। অবশেষে আসামরাজ বশ্যতা স্বীকার করিয়া কয়েকজন প্রতিনিধিসহ নানাবিধ উপহার দ্রব্য থান থানানকে প্রদান

করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন এবং বাদশাহকে নজর ... র দিতে স্বীকৃত হই- লেন। তৎপর তিনি বাদশাহের উপহার জন্য ... জাত হস্তী, অপরিমিত ধনরত্ন, নানাবিধ বিচিত্র দ্রব্য ও রাজ কন্যাকে রাজ মন্ত্রী বদলি ভুকেনের সম- ভিব্যাহারে খান খানানের নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজমন্ত্রী ভুকেন সহরে পৌছিয়া শিবিরে উপনীত হইলেন এবং অবিলম্বে তথা হইতে রাজধানীতে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু এই সময় আসামীগণের যাদু (তাহারা যাদু বিদ্যার জন্য বিখ্যাত ছিল) বিদ্যা খান খানানের বিরুদ্ধে কার্য্যকারী হওয়াতে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং প্রত্যহ তাঁহার রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। খান খানান ঔষধ সেবন করিলেন ; কিন্তু কোন ফল লাভ হইল না। তিনি মরণাপন্ন হইলেন। তিনি অনন্যোপায় হইয়া মির মরতুজা প্রভৃতি সেনানায়কদিগকে বিভিন্ন থানায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং পার্ব্বত্য স্থানে গমন করি- লেন। কিন্তু পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে জলপথে জাহাঙ্গীরনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। (১) খেজেরপুরের (২) দুই ক্রোশ দূরে উপনীত হইয়া খান খানান আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে অর্থাৎ হিজিরী ১০৭৩ সনের পবিত্র রমজান মাসে নৌকা মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আসামী সেনা পুনর্ব্বার মিলিত হইয়া প্রত্যেক থানা হইতে মোগল কর্ম্মচারী- দিগকে তাড়াইয়া দিল। আসাম রাজকন্যা উপহার সামগ্রীসহ শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু আসামী রাজা আর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না।

---

(১) ইতিহাস বেত্তা খাফি খাঁ লিখিয়াছেন যে খান খানান কেবল মাত্র পীড়াক্রান্ত হইয়াই বিপন্ন হইয়াছিলেন না। এই সময় বর্ষাকাল সমাগত হওয়াতে সমস্ত সমতল ভূমি জলপ্লাবিত হইয়াছিল। এবং মোগল সৈন্য পর্ব্বত ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। আসামীগণ সময় বুঝিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং রসদ সংগ্রহের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। এই সময় মোগল সেনার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। খাফি খাঁ সে বিবরণ বিস্তৃতভাবে প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক বর্ষান্তে খান খানান বহু আয়াসে আসামরাজকে সন্ধি সংস্থাপন করিতে সম্মত করান। আসাম রাজ অতি সামান্য ক্ষতি পূরণ প্রদান করিয়া সন্ধি সংস্থাপন করেন। খান খানান আসামী সৈন্যের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন ; এই সন্ধি সংস্থাপনে তাহা জাজ্বল্যমান হইতে পারে নাই। এজন্যই তিনি এই সামান্য সর্ত্তে সন্ধি সংস্থাপন করিতে তাদৃশ চেষ্টা করেন।

(২) খেজের পুর কোচবিহারের সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া খাফি খাঁ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নবাব আমির উল ওমরা শায়েস্তা খাঁ।

খান খানানের মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব বাদশাহ নবাব আমীর উল ওমরা শায়েস্তা খাঁকে বাঙ্গলার শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন। শায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশে আগমন করিয়া কতিপয় বৎসর শাসন কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। তিনি সুচারুরূপে দেশ শাসন সংরক্ষণ করিয়া সুবিচার করিতে লাগিলেন। তিনি সদ্বংশজাত বিধবা ও দুস্থলোকদিগকে ভূসম্পত্তি প্রদান করিতেন। কর্ম্মচারিগণ আলমগীর বাদশাহকে এ বিষয় অবগত করাইলে শায়েস্তা খাঁ স্বয়ং দিল্লী দরবারে উপনীত হইলেন।

শায়েস্তা খাঁ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বাদশাহ স্বীয় ধাত্রী পুত্র ফেদাই খাঁকে আজিম খাঁ উপাধি প্রদান করিয়া বঙ্গদেশ শাসন জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি বঙ্গদেশে আগমন করিয়া অল্পকাল মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হন। এই সময় বাদশাহের পুত্র মহম্মদ আজিম বিহারের শাসনকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাদশাহ ফেদাই খাঁর মৃত্যুর সংবাদ শ্রুত হইয়া তাঁহাকেই বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই রাজপুত জাতির সঙ্গে বাদশাহের প্রবল যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে বাদশাহ তাঁহাকে সে যুদ্ধে যোগ প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়া শায়েস্তা খাঁকে পুনর্ব্বার বঙ্গদেশের সুবাদারী প্রদান করেন। শায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশ পরিত্যাগের তিন বৎসর পরে পুনরায় বঙ্গদেশের শাসনকার্য্যভার লইয়া আগমন করেন।

আলমগীর বাদশাহ তাঁহার নিকট প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অপব্যায়ের কথা অমূলক বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং পুনর্ব্বার সুবাদারের পদে নিযুক্ত করিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শায়েস্তা খাঁ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিয়া বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে অন্য লোক নিযুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বদা আবেদন করিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য অনুমতি দিলেন না; তৎপর শায়েস্তা খাঁ পুনর্ব্বার পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিলেন। বাদশাহ পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া আলীমর্দ্দান খাঁর পুত্র ইব্রাহিম খাঁকে বাঙ্গালার সুবাদারের পদে নিযুক্ত করিলেন। (১) শায়েস্তা খাঁর সুখ্যাতি সমস্ত হিন্দুস্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল।

(১) ১০৯৯ সন

তাঁহার শাসনকালে শস্যাদি এতদূর শস্তা ছিল যে এক দামরীতে এক সের চাউল বিক্রয় হইত। বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিবার সময় তিনি জাহাঙ্গীরনগরস্থিত দুর্গের পশ্চিমদ্বার রুদ্ধ করিয়া শস্যাদির মূল্য পুনর্ব্বার তত্তুল্য শস্তা না হইলে উহা উদ্ঘাটন করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। নবাব সুজা উদ্দীনের শাসনকাল পর্য্যন্ত উক্ত পশ্চিমদ্বার রুদ্ধ ছিল। সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তৃপদে অভিষিক্ত হইলে এই দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়; তদ্বিবরণ যথাস্থানে লিপি-বদ্ধ করা যাইবে। শায়েস্তা খাঁ কৃত কাটরা ও অট্টালিকা এখনও জাহাঙ্গীর-নগরে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

নবাব ইব্রাহিম খাঁ।

নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলার সুবাদারী প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করি-লেন। তিনি নিরাশ্রয় বৃদ্ধদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতেন; একটী পীপিলি-কাকেও কষ্ট দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন না।

এই সময় দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তা আবুল হাসন (১) ওরফে তানাশাহ, শিব শম্ভুজি মহারাষ্ট্রী এবং সীতার গড়ের (?) সামন্তবর্গ বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করাতে বাদশাহ অওরঙ্গজেব আলমগীর একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর তন্নিবারণ জন্য ব্যাপৃত ছিলেন। এজন্য তিনি অন্যান্য প্রদেশের শাসন সংর-ক্ষণ জন্য যথোপযুক্ত মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। ইহাতে সাম্রাজ্য মধ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত চিতোয়া (২) ও বরদার জমিদার শোভা সিংহ বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিল। (৩) আফগান দলপতি নাককাটা রহিম খাঁ (৪) কতিপয় আফগানী সৈন্যসহ শোভা সিংহের সহিত মিলিত হইল। বর্দ্ধ-মানের রাজা কৃষ্ণরাম শোভা সিংহের অসদ্ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিলেন। এজন্য

(১) দক্ষিণাপথের অন্তর্গত স্বাধীন মোসলমান রাজ্যের অধিপতি।

(২) বর্ত্তমান উলুবেড়িয়ার নিকট।

(৩) ১৬৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দ।

(৪) Who was then considered as the head of that clan remaining in Orissas—Stewarts History of Bengle. কোন যুদ্ধে রহিম খাঁর নাসিকার কিয়দংশ কাটা যাওয়াতে লোকে তাহাকে নাককাটা রহিম খাঁ বলিত।

তিনি সসৈন্যে বিদ্রোহি-যুগলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইলেন। অতঃ-পর তাহারা বর্দ্ধমান লুণ্ঠন করতঃ কৃষ্ণরামের যাবতীয় ধনরত্ন হস্তগত ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রদিগকে অবরুদ্ধ করিল। রাজা কৃষ্ণরামের জগৎ রায় নামক পুত্র একাকী পলায়ন করিয়া (বাঙ্গলার) রাজধানী জাহাঙ্গীরনগরে গমন করিলেন। যশো-হর, হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর চাকলার ফৌজদার নুর উল্লা খাঁ ধনী, সম্ভ্রান্ত ও বাণিজ্যব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তিন হাজার সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। নুর উল্লা খাঁ স্বেচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক শোভাসিংহ প্রভৃতি দুরাত্মাদিগকে সমূলে নিপাত করিবার জন্য যশোহর হইতে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু তিনি পরাক্রমশালী বিপক্ষের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হইবার আশঙ্কায় হুগলীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ চুঁচুড়ানিবাসী ওলন্দাজ বণিক্-সম্প্রদায়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নুর উল্লা খাঁ হুগলী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিদ্রোহী সৈন্য সুকৌশলে হুগলী দুর্গ বেষ্টন করিল এবং যুদ্ধ করিয়া দুর্গবাসীদের অবস্থা অত্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলিল। নুর উল্লা এই দুঃসময়ে শিরাজনগরবাসী সেখ সাদির উপদেশ বাক্যানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেখ সাদি বলিয়াছিলেন যে, বাহুবলে শত্রুকে পরা-জিত করিতে না পারিলে ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া বিপদের দ্বার রুদ্ধ করিবে। নুর উল্লা ধনরত্ন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রাণরক্ষা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং তজ্জন্য কেবল নাক কাণ লইয়া পলায়ন করিলেন;—বিদ্রোহী সৈন্য নগর অধিকার করিয়া সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিল। ইহাতে জগতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আমীর, বণিক ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত নগর-বাসিগণ আত্মসম্মান-রক্ষার্থ চুঁচুড়াতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ওলন্দাজ বণিক্-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ দ্বিতল জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া দুর্গের নিম্নে উপনীত হইলেন। এবং দুর্গমন্দির কামান দ্বারা ধ্বংস করিলেন। গোলা-বর্ষণে অনেকের ধনপ্রাণ বিনষ্ট হইল। শোভাসিংহ পরাজিত হইয়া হুগলীর সংলগ্ন সাতগাঁও (১) অভিমুখে পলায়ন করিল। তথায় অবস্থান করিতে

(১) সাতগাঁও অতি প্রাচীন নগর। পূর্ব্বকালে এই স্থানে বাঙ্গালার রাজধানী সংস্থাপিত ছিল।

অসমর্থ হইয়া বর্দ্ধমানে উপনীত হইল। তৎপর শোভাসিংহ রহিম খাঁকে সসৈন্যে নদীয়া ও মুকস্সুদাবাদ (বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ) অভিমুখে প্রেরণ করিল।

শোভাসিংহ কৃষ্ণরামের পরিজনদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। তাঁহার কন্যা পরম রূপবতী ও পবিত্রহৃদয়া ছিলেন। দুরাত্মা অপবিত্র শোভাসিংহ রাজ-কন্যার রূপলাবণ্য কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করিল। একদা রজনীতে শোভা-সিংহ শয়তানের পরামর্শে সেই অলোকসামান্যা রূপবতীকে কলঙ্কিত করিতে হস্ত প্রসারণ করিল। তেজস্বিনী রাজকন্যা তীক্ষ্ণধার প্রাণনাশক ছুরিকা এই-রূপ দুঃসময়ের জন্য সংগোপনে রক্ষা করিতেছিলেন; এক্ষণ তাহা দ্বারা শোভা-সিংহের নাভির নিম্নে আঘাত করিয়া উদর বিদীর্ণ করিলেন। তাহার পর সেই অস্ত্রাঘাতে স্বীয় আয়ুঃ-সূত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

শোভাসিংহের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইলে তাহার ভ্রাতা হেম্মত সিংহ মোগল-রাজ্য লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন করিবার জন্য প্রজ্জ্বলিত হইল। অতঃপর রহিম স্বীয় সৈন্যের প্রভাবে রহিম শাহ উপাধি ধারণ করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইল। রহিম শাহ কতক গুলি মূর্খ, বদমায়েস ও নীচাশয় লোকের সহায়তা লাভ করিয়া বর্দ্ধমান হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত অর্দ্ধ বাঙ্গালা অধিকার করিল। যে সকল রাজভক্ত প্রজা রহিম শাহের বশ্যতা স্বীকার করিল না, তাহারা ভয়ঙ্কর ভাবে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইল।

মুকস্সুদাবাদের অন্তর্গত কোন স্থানে নেয়ামত খাঁ নামক বাদশাহের জনৈক কর্ম্মচারী বান্ধব-পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেন। তিনি রহিম শাহের অনুগত না হওয়াতে বিদ্রোহী সৈন্য তাঁহার শিরশ্ছেদন করিতে আদিষ্ট হইল। নেয়ামত খাঁ মৃত্যু অবধারিত জানিয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। তাহওয়ার (তাহওয়ার শব্দের অর্থ বীরপুরুষ, তাঁহার যেমন নাম তদ্রূপ গুণ ছিল) অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক বিপুল

এই নগর সুবৃহৎ ছিল। রোমানদের নিকট সাতগাঁও Ganges Regia নামে পরিচিত ছিল। মেজর রেণেল সাহেব লিখিয়াছেন যে ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দেও সাতগাঁও বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছিল এবং ইউরোপীয় বণিকগণ তথায় বাণিজ্য ব্যবসায় লিপ্ত থাকিতেন। নদীর গতি পরিবর্ত্তনে সাতগাঁও ক্রমশঃ হতশ্রী হইয়া পড়ে ও হুগলীর বন্দর বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থান হইয়া উঠে। Stewartses History of Bengal.

বিক্রমে বিদ্রোহী সৈন্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অবশেষে বিদ্রোহী সৈন্য তাঁহাকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করতঃ বধ করিল। তাঁহার আত্মীয়গণ মৃতদেহ বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইল। নেয়ামত খাঁ ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া যুদ্ধসজ্জা পরিত্যাগ করিয়াই (অর্থাৎ গ্রহণ না করিয়াই) কেবল একখানি তরবারি গলদেশে রক্ষা করতঃ দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উভয় পার্শ্বের শত্রুসেনা বিদীর্ণ করতঃ মধ্যস্থলে উপনীত হইয়া রহিমশাহের মস্তকে আঘাত করিলেন ; কিন্তু রহিমশাহের সৌভাগ্যবশতঃ তরবারী শিরস্ত্রাণের উপর পতিত হইল, তরবারী দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। নেয়ামত খাঁ ক্রোধান্বিত কলেবরে দুরাত্মার কমরবন্ধ হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া তাঁহাকে অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে বাহুবলে উত্তোলন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং তৎপর অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া তাঁহার প্রশস্ত বক্ষোপরি উপবেশনপূর্ব্বক কমর হইতে যমধর (এক রকম্ অস্ত্র) খুলিয়া লইয়া তাঁহার গলদেশে আঘাত করিলেন। কিন্তু এবারও যমধর বর্ম্মের সঙ্গে জড়াইয়া যাওয়াতে রহিম শাহ নিহত হইল না। এই অবসরে বিদ্রোহী সেনা তথায় উপনীত হইয়া নেয়ামত খাঁকে তরবারী ও বর্ষার আঘাতে আহত করিল। অনন্তর তাহারা তাহাদের দলপতিকে ভূতল হইতে উত্তোলন করিয়া তাহাকে পুনর্জীবন প্রদান করিল। এবং আহত বীরপুরুষকে অজ্ঞান অবস্থায় শিবিরে লইয়া গেল। তখনও তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। তিনি পিপাসিত হইয়া জলের জন্য চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। জনৈক শত্রুসৈন্য তাঁহার সম্মুখে জলপূর্ণ পাত্র আনয়ন করিল; কিন্তু তিনি (শত্রু হস্তে) জলপান করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া পিপাসিতাবস্থাতেই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

তত্রত্য জমিদারগণ এই শোচনীয় সংবাদ জাহাঙ্গীর নগরে সুবাদারের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার শরীরে সিংহের বল থাকিলেও তিনি বিদ্রোহ দমন-জন্য উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না। সুবাদার বলিতেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ঈশ্বর-সৃষ্ট প্রাণী হত্যা করিতে হয় ; অতএব যুদ্ধে অনর্থক প্রাণী হত্যা করিয়া কি ইষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে ?

দক্ষিণাপথে অবস্থানকালে আওরঙ্গজেব বাদশাহ সংবাদপত্রে (১) এই শোচনীয়

(১) রিয়াজের এই বিবরণ [illegible]

হইয়া পুনর্ব্বার সৈনা সংগ্রহ জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আফগানদিগকে একত্র সংগ্রহ করিয়া রহিম শাহ ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করিলেন এবং তাহাদিগকে বহু ধন, হস্তী ও অস্ত্র প্রদান করিয়া শত্রুসৈন্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এ দিকে জবরদস্ত খাঁ রহিম শাহের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণ সসৈন্যে মোগল-সেনার সঙ্গে মিলিত হইলেন। মোগল-সেনা বহু পথ অতিক্রম করিয়া মুর্শিদাবাদের পূর্ব্ব ভাগের ময়দানে শিবির সংস্থাপন করিল। রহিম শাহ বিপুল মোগল সেনা দর্শন করিয়া বর্দ্ধমান অভিমুখে পলায়ন করিল। মোগল-সেনা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে তাড়না করিতে লাগিল।

শাহজাদা আজিম ওশ্মান।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সম্রাট আওরঙ্গজীব মহম্মদ মোয়াজ্জেম বাহাদুর শাহের পুত্র শাহজাদা আজিম ওশ্মানকে স্বহস্তে ধনরত্ন ও তরবারি উপঢৌকন প্রদান করতঃ বাঙ্গলা ও বিহারের সুবাদারের পদে নিযুক্ত পূর্ব্বক বিদ্রোহ দমন জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। আজিম ওশ্মান পদোন্নতি লাভ করিয়া স্বীয় পুত্র করিম উদ্দীন ও মহম্মদ ফরক শিয়রকে সঙ্গে লইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গ দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং এলাহাবাদ ও আউদের পথ অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে বিহার প্রদেশে উপনীত হইলেন। শাহজাদা তত্রত্য জমিদার, রাজপুরুষ ও জায়গীরদারগণকে রাজশিবিরে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা বহুবিধ উপহার দ্রব্য-সম্ভারে শাহজাদার নিকট উপনীত হইলেন। তিনি তাঁহাদের প্রত্যেককে খেলাৎ প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন। তাঁহারা শাসন-সংরক্ষণে নিযুক্ত থাকিয়া সদরে কর প্রেরণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। অতঃপর শাহজাদা কার্য্যদক্ষ রাজস্ব কর্ম্মচারী ও আমলাদিগকে রাজস্ব সংগ্রহ ও দেশ শাসন-জন্য নিযুক্ত করিলেন; প্রত্যেক গ্রাম ও মহালের জন্য স্বতন্ত্র তহশীলদার নির্দ্ধারিত হইল।

শাহজাদা বিহার প্রদেশে উপনীত হইলে তিনি রহিমশাহের পরাজয় ও জবরদস্ত খাঁর জয়লাভের সংবাদ অবগত হইলেন। দুরাকাঙ্ক্ষ রাজকুমার দেখিলেন যে, তিনি নিজে যে জয়মাল্যে সুশোভিত হইতে পারিতেন তাহা অন্যের গল-

দেশে অর্পিত হইতেছে এবং নবাব আলী মরদান খাঁর পৌত্র জবরদস্ত খাঁ বাঙ্গলার সুবাদারী কার্য্যে নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। এজন্য তিনি বিহার হইতে অগোচরে রাজমহলে গমন করিয়া অসংখ্য সৈন্য বিদ্রোহিদল-দমন জন্য বর্দ্ধমান অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। শাহজাদা জবরদস্ত খাঁকে তাঁহার কার্য্যের জন্য প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিয়া আহ্বান করিলেন না; এই ব্যবহারে জবরদস্ত খাঁ অসন্তুষ্ট হইলেন এবং বিদ্রোহ-দমন-জন্য যত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা নিষ্ফল ও অপুরস্কৃত দেখিয়া বাদশাহের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি শাহজাদার সম্মান জন্য কোন প্রকার কার্য্য না করিয়াই দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কৌশলী পুরুষসিংহ জবরদস্ত খাঁর আক্রমণে রহিমশাহ শৃগালের ন্যায় গর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজদ্রোহী এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া নষ্ট উদ্ধার করিতে মনন করিয়া অকস্মাৎ বর্দ্ধমান হুগলী ও নদীয়া প্রভৃতি স্থানে অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যাচারে তত্রত্য অধিবাসিবর্গ গৃহ পরিত্যাগ করিল এবং সর্প, পশু ও পেচকের আবাসভূমি অরণ্যে পরিণত হইল।

জবরদস্ত খাঁ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিলে শাহজাদা আজিম ওশ্মান জমিদার ও সেনাপতিগণের উৎসাহ-বর্দ্ধন-জন্য আদেশ-পত্র ও রাজপতাকা জাহাঙ্গীরনগরে প্রেরণ করিলেন। তৎপর তিনি স্বয়ং আক্‌বরনগর হইতে যাত্রা করিয়া শনৈঃ শনৈঃ পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশের সেনাপতি ও রাজপুরুষগণ আপন আপন স্থান হইতে উপযুক্ত অর্থ-সহকারে শাহজাদার নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার সহগামী হইলেন। রহিম শাহ শাহজাদার আগমন সংবাদে অনাস্থা করিয়া শত্রু-গতিরোধ-জন্য সতর্ক হইলেন না; কিন্তু তৎপর বিজয়ী মোগল-সৈন্যকে আসন্ন দেখিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে আফগান সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। বিপুল শত্রু-সৈন্য তাঁহার গতিরোধ জন্য প্রস্তুত দেখিয়াও শাহজাদা ভীত হইলেন না এবং বর্দ্ধমান প্রান্তে উপনীত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। অতঃপর রাজকুমার রহিমখাঁহকে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করতঃ উহা প্রতিপালিত না হইলে বিনাশের ভয় এবং প্রতিপালিত হইলে পুরস্কারের প্রলোভন প্রদর্শন করিলেন। তিনি শাহজাদার উপদেশ প্রতিপালন করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন; কিন্তু

প্রকৃত পক্ষে উহা তাঁহার নিকট শেলস্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছিল। ফলতঃ রহিমখাঁও প্রকাশ্যভাবে বশ্যতা স্বীকার করিয়া গোপনে প্রবঞ্চনা ও শত্রুতা সাধন করিতে মনন করিয়াছিলেন. এই সময় শাহজাদার একান্ত প্রিয়পাত্র খাজে আনওয়ার প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তিনি শাহজাদার প্রধান মন্ত্রণাদাতার কার্য্যও করিতেন। রহিমশাহ তাঁহাকে সন্ধি স্থাপন সম্পর্কে সাহায্য করিবার জন্য আপন শিবিরে আহ্বান করিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে প্রধান সেনাপতি আফগান শিবিরে উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক নির্ভয় করিলে তিনি শাহজাদার দরবারে গমন করতঃ ক্ষমাপ্রার্থী হইতে পারেন। সরলহৃদয়া শাহজাদা আফগান দলপতির চক্রান্তের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রার্থনানুসারে প্রধান সেনাপতিকে আফগান শিবিরে গমন করিতে আদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রধান সেনাপতি, আপনি রহিম শাহের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া আমার দরবারে আনয়ন করুন।" প্রধান সেনাপতি নবাব আনওয়ার খাঁ শাহজাদার আদেশ-প্রতিপালনার্থ কতিপয় আত্মীয় অন্তরঙ্গসহ অশ্বারোহণে আফগান শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দূত দ্বারা আপন আগমন বার্ত্তা রহিমশাহকে প্রেরণ করতঃ স্বয়ং তাঁহার সাক্ষাৎলাভ-জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ওদিকে রহিম শাহ মোগল সেনাপতিকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য আফগান সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত ভাবে শিবির মধ্যে লুক্কায়িত রাখিলেন। মোগল দূত আফগান শিবিরে উপনীত হইলে রহিমশাহ নানারূপ কৌশল ও ছলনা অবলম্বন করিয়া প্রধান সেনাপতিকে তথায় আনয়ন করিতে প্রার্থনা করিলেন। নবাব আনওয়ার খাঁ আপত্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, তিনি আফগান শিবিরে উপনীত হইলে কলহানল প্রজ্জলিত হইতে পারে। সেনাপতি রহিমশাহকে আহ্বান করিয়া অঙ্গীকার করিলেন, যে তিনি মোগল-শিবিরে উপনীত হইলে বিপদগ্রস্ত হইবেন না; কিন্তু কাহার ও অনুরোধ রক্ষা ও মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না।

রহিমশাহ অকস্মাৎ সুসজ্জিত সৈন্য সমভিব্যাহারে ব্যূহ হইতে বহির্গত হইয়া অপ্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে নবাব আনওয়ার খাঁর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বাক্য-বর্ষণের পর অস্ত্র-বর্ষণ আরম্ভ হইল। সেনাপতি রহিমশাহের আন্তরিক দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া সলজ্জভাবে প্রত্যাবর্ত্তন

করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু রহিমশাহ তাঁহাকে অগ্রগামী হইয়া আক্রমণ করাতে তিনিও বীরপুরুষের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আনওয়ার খাঁ কতিপয় বন্ধুসহ শত্রুহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। শত্রুপক্ষ রণক্ষেত্রে সমূলে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া আফগান সৈন্য শাহজাদার শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। রহিমশাহের বিশ্বাসঘাতকতাও প্রধান সেনাপতির মৃত্যু-সংবাদ রাজকুল-তিলক আজিম ওশ্মানের কর্ণগোচর হইলে ক্রোধে তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। তিনি যুদ্ধার্থে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সৈন্যবৃন্দকে আহ্বান করিলেন; তাঁহার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। তিনি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে যথাস্থানে সমাবেশ করিয়া সুকৌশলে ব্যূহ রচনা করতঃ যুদ্ধার্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু রহিমশাহ সুকৌশলে পরাক্রম প্রকাশ করিলেন এবং কতিপয় লৌহবর্ম্মাচ্ছাদিত আফগান সৈন্যসহ সবলে বিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করতঃ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া আজিম ওশ্মানকে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী ও পদাতিক রাজ-সৈন্য রহিমশাহের প্রখর অস্ত্রের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া শাহজাদাকে পরি-ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। রহিমশাহ সুরচিত মোগল ব্যূহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রবল পরাক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং শাহজাদা শত্রুহস্তে পতিত হইতেছিলেন এমন সময় কোরেশ বংশীয় হামিদ খাঁ অনতিদূর হইতে তাদৃশ অবস্থা দেখিতে পাইয়া প্রচণ্ড বেগে অশ্বচালনা করতঃ তাঁহার সম্মুখীন হইয়া সক্রোধে বলিলেন, "দুরাত্মা, আমিই আজিম ওশ্মান।" ইহা বলিয়াই তিনি ধনুকে তীর যোজনাপূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বদেশে নিক্ষেপ করিলেন। ইহার মুহূর্ত্ত পরেই তিনি রহিমের অশ্বের গ্রীবাদেশ তীরবিদ্ধ করিলেন। আফগান দলপতি এই উভয় আঘাতে বিব্রত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। হামিদ খাঁ সুকৌশলে অশ্ব হইতে অবতরণ করতঃ তাঁহার বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া শিরশ্ছেদন করিলেন। তৎপর তিনি ছিন্ন মুণ্ড তরবারির অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে ঘূর্ণয়মান করিতে লাগিলেন। আফগান সৈন্য উহা দর্শন করিয়া ভয়ব্যাকুল চিত্তে পলায়ন করিল। বিজয়-সমীরণ রাজসৈন্যের অনুকূলে প্রবাহিত হইল। রণ বাদ্য মোগলের বিজয় বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া আকাশ কম্পিত করিল। পরা-

ক্রান্ত বিজয়ী সেনা পলাতক আফগান সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের শিবির পর্য্যন্ত অনুসরণ করিল ও বালবৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই বধ করিয়া আপনাদের শোণিতলোলুপ তরবারিকে পরিতৃপ্ত পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল। হতাবশিষ্ট আফগান সৈন্য আহত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল এবং অসংখ্য বন্দী ও বিপুল ধন-ভাণ্ডার মোগলের হস্তগত হইয়াছিল। সৌভাগ্যশালী শাহজাদা জয়মাল্যে সুশোভিত হইয়া বর্দ্ধমান নগরে উপনীত হইলেন এবং মহাপুরুষ হজরত শাহ এব্রাহিম ছাক্কার (১) সমাধি-মন্দির দর্শন করিয়া রীতিমত নেয়াজ (নজর) প্রদানপূর্ব্বক দুর্গ মধ্যে বাস জন্য গমন করিলেন।

অতঃপর শাহজাদা আজিম ওশ্বান স্বীয় বিজয়-বার্ত্তা পত্র দ্বারা সম্রাটকে বিজ্ঞাপিত করিলেন। এই সব কাজ সম্পন্ন করিয়া রহিমশাহের পক্ষাবলম্বী-দিগকে বিনাশ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা যে স্থানেই আফগানদের চিহ্ন দেখিতে পাইল তাহাই বিধ্বস্ত করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে সমূলে বিনাশ অথবা বন্দী করিল। অত্যল্পকাল মধ্যেই বর্দ্ধমান, হুগলী ও যশোহর জেলা আফগানশূন্য হইল। আফগানের অত্যাচারে যে সকল স্থান ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার জনপূর্ণ হইতে লাগিল। নিহত কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎ রায় পৈত্রিক জমিদারী উত্তরাধিকার-সূত্রে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন। এই-রূপে যে সকল জমিদার আফগানদের অত্যাচারে স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারা আশ্বাস পাইয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিলেন। নূতন বন্দোবস্ত অন্তে খালেসা ও জায়গীর মহাল সমূহের কর সংগৃহীত হইতে লাগিল। আরবাব তয়ুল, আয়মাদার, আলতমগা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর জায়গীরদারগণ আপন আপন মহালের ভার পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন। সম্রাট আওরঙ্গজীব পূর্ব্বোক্ত হামিদ খাঁকে সমসের খাঁ ও বাহাদুরী উপাধি প্রদানপূর্ব্বক পদোন্নত করিয়া শ্রীহট্ট ও বান্দাশালের ফৌজদারের পদে নিয়োজিত করিলেন। এতদ্ব্য-

(১) This person was originally a water-carrier ; but having associated with the Soofies he became a celebrated author of poems and religious works. After his death he was canonized and his tomb is still resorted to by pilgrims.—Stewart's history of Bengal.

তীত যে সকল খাস কর্ম্মচারী কার্য্য-পটুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারাও আপন ক্ষমতা ও পারদর্শিতানুসারে যথোযোগ্যরূপে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইলেন। শাহজাদা আজিম ওশ্মান বর্দ্ধমান দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তথাতে অট্টালিকাদি-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বর্দ্ধমানে একটী জুমা মসজিদ নির্ম্মাণ এবং হুগলীতে আপন নামানুসারে শাহগঞ্জ অথবা আজিমগঞ্জ নামক একটী স্থানের প্রতিষ্ঠা করিলেন। আমতা আকমসা নামক কর গ্রহণ করা এই সময়ে নিষিদ্ধ ছিল; আমতা আকমসা (১) ব্যতীত অন্যান্য প্রকার হাসেলাত সায়ের (২) সংগ্রহ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। তৎপর তিনি বকসবন্দরের কর ধার্য্য করিবার কল্পনায় মুসলমানদিগের নিকট হইতে ৪১৲ টাকা ও হিন্দু ও ইয়োরোপিয়ানদের নিকট হইতে ৪২৲ টাকা নজরানাস্বরূপ গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। শাহজাদা আজিম ওশ্মান বিদ্বান, কীর্ত্তিমান ও সদ্বংশজ ব্যক্তিগণকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার সভায় মহদাশয় ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া কেবল, হদিস, মসনবি, মৌলবী রুম ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করিতেন। তিনি ধার্ম্মিক ও সংসারানাসক্ত ব্যক্তিগণের উপদেশ গ্রহণ জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেও তাঁহার প্রবল সাহস দেখা যাইত।

একদা শাহজাদা আজিম ওশ্মান বায়েজিদ নামক জনৈক সুফিকে (১) স্বীয় প্রাসাদে আহ্বান করিবার জন্য করিম উদ্দীন ও ফরুক শিয়রকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক পুরুষ বর্দ্ধমানে আর কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। রাজকুমারদ্বয় সুফির বাসভবনে উপনীত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে মুসলমান-শাস্ত্রনির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে অভিবাদন করিলেন। করিম উদ্দীন আপন রাজোচিত পদমর্য্যাদার লাঘব হইবে বিবেচনা করিয়া সুফিকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। কিন্তু ফরুকশিয়র পদব্রজে অগ্রগামী হইয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করতঃ পিতৃ-অভিলাষ নিবেদন করিলেন। ফকির ফরুক শিয়রের বিনয় নম্র ও ভদ্র ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করতঃ তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে বলিলেন। তৎপর তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, হিন্দু স্থানের রাজ-

(১) তোলা। (২) In land duties.

(১) এক শ্রেণীর ফকির।

মুকুট তাঁহার মস্তকেই সুশোভিত হইবে। তাঁহার আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছিল। ফকিরকে সম্মান করিয়া পিতা যে ফললাভের আশা করিয়াছিলেন তাহা পুত্রকে অর্পণ করা হইল। অতঃপর ফকির রাজপ্রাসাদে গমন করিলে আজিম ওশ্মান যথোচিত দৈন্যতা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, যেন তদীয় মনোভিলাষ পূর্ণ হয়। তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "রাজকুমার, আপনার কাম্যবস্তু ইহার পূর্ব্বেই ফরক শিয়রকে দেওয়া হইয়াছে; করধৃত তীর একবার নিক্ষেপ করিলে তাহা আর ফিরান যায় না। আপনার মঙ্গল হউক।" এই বাক্য শেষ হইবার পর তিনি শাহজাদার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আপন আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শাহজাদা হুগলী, হুজলী, বৃদ্ধমান, মেদিনীপুর ও অন্যান্য চাকলার শাসন সংরক্ষণ জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে শাহ সুজাকৃত নওয়ারায় আরোহণ করিয়া জাহাঙ্গীর নগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি তথায় উপনীত হইয়া ঐ অঞ্চলের শাসন সংরক্ষণ জন্য সুবন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শাহজাদা সওদায় খাস ও সওদায় আম নামক ক্রয় বিক্রয়ের প্রথার প্রবর্ত্তন এবং এসলাম ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও হিন্দুরাজগণ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হুলির আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হইয়া হরিৎ ও রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান প্রভৃতি অসদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। আলমগীর বাদশাহ এই সংবাদ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া বিরক্ত হইয়া শাহজাদার নিকট ভয় প্রদর্শন ও ভর্ৎসনাসূচক লিপি প্রেরণ করিলেন

"চিরা এ জাফরানি বারসর ও হোল্লা এ এর
গাওয়ানি দারবর সেল্লে সরিফ চেহেল ও শাস
আফরিঁ বারিঁ রেস ও ফস।"

অর্থাৎ মস্তকে হরিৎ বর্ণের পাগড়ী ও স্কন্ধদেশে রক্তাভ উত্তরীয়; ৪৬ বৎসর বয়সে ঘোড়ার ঝুঁটি (১) বেশ শোভা পাচ্ছে (প্রশংসনীয় হচ্ছে)। বাদশাহ তাঁহাকে সওদায় খাসের অসদনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিবার জন্য আদেশ করিয়া স্বনামঙ্কিত নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিলেন। যে অনুষ্ঠানে সর্ব্ব সাধারণ প্রপীড়িত হইতেছে তাহার নাম সওদায় খাস রাখা সঙ্গত (২) বটে। সওদায় খাসের

(১) দাড়ি গোঁপ।

(১) পারস্য ভাষাতে সওদায় শব্দের অর্থ ব্যবসায়; কিন্তু আরবীতে সওদায় শব্দের অর্থ উন্মাদ রোগ।

সঙ্গে সওদায় আমের কোন সংশ্রব নাই। যাহারা গর্দ্দভ (অথবা ক্রয় করে) তাহারাই বিক্রয় করে; আমি গর্দ্দভও নহি (অথবা ক্রয়ও করি না) বিক্রয় ও করি না (১) আলমগীর ক্রোধভরে শাহজাদার শিক্ষা ও শাসন জন্য তাহার সৈন্য সংখ্যা ৫০০ শত পরিমাণে হ্রাস করিলেন। যে সকল অর্ণবপোত বাণিজ্যার্থ চট্টগ্রাম ও অন্যান্য বন্দরে উপনীত হইত, শাহজাদা নিজে তৎসমুদয়ের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেন; ইহার নাম সওদায় খাস। তৎপর তিনি এই সকল পণ্যদ্রব্য দেশীয় বণিক্‌গণের নিকট বিক্রয় করিতেন; ইহার নাম সওদায় আম। শাহজাদা সম্রাটের স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ-পত্র প্রাপ্ত হইয়া এই ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা রহিত করিলেন।

আওরঙ্গজীব বাদশাহ মিরজা মহম্মদ হাদি নামক জনৈক রাজ-পুরুষকে উড়িষ্যার দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি একান্ত কর্ম্মঠ ও বিশ্বাসী ছিলেন; কার্য্যশৃঙ্খলা তাহার অঙ্গ-ভূষণস্বরূপ ছিল; তাঁহার ন্যায় কৃতজ্ঞ ও সুসভ্য রাজপুরুষ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। নবনিয়োজিত দেওয়ান উড়িষ্যার কতকগুলি মহালের লাভ প্রদর্শন করাইয়া রাজপুরুষগণ মধ্যে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে সমরানল প্রজ্বলিত হইলে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া সম্রাটের একান্ত প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। সম্রাট মিরজা মহম্মদ হাদিকে কারতলব খাঁ উপাধি প্রদান করিয়া বাঙ্গলার দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময় দেশের আভ্যন্তরীন্ শৃঙ্খলা-বিধান, রাজস্ব-সংগ্রহ ও ব্যয়াদি-নির্ব্বাহের ভার (২) দেওয়ানের প্রতি অর্পিত ছিল। নিজাম অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা

(১) আঁনাকে খারন্দ মে ফোরোসান্দ।
মঁা খোদ না খারেম না ফেরোশেম॥
"খর" অর্থ ক্রয় করা ও গর্দ্দভ।

(২) Dow's History of Hindoostan নামক গ্রন্থ হইতে দেওয়ানের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদ্ধৃত করিতেছি। "To inspect the collections of Mahaljat and Sairjat of the royal lands, and to look after the gagieerdars, and in general all that belongs to the revenues, the amount of which he is to send to the public treasury, after the gross expenses of the province an discharged according to the usual establishment; the particular account of which, he is at

দেশের শাসন-সংরক্ষণ ও বিদ্রোহ-দমন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতেন। শাসনকর্ত্তাদিগকে বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর দিবার নিয়ম ছিল। তাঁহারা আপন আপন জায়গীরের লাভ ও পুরস্কার (উপঢৌকন) গ্রহণ ব্যতীত রাজ-কোষের সঞ্চিত অর্থে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। নিজাম ও দেওয়ানগণ বর্ষে বর্ষে রাজধানী হইতে দেশশাসন সম্পর্কে নিয়ম পত্র (sircular) প্রাপ্ত হইতেন বলিয়া তাহারা তদনুসারে সমস্ত কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিতেন; নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর বিন্দুমাত্রও অন্যথাচরণ করিতেন না।

মহম্মদ হাদি বা কার তলব খাঁ বঙ্গদেশের দেওয়ানি পদে অভিষিক্ত হইয়া জাহাঙ্গীরনগরে উপনীত হইলেন এবং শাহজাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কার্য্য-ভার গ্রহণ করিলেন। কার তলব খাঁ রাজস্বসংগ্রহ ও ব্যয়াদি-নির্ব্বাহের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এজন্য আজিম ওশ্মানের তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধি-কার আর রহিল না। নবনিয়োজিত দেওয়ান বাহাদুর দেশ স্বরক্ষিত (কণ্টক-বিহীন) এবং শস্যশালী দেখিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রত্যেক মহলে পরগণা ও চাকলায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর্ম্মচারিগণকে প্রেরণ করিলেন তৎপর তিনি মাল ও সায়ের সম্পর্কীয় কর ইত্যাদি যথোচিত ভাবে নির্দ্ধারণ ও সংগ্রহ (সংগ্র-হের ব্যবস্থা) করিলেন এবং খালেসা ও জায়গীরের কাগজ শৃঙ্খলাবদ্ধ করতঃ সর্ব্বসাকুল্যে এক কোটী টাকা লাভ প্রদর্শনপূর্ব্বক সম্রাটের নিকট প্রেরণ করি-লেন। বাঙ্গলার জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর বিধায় পূর্ব্বে কোন বিচক্ষণ রাজপুরুষ স্বেচ্ছায় এ দেশের কার্য্যভার গ্রহণ করিতেন না। উদ্যান-তুল্য শস্যশ্যামল

---

the same time to forward to the presence, as well as the accounts of the former Dewan. He is commanded to treat the ryots with mildness and humanity, that they may employ themselves wiithout disturbance in their buildings, cultivation, and other occupations; that the province may flourish and increase in wealth from year to year, under our happy government. Let all officers of the revenues, crones, canongoes and jagieerdars of the above mentioned provinces acknowledge the aforesaid as Dewan by our royal appointment, and they are commanded to be accountable to him for all that appertains to the Dewany, and to conceal nothing from him, to subject themselves to his just commands, in evry thing that is agreeable to the laws, and tending to the prosperity and happiness of our realms."

বঙ্গদেশকে রাজস্ব কর্ম্মচারিগণ উপদেবতার আবাসভূমি ও মনুষ্যের প্রাণনাশক মনে করিয়া সেনাপতিদিগকে জায়গীর দিয়াছিলেন; সুতরাং খালেসার সংখ্যা অত্যল্প ছিল।

শাহজাদার শাসন কালে বঙ্গ দেশের রাজস্ব হইতে সৈন্য-ব্যয় সঙ্কুলন হইত না বলিয়া অন্যান্য সুবার সাহায্যে বাঙ্গলার আর্থিক অভাব মোচন করিতে হইত। কার তলব খাঁ বাঙ্গলার মনসবদারগণের জায়গীর সম্বন্ধে উড়িষ্যাতে (নির্দ্ধারণ করিবার জন্য) আবেদন প্রেরণ করিলেন তাঁহার আবেদন গৃহীত হইয়া স্বাক্ষরদ্বারা সুশোভিত হইল। তখন তিনি কেবল মাত্র নেজামত ও দেওয়ানি জায়গীর বঙ্গদেশে বহাল রাখিয়া অন্যান্য জায়গীরদারদিগকে তাঁহাদের বেতনের পরিবর্ত্তে উড়িষ্যার পতিত ও অনুর্ব্বর প্রদেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বঙ্গদেশের আয় জমিদার ও জায়গীরদারগণের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া রাজকোষ স্ফীত করিয়া তুলিলেন এবং ব্যয় হ্রাস করিয়া বর্ষে বর্ষে সুবার আয় বৃদ্ধি করতঃ সম্রাটের একান্ত প্রীতিভাজন হইতে লাগিলেন।

আজিম ওশ্মান বাঙ্গলার রাজস্ব বিষয়ে আপন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; বাদশাহের দরবারে কার তলব খাঁর সুখ্যাতি হইতেছে দেখিয়া তাঁহার কমলহৃদয় কণ্টকাবিদ্ধ হইল; তাঁহার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি কার তলব খাঁকে পৃথিবী হইতে অপসৃত করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া যেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে প্রকাশ্য ভাবে দুর্নামগ্রস্ত হইতে না হয় তাহা অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার মনোভিলাষ সিদ্ধ হইল না। এই সময় জাহাঙ্গীরনগরে সম্রাটের পুরাতন নগদাই ভৃত্যগণ অবস্থান করিত; তাহারা জনাধিক্যে গৌরবান্বিত ছিল, তাহারা নাজিম ও দেওয়ানের নিকটেই নতশির হইত না, তা আর অন্য কাহাকে গণ্য করিবে? তাহারা অস্ত্রচালনায় কাহাকেও আপনাদের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচনা করিত না এবং যুদ্ধনিপুণ বলিয়া বালবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে জন-সাধারণের নিকট খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। অবশেষে আজিম ওশ্মান ইহাদিগকে পদোন্নত ও উপঢৌকনাদি প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়া দলপতি আবদুল ওয়াহেদকে প্রলুব্ধ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, "তোমরা সুযোগ ক্রমে স্ব স্ব

বেতন ও বৃত্তি আদায় করিবার ব্যপদেশে কার তলব খাঁকে বেষ্টন করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিবে। "দুরন্ত নগদাইগণ শাহজাদার পরামর্শানুসারে দেওয়ানের প্রাণ নাশ করিবার জন্য সুযোগের অনুসন্ধানে রহিল। কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই সতর্কভাবে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে গমনাগমন করিতেন; এমন কি দরবারে উপস্থিত হইবার সময়ও তিনি যথোচিত সতর্ক থাকিতেন। একদা প্রত্যুষে তিনি শাহজাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন; এমন সময় দস্যুপ্রকৃতি নগদাই ভৃত্যগণ তাহাদের প্রাপ্য বেতন ও বৃত্তি আদায় করিবার ব্যপদেশে তাঁহাকে অকস্মাৎ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। কিন্তু দেওয়ান বাহাদুর বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। তিনি অবধারণ করিলেন যে শাহজাদাই এই বিপদের মূল, এজন্য ক্রোধভরে তথায় গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কোন রূপ সম্মান প্রদর্শন না করিয়াই তরবারি হস্তে তাঁহার জানুর সঙ্গে আপন জানু স্পর্শ করতঃ উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি এসকল কার্য্যের মূল, আপনি অন্তরের বিদ্বেষ বহ্নি নির্ব্বাণ করুন, নতুবা আপনার অথবা আমার প্রাণ নাশ ঘটিবে।" এতৎ বাক্য শ্রবণে শাহজাদা পরিত্রাণ উপায় না দেখিয়া ক্রোধকম্পিতকলেবরে আবদুল ওয়াহেদকে সদলে আহ্বান করতঃ তাহাদিগকে বিপদ ও ষড়যন্ত্র হইতে বিরত থাকিতে আদেশ করিলেন। তৎপর তিনি নম্রভাবে দেওয়ানের মনোরক্ষার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কার তলব খাঁ শত্রুর ষড়যন্ত্র হইতে পরিত্রাণ লাভ করতঃ সদর কাচারীতে উপনীত হইলেন এবং ওয়াহেদ দলের হিসাব নিকাশ অন্তে তাহাদের প্রাপ্য বেতন জমিদারবর্গকে প্রদান করিতে আদেশ করিয়া তাহাদিগকে কার্য্য হইতে অপসৃত করিলেন। অতঃপর তিনি এতদ্বিবরণ সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিয়া শাহজাদার অসদ্ব্যবহারের জন্য তাঁহার নিকট যাতায়াত করা ক্ষান্ত করতঃ দূরবর্ত্তী স্থানে বাস করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এজন্য তিনি বহু চিন্তা ও পরামর্শ করিয়া মুখসুসাবাদ নামক স্থানে অবস্থান করা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। মুখসুসাবাদ সমগ্র বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থলবর্ত্তী; সুতরাং তথা হইতে চতুঃপার্শ্বের তত্ত্বাবধান করা সহজ সাধ্য হইবে বিবেচনা করিয়াই তিনি পূর্ব্বোক্ত রূপ অবধারণ করিলেন। কার তলব খাঁ শাহজাদার বিনা অনুমতিতেই জমিদার, কাননগু, আমলা ও খালেসা বিভাগের কর্ম্মচারী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে মুখসুসাবাদে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সম্রাট আওরঙ্গজীব শাহজাদার অসদাচরণের বৃত্তান্ত সংবাদ-পত্রে ও কার-তলব খাঁর এত্তালায় অবগত হইয়া নিম্নলিখিত আদেশ প্রেরণ করিলেন। "কার তলব খাঁ বাদশাহের কর্ম্মচারী; যদি তাঁহার প্রাণ-নাশ ও ধনেরলাঘব বিন্দু পরিমাণেও সংসাধিত হয়, তাহা হইলে তোমাকে তাহার প্রতিশোধ দিতে হইবে। এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্র তুমি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিহার প্রদেশে বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিবে।" শাহজাদা সের বলন্দ খাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে ফরক শিয়রকে প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া করিম উদ্দীন ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণসহ বঙ্গদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুঙ্গের গমন করিলেন। কিন্তু শাহ সুজার মর্ম্মর-প্রস্তর-গ্রথিত প্রাসাদ ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে এবং উহা সংস্কার করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন দেখিয়া তিনি গঙ্গার তটবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর পাটনা নগরীতে বাস করা নির্দ্ধারণ করিলেন। তৎপর শাহজাদা সম্রাটের আদেশ ক্রমে স্বনামে আজিমাবাদ নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় দুর্গ ও প্রাচীর নির্ম্মাণ করিলেন।

কার তলব খাঁ মুখসুসাবাদে এক বৎসর অবস্থান করিয়া সাড়ম্বরে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। এজন্য তিনি সেরেস্তার কাগজ আমদানী, ওয়াশীল বাকী ও জমা খরচ ইত্যাদি সুশৃঙ্খলভাবে প্রস্তুত করিয়া বাঙ্গালা সুবার কাননগু দর্পনারায়ণকে স্বাক্ষর করিতে বলিলেন; কারণ রাজস্ব ও শাসন সম্পর্কীয় কাগজ কাননগুর স্বাক্ষর ভিন্ন বাদশাহের সেরেস্তায় গৃহীত হইত না। কিন্তু দর্পনারায়ণ পরিণাম চিন্তা না করিয়া সবিশেষ প্রলোভনে পতিত হইলেন এবং স্বাক্ষর করিতে বিলম্ব করিয়া রসুমের বাবদ তিন লক্ষ টাকা দাবী করিলেন। দেওয়ান বাহাদুর সম্রাটের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেও তিনি স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু তাঁহার সতীর্থ ও জয়নারায়ণ কাননগু পরিণাম চিন্তা করিয়া স্বাক্ষর করিতে বিলম্ব করিলেন না। যদিচ শাহজাদা তাঁহার বিরুদ্ধাচারী ছিলেন, তথাপি কার তলব খাঁ দর্পনারায়ণের স্বাক্ষর না থাকার জন্য চিন্তিত হইলেন না, এবং সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। তিনি দরবারে উপনীত হইয়া বঙ্গদেশজাত উৎকৃষ্ট দ্রব্য সম্রাট্ ও মন্ত্রিবর্গকে উপঢৌকন ও বহুসংখ্যক ধন রাজকোষে প্রদান করিলেন। তৎপর সেরেস্তায় কাগজ দাখিল করিলে তিনি সম্রাটের প্রশংসা ও বিশ্বাসভাজন হইলেন।

বাদশাহ আওরঙ্গজীব তাঁহাকে শাহজাদার প্রতিনিধিস্বরূপ বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা সুবার নিজামতিপদে নিযুক্ত এবং মুর্শিদকুলি খাঁ উপাধি, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ এবং নিশান ও নাকারা প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করিলেন।

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ।

দিল্লীর সম্রাট্ বাঙ্গলার নবাবীপদে প্রতিনিধিরূপে এবং সুবে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার দেওয়ানি পদে স্থায়ী রূপে পূর্ব্ব নিয়মানুসারে মুর্শিদ কুলি খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ আপন পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথমেই বাঙ্গলার দেওয়ানি কার্য্যের ভার সৈয়দ একরম খাঁর হস্তে এবং উড়িষ্যার শাসন কার্য্যের ভার জামাতা মহম্মদ খাঁর হস্তে অর্পণ করিলেন। তৎপর তিনি মুখ্‌সুদাবাদে উপনীত হইলেন এবং উহাকে আপন নামানুসারে মুর্শিদাবাদ আখ্যা প্রদান করিয়া তথায় টাকশাল নির্ম্মাণ করিলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ মেদিনীপুর চাক্‌লাকে উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাঙ্গলার অধীন করিলেন।

মুর্শিদ কুলি খাঁ বাঙ্গলার প্রাচীন জমীদারবর্গকে পদচ্যুত অথবা কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের পরিবর্ত্তে বিশ্বাসী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে বাঙ্গলার মহাল সমূহের ভার অর্পণ এবং মপস্বলের সমগ্র আয় ক্রোক করতঃ রাজস্ব সদরে পাঠাইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। তৎপর তিনি আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব প্রস্তুতের ভার জমিদারবর্গের হস্ত হইতে তুলিয়া লইয়া তাঁহাদের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নানকর নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আদেশানুসারে রাজপুরুষগণ বাঙ্গলার প্রত্যেক গ্রামে ও পরগণাতে শীকদার এবং আমিন প্রেরণ করিলেন। এই সকল রাজকর্ম্মচারী সমস্ত ভূমি পরিমাপ দ্বারা পতিত ও আবাদী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রজাবর্গের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন এবং দরিদ্র প্রজাগণকে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই চেষ্টার ফলে দেশের উৎপাদিকা শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই সময় মুর্শিদ কুলি খাঁ আদায় তহশীল সম্বন্ধীয় হিসাব রীতিমত প্রস্তুত করিয়া রাজকরস্বরূপ প্রত্যেক ঋতুতে শস্য গ্রহণের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন। এতদ্ব্যতীত এক দিকে বাণিজ্য দ্রব্যের ও শস্যের শুল্ক বৃদ্ধি ও অন্য দিকে ব্যয় হ্রাস করিয়া রাজকোষে দ্বিগুণ অর্থ সঞ্চিত করিলেন।

কিন্তু বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের জমিদারদ্বয় দুরতিক্রম্য পাহাড় ও বন ইত্যাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন বলিয়া, স্বয়ং মুর্শিদাবাদ দরবারে উপস্থিত না হইয়া প্রতিনিধি-নিয়োগ দ্বারা রাজকার্য্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের মীমাংসা এবং নির্দ্ধারিত উপঢৌকন ও নজর এবং রাজাজ্ঞানুসারে অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতেন। বীরভূমের জমিদার আসাদুল্যা খাঁ এক জন সংসারানাসক্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন; তাঁহার সম্পত্তির আয়ের অর্দ্ধাংশ বিদ্বান্, ধাম্মিক ও উদাসীনের সেবার জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার গৃহে গরিব দুঃখীর দৈনিক আহারের বন্দোবস্ত ছিল। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ উল্লিখিত কারণে বীরভূমের জমিদারকে এবং বিষ্ণুপুরের রাজস্বের অল্পতা ও শাসন সংরক্ষণের ব্যয়ের আধিক্য বশতঃ তত্রত্য অধিপতিকে আক্রমণ করিলেন না। (১)

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর বাঙ্গলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় ত্রিপুরা, কোচবিহার ও আসাম প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গ দিল্লীর অধীনতা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্ব স্ব নামে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করিয়া আপনাদিগকে স্বাধীন রাজা বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন। আসামের রাজা মুর্শিদ কুলি খাঁর প্রভুত্বের বিষয় অবগত হইয়া গজদন্ত বিনির্ম্মিত আসন ও পাল্কী, লৌহবর্ম্ম, কোমরবন্ধ মৃগনাভি কস্তুরি এবং ময়ূরপুচ্ছ বিনির্ম্মিত পাখা প্রভৃতি নানাবিধ অত্যুত্তম দ্রব্য উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কোচবিহারের ভূপ বাহাদুর এবং ত্রিপুরাধিপতি-ও নবাবকে নজর এবং উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ এই সকল উপঢৌকন প্রাপ্তি হেতু প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে খেলাৎ প্রদান করিলেন। এই ভাবে পরস্পর উপঢৌকন প্রেরণ ও খেলাৎ প্রদানের নিয়ম প্রতি বৎসরই প্রতিপালিত হইত।

---

[১] আমরা এই স্থানের অনুবাদকালে ষ্টুয়ার্ট সাহেব কৃত বাঙ্গালা ইতিহাসের অনুবর্ত্তী হইয়াছি। মূলানুযায়ী আক্ষরিক অনুবাদ প্রদান করিতেছি। "মুর্শিদ কুলি খাঁ বীরভূমের জমিদার আসাদুল্লা খাঁ যিনি স্বাধীন প্রকৃতি ও সংসারারণসক্ত ছিলেন এবং নিজের সম্পত্তির অর্দ্ধেকাংশ বিদ্বান্, সন্ন্যাসী ও ধার্ম্মিকগণের জন্য দান করিয়াছিলেন এবং গরিব দুঃখীর জন্য দৈনিক আহারের নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহাকে সমূলে ধ্বংস করিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া দেশের আয়ের ন্যূনতার ও যুদ্ধ ব্যয়ের আধিক্যের দরুণ বিষ্ণুপুরের অধিপতিকে তাঁহার অসদ্ব্যবহারের জন্য প্রতিকার করার কারণ হইলেন।" এই অর্থ সুসংগত নহে। এসিয়াটিক সোসাইটিকর্ত্তৃক প্রকাশিত রিয়াজের সম্পাদক বলেন যে, এই স্থানে মূলে কোন শব্দ পড়িয়া গিয়াছে।

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ এইরূপে বাঙ্গলার মহাল সমূহের বন্দোবস্ত করিয়া দেশের শাসন সংরক্ষণ কার্য্যে মানোনিবেশ করিলেন। তাঁহার শাসন কালে শত্রুগণকর্ত্তৃক কোন প্রকার গোলযোগ সংঘটিত হইতে পারে নাই। এই সময় সৈন্য ও ছেবন্দি সম্পর্কীয় কোন প্রকার ব্যয় নির্দ্ধারিত ছিল না। কেবল মাত্র দুই সহস্র অশ্বারোহী ও চারি সহস্র পদাতিক সিপাহী রাজ্য শাসনার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। আহম্মদ (নামক এক জন মুসলমান) অতি সামান্য প্যাদার পদে নিযুক্ত হইয়া (নবাব সরকারে প্রবেশ করতঃ ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া) নাজিরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই নাজির আহম্মদ বাঙ্গলার রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিত, নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর এত দুর প্রবল প্রতাপ ও প্রভূত ক্ষমতা ছিল যে রাজ্য-শাসন ও বিদ্রোহ দমন জন্য একজন প্যাদাই যথেষ্ট ছিল। নবাবের প্রবল প্রতাপ, কি ছোট কি বড়, সকলকেই এমনভাবে অভিভূত করিয়া ছিল যে, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে বীরপুরুষের হৃদয়ও ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার তাঁহার দরবারে স্থান পাইতেন না। তাঁহার সম্মুখে উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও সৈনিক পুরুষ এবং জমিদার-গণের উপবেশন করিবার অধিকার ছিল না—সকলেই কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান থাকিতেন। জমিদার ও ধনাঢ্য হিন্দুর পাল্কীতে আরোহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহারা জওলা নামক শকটে আরোহণ করিতেন। রাজপুরুষগণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নবাবের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেন। উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ সৈনিকপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজ-দরবারে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার সম্মুখে কেহ অন্য কাহাকেও সম্ভাষণ করিতে পারিত না। কেহ উল্লিখিত নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করিলে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করা হইত। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ সপ্তাহে দুই দিন ফরিয়াদিগণের অভিযোগ গ্রহণ এবং অপরাধিগণের বিচার করিতেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ অত্যন্ত ন্যায়-বিচারক ছিলেন। তাঁহার সুবিচার সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে; এমন কি একদা কোন গুরুতর অপরাধে তদীয় পুত্র অভিযুক্ত হইলেও, শাস্ত্রের বিধান অন্যথা না করিয়া, তিনি তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন। বিচার, রাজ্যশাসন ও রাজনীতির অনুসরণে তিনি কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিবার আশঙ্কায়, ন্যায়পথ অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কুলি খাঁ শাসনকর্ত্তাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস

করিতেন না। আয় ব্যয় এবং ওয়াশীল বাকীর হিসাব তিনি প্রত্যহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আপন নাম স্বাক্ষর করিতেন। মাসান্তে খালেসা ও জায়গিরের রাজস্ব আদায় করিবার নিয়ম ছিল। নবাব এই সকল রাজস্ব রাজকোষে দাখিল না হইলে জমিদার, কাননগু ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে চেহাল ছতুন নামক দেওয়ান খানায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন; এবং কঠোর স্বভাব তহশীলদারদিগকে রাজস্ব আদায় করিবার জন্য নিযুক্ত করিতেন। অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণ আহার ও জল পান এবং মল মূত্র পরিত্যাগ করিবার অবসর পাইতেন না। তহশীলদারগণ লোভ-বশতঃ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তৃষ্ণাতুরদিগকে জলপান করিতে দিতে পারে, এই আশঙ্কায় নবাব তাঁহাদের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণ জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিতেন। এমন কি রাজস্ব আদায় না হইলে, আবদ্ধ ব্যক্তিদিগকে সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে হইত। ইহাতেও রাজস্ব আদায় না হইলে মুর্শিদ কুলি খাঁ জমিদার-গণকে সেপায়া নামক কাষ্ঠযন্ত্রে উল্টাভাবে লট্‌কাইয়া পদতলে পাথর ঘষিয়া চর্ম্ম তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতেন। এতদ্ভিন্ন বেত্রাঘাত ও লগুড়াঘাতেরও ত্রুটি ছিল না। যে সকল জমিদার কর্ম্মচারী রাজস্ব আত্মসাৎ করিয়া লগুড়াঘাত সত্ত্বেও উহা পরিশোধ করিতেন না, তাঁহারা কুলি খাঁ কর্ত্তৃক সপরিবারে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেন। রাজা উদয় নারায়ণ হিন্দুস্থানে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া-ছিলেন; তিনি একজন উপযুক্ত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ও রাজসাহী চাকলার অধিপতি ছিলেন। খালেসা রাজস্ব আদায়ের ভার তাঁহার উপর অর্পিত ছিল। উদয় নারায়ণ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া বিদ্রোহ অবলম্বন করিলেন। গোলাম মহম্মদ ও কালিয়া জমাদার দুইশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ তাঁহার অধীনে ছিলেন। তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে, মুর্শিদ কুলি খাঁ মহম্মদজান নামক তাঁহার জনৈক অনুচরকে বিদ্রোহ দমন জন্য প্রেরণ করিলেন। রাজ প্রাসাদের সন্নিকটে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে গোলাম মহম্মদ শত্রু হস্তে নিহত হইলেন। তৎপর উদয় নারায়ণ মুর্শিদ কুলি খাঁর ভয়ে আত্মহত্যা করিলেন। গঙ্গার অপর তীরবর্ত্তী জমিদার রামজীবন ও কালু কুওঁর নিয়মিত রূপে রাজস্ব পরিশোধ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া রাজসাহী চাকলা প্রাপ্ত হইলেন।

বৎসরের প্রারম্ভে শুভ পুণ্যাহান্তে, মুর্শিদ কুলি খাঁ দুইশত শকটপূর্ণ করিয়া এক কোটী তিন লক্ষ মুদ্রা ছয়শত অশ্বারোহী ও পাঁচ শত পদাতিক বরকন্দাজ

দ্বারা দিল্লীতে করস্বরূপ প্রেরণ করিতেন। তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্ট হস্তী, টাঙ্গন জাতীয় অশ্ব, পোষা হরিণ ও শিকারী পক্ষী, ঢাকাই মসলিন, শ্রীহট্ট দেশীয় গণ্ডার চর্ম্ম নির্ম্মিত ঢাল, শীতল পাটী (যাহার উপর দিয়া সর্প ও চলিতে পারে না), গঙ্গাজলি মশারি, গজদন্ত, মৃগনাভি কস্তুরি ও ইউরোপীয় নানাবিধ দ্রব্য সময় সময় দিল্লীর দরবারে পাঠাইতেন। রাজস্ব প্রেরণের সময় প্রহরী বরকন্দাজদের সঙ্গে নবাব স্বয়ং রাজধানীর প্রান্ত (ঝিনাই দহ) পর্য্যন্ত গমন করিতেন। রাজস্বপূর্ণ শকট যখন যে সুবায় পৌঁছিত তখন তাহার সুবাদার সৈন্য প্রেরণ করিয়া মুদ্রাপূর্ণ শকট দুর্গ মধ্যে আনয়ন করিতেন। তৎপর তিনি এই সকল শকট পরিবর্ত্তন এবং রাজমুদ্রা অন্য শকটে পূর্ণ করিয়া নূতন পথপ্রদর্শকসহ দিল্লী অভিমুখে প্রেরণ করিতেন। রাজস্ব ও উপঢৌকন দ্রব্যাদি সম্রাটের নিকট যেন নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিতে পারে তজ্জন্য প্রত্যেক সুবাদারকর্ত্তৃক এই প্রকার উপায় অবলম্বিত হইত। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর ব্যবহার ও কার্য্য প্রণালীতে বাদশাহ আওরঙ্গজীব প্রীতিলাভ করাতে তিনি তাঁহার একান্ত অনুগ্রহ ভাজন হইয়া বহু উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে মুতমন উল্‌মল্‌ক আলাদ্দৌলা জাফর খাঁ নসিরী নসরৎজঙ্গ উপাধিতে ভূষিত ও সাত সহস্র সৈন্যের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া প্রধান আমীরগণের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর সঙ্গে মন্ত্রণা না করিয়া সম্রাট কাহাকেও বঙ্গদেশের কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন না। দিল্লীর উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ বঙ্গদেশকে কণ্টকবিহীন উদ্যান তুল্য জ্ঞান করিয়া তথায় নিযুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ যাঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিতেন সম্রাটের নিকট আবেদন করিয়া তাঁহাকেই বঙ্গদেশে আনয়ন করিতেন। এই ভাবে নবাব সায়ফ খাঁ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত (এ ব্যক্তির বিষয় পুস্তকের প্রথমে বলা হইয়াছে) ব্যক্তি দিল্লীর রাজদরবার হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। নবাব সায়ফ খাঁ নবাব মহবৎ জঙ্গের (আলিবর্দ্দী খাঁ) রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। নবাব সায়ফ খাঁ অতি উচ্চবংশোদ্ভব ছিলেন বলিয়া কখনও নবাব মহবৎ জঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। যদি কখনও নবাব মহবৎ জঙ্গ শিকার অথবা ভ্রমণ উপলক্ষে সায়ফ খাঁর আবাসস্থলাভিমুখী হইতেন তাহা হইলে তিনি সসৈন্যে তাঁহার পথ অবরোধ করিতেন। কিন্তু আবশ্যক হইলে নবাবকে উপযুক্ত সৈন্য দ্বারা

সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।] সায়ফ খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জাফর খাঁ বাহাদুর পূর্ণিয়া ও তদন্তর্গত স্থানের কর্তৃত্ব ভারপ্রাপ্ত হন।— নবাব মহবৎ জঙ্গ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নবাব সৈয়দ আহম্মদ খাঁর কন্যাকে খাঁ বাহাদুরের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করেন। কিন্তু বিবাহের চতুর্থ দিবসে নবাব পৌত্রীর মৃত্যু হওয়াতে নবাব মহবৎ জঙ্গ খাঁ বাহাদুরের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখেন। বাহাদুর অনন্যগতি হইয়া অশ্বারোহণে শাজাহানাবাদে পলায়ন করেন। অতঃপর নবাব মহবৎ জঙ্গ সওরৎ জঙ্গকে পূর্ণিয়া সমর্পণ করেন। সওরৎ জঙ্গ উপযুক্ত সৈন্যসহ তথায় অবস্থান এবং শাসন কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক সম্ভ্রান্ত লোকের ন্যায় কালাতিপাত করিতে থাকেন। সওরৎ জঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সওকৎ জঙ্গ তৎস্থলাভিষিক্ত হন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা সওকৎ জঙ্গের ভ্রাতা অর্থাৎ পিতৃব্য পুত্র ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সওকৎ জঙ্গকে বধ করেন; এবং দেওয়ান মোহন লালকে প্রেরণ করিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম; ঘোড়া কোথায় ছিল এবং কোথায় তাহাকে দৌড়াইয়া আনিলাম। মুর্শিদ কুলি খাঁর দেওয়ানী আমলে কাননগু দর্পনারায়ণ কাগজে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া মুর্শিদ কুলি খাঁ তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য যত্নবান্ ছিলেন। সমস্ত সেরেস্তার হিসাব পরীক্ষা করাই কাননগুর কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল বলিয়া তাঁহার স্বাক্ষর ব্যতীত সুবার কাগজ দিল্লীর দেওয়ানগণকর্ত্তৃক গৃহীত হইত না। তিনি দুর্নামগ্রস্ত হইবার ভয়ে কৌশল অবলম্বন জন্য দর্পনারায়ণের পদোন্নতি বিধান করিয়া তাঁহাকে খালেসার কার্য্যভার অর্পণ করিয়া সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন। দেওয়ান ভূপতি রায় মুর্শিদ কুলি খাঁর সঙ্গে দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র গোলাব রায় রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া নবাব কুলি খাঁ পেস্কার খালেসার পদ দর্পনারায়ণকে সমর্পণ করিলেন। রাজস্ব সংগ্রহ ও তৎসংক্রান্ত হিসাব পরীক্ষা এবং রাজস্ব ও শাসন সম্পর্কীয় অন্যান্য কার্য্য সম্পাদন জন্যও দর্পনারায়ণ নিযুক্ত হইলেন। তিনি দক্ষতার সহিত খালেসার হিসাব শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আদায় করিলেন; প্রত্যেক কার্য্যে ব্যয়হ্রাস ও রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন। কিন্তু নবাব

মুর্শিদ কুলি খাঁ ক্রমশঃ তাঁহার ক্ষমতা হ্রাসকরিলেন। এবং অবশেষে রাজস্ব সম্বন্ধীয় হিসাব তলব করতঃ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া [illegible] হায় বহু ক্লেশ দিয়া বধ করিলেন। তৎপর মুর্শিদ কুলি খাঁ কানুনগুর পদ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দশ আনা অংশ দর্পনারায়ণের পুত্র শিবনারায়ণকে ও ছয় আনা অংশ জয়-নারায়ণকে অর্পণ করিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ যখন বাঙ্গলার নিকাশী হিসাব সহ দিল্লী যাত্রা করেন তখন এই জয়নারায়ণই উহাতে স্বাক্ষর করিয়া নবাবের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

জিয়াউদ্দিন খাঁ হুগলির স্বাধীন ফৌজদার ছিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ হুগলির ফৌজদারকে আপন কর্ত্তৃত্বাধীনে আনয়ন করিয়া জিয়া খাঁকে পদচ্যুত করতঃ অলীবেগ নামক জনৈক ব্যক্তিকে তৎস্থলাভিষিক্ত করিলেন। অলীবেগ হুগলিতে উপনীত হইলে জিয়া খাঁ দিল্লী যাত্রার উদ্দেশে দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন।

কঙ্করসেন নামক জনৈক বাঙ্গালী জিয়া খাঁর পেস্কারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। অলীবেগ কঙ্করসেন প্রভৃতি কর্ম্মচারিবৃন্দকে রাজস্ব সংক্রান্ত অন্যান্য সেরেস্তার কাগজসহ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। কিন্তু জিয়া খাঁ কঙ্করসেনের সাহায্য করাতে অলীবেগ দিল্লী গমনের পথ অবরোধ করিলেন। উভয় পক্ষ মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। জিয়া খাঁ ইংরেজ ওলন্দাজ ও ফরাসী বণিকের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন; এবং চন্দন নগরে ফরাসডাঙ্গা ও চুঁচুড়ার মধ্যস্থলে শিবির সংস্থাপন করিয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অলীবেগ এই বিদ্রোহের সংবাদ মুর্শিদ কুলি খাঁর নিকট প্রেরণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং জিয়া খাঁর শিবির হইতে দেড় ক্রোশ দূরে দেবী দাসের পুখুরের ধারে ইদগা নামক স্থানে সসৈন্যে শিবির সংস্থাপন করিলেন। পদচ্যুত ফৌজদার ও নবনিযুক্ত ফৌজদার উভয়েই পরস্পরের গতিবিধি [illegible] করিতে লাগিলেন। জিয়া খাঁর প্রতিনিধি মোল্লা তরসম তুরাণী [illegible] ওলন্দাজ ফরাসীদিগের নিকট হইতে গোপনে অস্ত্র ও গোলা সংগ্রহ [illegible] সজ্জার প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন। অলীবেগ নবাবের সাহায্যের [illegible] বিপক্ষের সৈন্য আক্রমণে বিরত থাকিয়া কেবলমাত্র আত্মরক্ষায় নিযুক্ত [illegible] এমন সময় দলিপ সিংহ হাজারি নবাবের পক্ষ হইতে বহুসংখ্যক [illegible] পদাতিক সৈন্যসহ অলীবেগের সাহায্যার্থ আগমন করিলেন। দলিপ সিংহ ইংরেজদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন।

জিয়া খাঁ ইংরেজের মন্ত্রণাক্রমে বিপক্ষকে অসতর্ক ও অসাবধান করিবার অভিসন্ধিতে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। জিয়া খাঁ তাঁহার প্রতিনিধি দ্বারা এক খানি পত্র দলিপ সিংহকে অতি প্রত্যুষে প্রেরণ করিলেন। পত্র খানি দলিপ সিংহের হস্তে প্রদান করিবার জন্য পত্র বাহককে বারম্বার সতর্ক করিয়া দিলেন। পত্রবাহককে চিহ্নিত করিবার জন্য তাহার মস্তকে লাল শালের পাগড়ী বান্ধিয়া দিয়া তৎপ্রতি দূরবীক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য রাখা হইল। একটী সুবৃহৎ কামান বারুদ ও গোলাতে পূর্ণ করিয়া শত্রু শিবিরাভিমুখে সংস্থাপিত করা হইল। কামান দাগিবার ভার একজন ইংরেজ গোলন্দাজ গ্রহণ করিল। এই কামানের লক্ষ্য সুদূরগামী ছিল; এমন কি দেড় ক্রোশ দূরস্থিত বস্তুর প্রতি সন্ধান করিলেও তাহা ব্যর্থ হইত না। এবং ভারপ্রাপ্ত ইংরেজও একজন উৎকৃষ্ট গোলন্দাজ বলিয়া পরিগণিত ছিল, কখনও তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইত না। দলিপ সিংহ স্নান করিবার জন্য মস্তকে ও শরীরে তৈল মর্দ্দন করিতেছিলেন; এমন সময় জিয়া খাঁর পত্রবাহক তথায় উপনীত হইয়া তাঁহার হস্তে পত্র প্রদান করিলেন। তৎ-ক্ষণাৎ জিয়া খাঁর গোলন্দাজ লাল শাল লক্ষ্য রাখিয়া তোপধ্বনি করিল। নিক্ষিপ্ত গোলা দলিপ সিংহের জানুদেশে পতিত হইল, তাঁহার মৃতদেহ বাতাসে উড়িয়া গেল; কিন্তু পত্রবাহকের একগাছি কেশও স্পর্শ করিল না। এজন্য সেই অব্যর্থ সন্ধানী গোলন্দাজকে ধন্যবাদ! জিয়া খাঁ গোলন্দাজকে পুরস্কৃত করিয়া শত্রু সৈন্য আক্রমন করিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষের এই প্রকার আকস্মিক মৃত্যুতে নবাব সৈন্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল এবং সেনাগণ নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অলীবেগ তথা হইতে পলায়ন করিবার অভিপ্রায়ে দুর্গ মধ্যে ভয়ব্যাকুলচিত্তে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর জিয়া খাঁ অসন্দিগ্ধ-চিত্তে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিল্লীতে উপনীত হইবার পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। জিয়া খাঁর দেহান্তর হইলে এই বিবাদের মূলাধার হুগলী নিবাসী কঙ্করসেন দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মুর্শিদাবাদে গমন করিলেন এবং নিঃশঙ্ক চিত্তে মুর্শিদ কুলি খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। কঙ্করসেন রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া বামহস্ত দ্বারা মুর্শিদ কুলি খাঁকে অভিবাদন করিলেন। কঙ্করসেন বলিলেন "যে হস্ত দ্বারা বাদশাহকে অভিবাদন করিয়াছি সে হস্ত দ্বারা অন্য কাহাকেও অভিবাদন করা লজ্জাস্কর।" নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ প্রত্যুত্তরে বলিলেন

"কঙ্কর (১) বিনামার নীচে থাকে।" নবাব তাহার পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অসদ্ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু বাহ্যিক প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া হুগলীর চাকলাদারের অধীনে নিযুক্ত করিলেন। কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলেই নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ স[illegible]নামির সময় রাজস্ব তলব; করিয়া কঙ্কর সেনকে বাগুরাবদ্ধ মার্জ্জারের ন্যায় কারারুদ্ধ করিলেন ও বলপূর্ব্বক তাহাকে বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া কঠোর স্বভাব প্রহরীগণের তত্ত্বাবধানে রাখিলেন। কঙ্কর পরিধেয় বস্ত্র মধ্যে বারম্বার মলত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে তদবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

এই সময় বাঙ্গলার দেওয়ান সৈয়দ একরম খাঁ পরলোক গমন করিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ আপন দৌহিত্রীর (উড়িষ্যার নায়েব নাজিম সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁর কন্যা নফিসার খানম) স্বামী সৈয়দ বর্জ্জিউদ্দিন খাঁকে বাঙ্গলার দেওয়ানি পদে অভিষিক্ত করিলেন। বর্জ্জি খাঁ একান্ত দুর্ব্বিনীত, পক্ষপাতী ও নির্ম্মম হৃদয় ছিলেন। তিনি বাঙ্গলার রাজস্ব সংগ্রহ জন্য অত্যন্ত কঠোর উপায় অবলম্বন করিতেন। বর্জ্জি খাঁ একটী গর্ত্ত মলাদি যাবতীয় দুর্গন্ধ পদার্থে পূর্ণ করিয়া উহাকে বৈকুণ্ঠ আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। যে সকল জমিদার ও রাজকর্ম্মচারী নানাবিধ কঠোর অত্যাচারেও রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিতেন না তাঁহাদিগকে এই বৈকুণ্ঠে নিক্ষেপ করা হইত। এই প্রকার কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়া বর্জ্জি খাঁ বাঙ্গলার রাজস্ব সমস্তই আদায় করিতেন।

এই বৎসরই মুর্শিদ কুলি খাঁ মহম্মদাবাদ সরকারের অন্তর্গত ভূষণা চাকলার ফৌজদার মির আবুতুরাবের মৃত্যু ও জমিদার সীতারাম রায়ের বিদ্রোহের সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ভূষণার জমিদার সীতারাম রায় দুরতিক্রম্য বন ও নদীদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় বিদ্রোহের নিশান উড্ডীয়মান করিলেন। তিনি নবাবের কর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং আপন অধিকারভুক্ত স্থানে তাহাদের প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। অনন্তর সীতারাম রায় ভূষণার নিকটবর্ত্তী নানাস্থান লুণ্ঠন করিয়া থানাদার ও ফৌজদারদের উপর বিবিধ প্রকারে উৎপাত ও দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। ভূষণার ফৌজদার সৈয়দ বংশজ মির আবুতুরাব শাহজাদা আজিম ওস্মান ও তৈমুর বংশীয় সম্রাট-

[১] হিন্দী ভাষায় ছোট ছোট পাথরকে কঙ্কর বলে।

গণের অন্তরঙ্গ কুটুম্ব এবং বিদ্যা বুদ্ধিতে তৎকালে একজন আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন। এজন্য তিনি মুর্শিদ কুলি খাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিতেন না। মির আবুতুরাব সীতারামকে ধৃত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে পীর খাঁ জমাদারকে দুইশত সৈন্যসহ তাঁহাকে দমন করিবার জন্য নিয়োজিত করিলেন। সীতারাম এই সংবাদ অবগত হইয়া বহু সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং তাঁহাকে বধ করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন একদা আবুতুরাব মৃগয়া উপলক্ষে অল্পসংখ্যক পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে সীতারাম রায়ের অধিকৃত স্থানে উপনীত হইলেন। এই উপলক্ষে পীর খাঁ জমাদার তাঁহার সঙ্গে আগমন করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া সীতারাম রায় সসৈন্যে পশ্চাদ্বর্ত্তী বন হইতে বহির্গত হইলেন এবং পীর খাঁ ভ্রমে মিরকে আক্রমণ করিলেন। মিরতুরাব উচ্চৈঃস্বরে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন; কিন্তু সৈন্যগণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া লাঠির আঘাতে তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিল। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ এই সংবাদ শ্রবণ করিলে বাদশাহের অপ্রীতি ভাজন হইবার আশঙ্কায় তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। মুর্শিদকুলি খাঁ শ্যালিপতি হাসনআলি খাঁকে ভূষনার চাক্‌লাদারের পদে মনোনীত করিয়া উপযুক্ত সৈন্য সহ সীতারাম রায়কে ধৃত করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সীতারাম রায়কে বহির্গত হইবার সুযোগ প্রদান করিতে নিষেধ করিয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জমিদারবর্গকে আদেশ করিলেন যে যাঁহার অধিকৃত স্থান দিয়া সীতারাম পলায়ন করিবেন তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইবে। জমিদারগণ সীতারামকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। হাসন আলী খাঁ স্ত্রী, পুত্র ও সাহায্যকারী অন্যান্য পরিজনসহ সীতারামকে ধৃত করিলেন এবং তাঁহার হস্ত পদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া মুর্শিদ কুলি খাঁর নিকট প্রেরণ করিলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ সীতারাম রায়ের মুখ চর্ম্মাচ্ছাদিত করিয়া ঢাকা ও মহম্মদাবাদের রাজপথে তাঁহাকে শূলে দিলেন এবং স্ত্রী, পুত্র পরিজনদিগকে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ প্রদান করিলেন। সীতারাম রায়ের পরিত্যক্ত জমিদারী রামজীবন প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর নবাব তাঁহার দুর্গ লুণ্ঠন পূর্ব্বক সমস্ত ধন রত্ন খাসনবিশী ভুক্ত করিয়া লইলেন। এই প্রকারে তিনি সীতারামকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া তৎসংবাদ দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন।

১১১৯ হিজিরিতে সম্রাট্ আওরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যে ভবলীলা শেষ করিলে মহম্মদ ময়াজ্জমশাহ আলম বাহাদুর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ নবাভিষিক্ত সম্রাটকে নজর ও বঙ্গদেশজাত উপঢৌকন প্রেরণ করিলে তিনি তাঁহাকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তৃপদে স্থির রাখিয়া সনদ, খেলাৎ এবং ঝালরদার পাল্কী প্রেরণ করিলেন। বাহাদুর শাহ দিল্লী সিংহাসন অধিকার করিবার পূর্ব্বেই তদীয় পুত্র শাহজাদা আজিম ওস্থান সরবলন্দ খাঁকে আজিমাবাদে (পাটনা) আপন প্রতিনিধির পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং রাজধানীতে উপনীত হইয়াছিলেন। শাহজাদা ফরক শিয়র ও বাহাদুর শাহ কর্ত্তৃক দিল্লীর সিংহাসন অধিকৃত হইবার পূর্ব্বেই ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে গমন করিয়া মুর্শিদ কুলি খাঁর প্রার্থনানুসারে লালবাগে অবস্থান করিতেছিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ শাহজাদাকে রাজোচিত সম্মান সহকারে গ্রহণ করিয়া তাঁহার যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য রাজকোষ হইতে বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। কুলি খাঁ রাজধানীতে রীতিমত রাজস্ব ও উপ-ঢৌকন প্রেরণ করিতেন। বাহাদুর শাহ কিঞ্চিদধিক পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান ময়জউদ্দিন জাঁহাদার শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। জাঁহাদার শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে (দ্বিতীয় ভ্রাতা) শাহজাদা আজিম ওস্থানকে (১) বধ করেন। তিনি এই ভাবে মুখ্য আশঙ্কার মূল উৎপাটন করিয়া প্রধান মন্ত্রি আসাদ খাঁ ও আমীর উল ওমরাজুলফিকার খাঁর সাহায্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কেও ইহ সংসার হইতে অপসারিত করেন। বাহাদুর শাহের পুত্র ও পৌত্রাদির সংখ্যা ৩০ জনের ও অধিক ছিল। সুলতান জাঁহাদার শাহ বাহাদুরশাহের মৃত্যুর পর অষ্টাহ মধ্যে তাঁহাদের অধিকাংশকে হত্যা করেন। যাঁহারা অবশিষ্ট রহিলেন নবাভিষিক্ত বাদশাহ তাঁহাদিগকেও কারারুদ্ধ করিয়া নিষ্কণ্টক হন। অতঃপর সুলতান জাঁহাদার শাহ আমীর-উল-ওমরাকে (যিনি মীর বক্সীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) প্রধান মন্ত্রির পদে অভিষিক্ত ও তাঁহার পিতা আসফ উদ্দোলা আসাদ খাঁকে আপন প্রতিনিধির পদে নিযুক্ত করিয়া চরিতার্থ করেন। সুলতান জাঁহাদার শাহ পূর্ব্ব নিয়মানুসারে ফারমান প্রেরণ করিয়া নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তৃপদে আসালতন করেন। তিনি ও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া নজর ও উপঢৌকন যথারীতি প্রেরণ করিলেন।

(১) বাহাদুর শাহের দ্বিতীয় পুত্র।

শাহজাদা আজিম ওস্মানের দ্বিতীয় পুত্র ফরক শিয়র সুবে বাঙ্গলার শাসন উপলক্ষে এদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি দিল্লী সাম্রাজ্য হস্তগত করিবার জন্য সুলতান জাঁহাদার শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফরক শিয়র মুর্শিদ কুলি খাঁর নিকট সৈন্য ও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন। "আমি দিল্লীশ্বরের আজ্ঞাধীন; তৈমুর বংশীয় যে কেহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন ও মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করিবেন আমি তাঁহারই আদেশ প্রতিপালন করিব। তদ্ব্যতীত আর কাহারও আজ্ঞাধীন হওয়া কৃতঘ্নতার লক্ষণ। আপনার পিতৃব্য সুলতান ময়জ উদ্দিন জাঁহাদার শাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন; বাঙ্গলার রাজস্ব তাঁহারই প্রাপ্য। সুতরাং বাঙ্গলার রাজস্ব আমি আপনাকে প্রদান করিতে পারি না।" ফরক শিয়র বাঙ্গলার রাজস্ব ও সৈন্য দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া আশায় বুক বান্ধিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না। অগত্যা তিনি সঙ্গীয় অল্প সংখ্যক পুরাতন ও নূতন অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবসহ সুলতান জাঁহাদার শাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ঢাকা হইতে রাজসৈন্য ও কামান প্রভৃতি আনয়ন করিয়া শাহজাহানাবাদ (দিল্লী) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফরক শিয়র পাটনায় (আজিমাবাদ) উপস্থিত হইয়া বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। এবং বিহারের বণিকদের নিকট হইতে রাজস্ব স্বরূপ অর্থ সংগ্রহ করিয়া তথায় সম্রাট-রূপে গৃহীত হইলেন। অনন্তর ফরকশিয়র রাজকীয় আসবাব প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তথায় সিংহাসনে উপবেশন ও মস্তকে রাজছত্র ধারণ করিলেন। সুলতান ফরকশিয়র পাটনা পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত আড়ম্বর সহকারে বানারসে উপনীত হইলেন ও রাজ্য প্রাপ্ত হইলে পরিশোধ করিতে অঙ্গীকার করিয়া তত্রত্য নগর শেঠ ও অন্যান্য ধনাঢ্য বণিকের নিকট হইতে এক কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করিলেন। তিনি এই অর্থ দ্বারা উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। বাঢ় নিবাসী সৈয়দ বংশোদ্ভব আবদুল্লা খাঁ ও হোসেনআলী সুবে আউদ ও সুবে এলাহাবাদের নাজিমের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা সাহস ও বীরত্বে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু সুলতান ময়জউদ্দিন জাঁহাদার শাহ এই সৈয়দ যুগলকে পদচ্যুত করাতে তাঁহাদের চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। এজন্য তাঁহারা উভয়েই ফরক শিয়রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার কল্যানার্থ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন

করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই রাজবিপ্লব উপস্থিত হওয়াতে এলাহাবাদের শান্তি রক্ষক সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ তিন শত অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে তথাকার রাজকীয় উদ্যানে বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত রাজস্ব রক্ষা করিতেছিলেন। ফরক শিয়র তাহা বলপূর্ব্বক হস্তগত করিয়া একটী বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। তিনি সৈন্য ও অর্থ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া হোসেন আলী খাঁকে মন্ত্রি পদে অভিষিক্ত করতঃ স্বনামে সিক্কা ও খোতবা প্রচলিত করিলেন। ঈশ্বর যাহা সম্পাদন করিতে অভিলাষ করেন তাহা সাধনের পন্থাও তিনি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ ফরক শিয়রকে অর্থ সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইয়া তাঁহার অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। এজন্য ফরক শিয়র বাঙ্গলার নাজিমের পদে মুর্শিদ কুলি খাঁর পরিবর্ত্তে আফরা সিয়ারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রসিদ খাঁকে নিয়োজিত করিলেন। রসিদ খাঁ বঙ্গদেশের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহ করেন ও খানাজাদ ছিলেন। তিনি পরাক্রমে ও বিরত্বে রস্তম ও ইসফেন্দিয়ারের সমকক্ষ ছিলেন এবং মত্ত হস্তীকেও ভূতলশায়ী করিতে পারিতেন। কথিত আছে যে সুলতান ফরক শিয়র যখন আগবর নগর হইতে আজিমাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন তখন মলেক ময়দান নামক একটী বৃহৎ কামান সিকরিগলির নিকট-বর্ত্তী কর্দ্দমাক্ত নিম্ন ভূমিতে বাঁধিয়া গিয়াছিল। এই তোপ পূর্ণ করিতে এক মন গোলা লাগিত এবং ১৫০টী গরু ও ২টী হস্তীতে উহা বহন করিত। তোপ কর্দ্দমে বাঁধিয়া গেলে তাহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও উহা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইল না। ফরক শিয়র স্বয়ং তোপের নিকট উপস্থিত হইয়া ফিরিঙ্গি সৈন্যের দ্বারা বহু কৌশল অবলম্বন করাইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন আজমিরি মিরজা সসম্মানে ফরক শিয়রের নিকট নিবেদন করিলেন, "যদি অনুমতি করেন তবে এ দাসও এক বার বল প্রকাশ করিয়া দেখিতে পারে।" সুলতান অনুমতি করিলে আজমিরি মিরজা পরিধেয় বস্ত্র যথোপযুক্ত রূপে বিন্যস্ত করিয়া কামানের চাকার নিম্নে দুই হস্ত দ্বারা আটিয়া ধরিয়া উহা স্বীয় বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত উত্তোলন করিলেন। তৎপর তিনি নিবেদন করিলেন, "যেখানে অনুমতি করেন সেই খানে রাখিয়া দি।" তখন সুলতানের ইঙ্গিত ক্রমে পার্শ্বস্থ উচ্চ ভূমিতে রাখিয়া দিলেন; কিন্তু এজন্য তিনি এতদূর বল প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহার চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইবার উপক্রম

হইয়াছিল। ফরক শিয়র তাঁহার ভূরিং প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সমবেত সৈন্যগণের প্রশংসা ধ্বনিতে ও গগনমার্গ বিদীর্ণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তিন সহস্র সৈন্যের অধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত ও আফসিয়ার খাঁ উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

রসিদ খাঁ উপযুক্ত আড়ম্বর সহকারে বঙ্গ দেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া তিলিয়াগড়ি ও শিকরিগলির গিরি পথে প্রবেশ করিলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে কিছু মাত্র ভীত হইলেন না বা অতিরিক্ত সৈন্য সংগ্রহের ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন না। রসিদ খাঁ মুর্শিদাবাদ হইতে তিন ক্রোশ দূরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলি পর দিবস প্রত্যুষে মির বাঙ্গালি ও সৈয়দ আনওয়ার খাঁকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া দুই সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ রসিদ খাঁকে দমন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর তিনি দৈনিক নিয়মানুসারে কোরান লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ওদিকে যুদ্ধ আরম্ভ হইল; ঘোরতর যুদ্ধে সৈয়দ আনওয়ার খাঁ শত্রু হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন; কিন্তু মির বাঙ্গালী অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রসিদ খাঁর সৈন্য তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়াও তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ না করিয়া পূর্ব্ববৎ কোরান লিখিতেই নিয়ত থাকিলেন। মির বাঙ্গালী সম্মুখ যুদ্ধে অক্ষম হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। নবাব এই সংবাদ অবগত হইয়া মুর্শিদাবাদের ফৌজদার ও সেনানায়ক মহম্মদ খাঁকে মির বাঙ্গালীর সাহায্যার্থ গমন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। নবাবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহম্মদ খাঁ সাহায্যার্থ মির বাঙ্গালীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে যথোচিত সাহায্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর মুর্শিদ কুলি খাঁ দৈনিক কোরান লেখা শেষ করিয়া রণক্ষেত্রে জয়শ্রী কামনায় ঈশ্বরারাধনা করিলেন। ইহার পর তিনি অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক এক দল অশ্বারোহী সৈন্য, পাত্র মিত্র ও আত্মীয় স্বজন এবং তুর্কী গুর্জী ও হাবশী দাস সহ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন এবং রাজধানীর বহির্ভাগে করিমাবাদের ময়দানে রসিদ খাঁর সঙ্গে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া সয়াক নামক মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে মুর্শিদ কুলি খাঁর এই মন্ত্র পাঠে এতদূর ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে তিনি উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেই

অসি আপনিই কোষামুক্ত হইয়া শত্রু নিপাত করিত এবং তিনি দৈবানুকূলে যুদ্ধে বিজয়শ্রী লাভ করিতেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ রণক্ষেত্রে উপনীত হইলে মির বাঙ্গালীর সাহস শত গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং সকলে মিলিত হইয়া শত্রু দলের উপর আক্রমণ করিলেন। রসিদ খাঁ মুর্শিদ কুলি খাঁকে এক জন যোদ্ধা বলিয়া গণ্য করিতেন না; পরন্তু আপনাকে পরাক্রমশালী বীরপুরুষ জ্ঞান করিয়া অভিমানে স্ফীত ছিলেন। রসিদ খাঁ একটী মত্ত হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মির বাঙ্গালীকে আক্রমণ করিলেন। সুনিপুণ তীর চালক মির বাঙ্গালী স্বীয় ধনুকে একটী তীর যোজনা করিয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। দৈব ঘটনায় নিক্ষিপ্ত তীর তাঁহার ললাট দেশে পতিত হইয়া মস্তক বিদীর্ণ করিল। বীরশ্রেষ্ঠ রসিদ খাঁ আঘাত প্রাপ্তি মাত্র হস্তী পৃষ্ঠ হইতে আহত শার্দ্দূলের ন্যায় ভূপতিত হইলেন। অন্য দিকে নবাবের সৈন্যবৃন্দ একত্র মিলিত হইয়া শত্রু দলের উপর আক্রমণ করিল অশ্বের ক্ষুর সঞ্চালনে মৃত্তিকা রাশি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হইতেছিল; তরবারি, বল্লম, গদা ও বর্ষাঘাতে রসিদ খাঁর সৈন্যগণ দলে দলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। শোণিতস্রোতে রণস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। এই যুদ্ধে বহুসংখ্য সেনা প্রাণ বিসর্জ্জন করিল এবং হতাবশিষ্টদিগকে বন্দী করিয়া শত্রু শিবির লুণ্ঠন করা হইল। মুর্শিদ কুলি খাঁ সসম্মানে যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। [illegible]গণ উচ্চধ্বনিতে বিজয়শ্রীর সম্বর্দ্ধনা করিতে করিতে সানন্দে নগরে প্রবেশ করিল। মুর্শিদ কুলি খাঁ বিদ্রোহীগনের শিক্ষার জন্য হিন্দুস্থানের পথ পার্শ্বে হত সৈন্যের মস্তক দ্বারা একটী বিজয় স্তম্ভ নির্ম্মান করিতে আদেশ করিলেন। রসিদ খাঁর সৈন্যের সঙ্গীয় ব্যক্তিগণ প্রকাশ করিয়াছিল যে মুর্শিদ কুলি খাঁ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া মাত্র সবুজ বর্ণ পরিচ্ছদ ধারী সৈন্যগণ পতাকা ও অসি হস্তে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে (রসিদ খাঁ সৈন্যদিগকে) নিপাত করিতে লাগিল; কিন্তু যুদ্ধ অবসান হইলে আকাশ সম্ভূত সৈন্য বৃন্দকে আর দেখা গেল না। সুলতান মযজউদ্দিন জাঁহাদার শাহের সঙ্গে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ফরক শিয়র পথি মধ্যে এই সংবাদ অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

আকবরাবাদের নিকট উভয় পক্ষে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে সৈয়দ আবদুল্লা

খাঁ ফরক শিয়রের সঙ্গে যোগদান করিয়া বহু পরিশ্রম ও যত্ন করিলেন। আমীর-উল-ওমরা জুলফিকার খাঁর অসাবধানতায় মির মুন্সী খান জাহান বাহাদুর নিহত হইলেন এবং অন্যান্য আমীরগণ বিশেষতঃ মোগল আমীরবৃন্দ ফরক শিয়রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে প্রকাশ্যভাবেই ঔদাসিন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এজন্য দিল্লীর সৈন্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল; সম্রাট খান জাহানের মৃত্যু স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে অগোপে শাহজাহানাবাদ অভিমুখে পলায়ন করিলেন এবং উজির আসফউদ্দৌলার প্রাসাদে আশ্রয় জন্য উপনীত হইলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পরেই আসফউদ্দৌল্যার পুত্র আমীর-উল উমরাও পিতার নিকট পৌঁছিয়া তাঁহাকে সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতা সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করা যুক্তি সঙ্গত ও শ্রেঃয় বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে নজরবন্দী করিলেন।

হিজিরি ১১২৪ সালের শেষ ভাগে সুলতান ফরক শিয়র নির্ব্বিঘ্নে আকবরাবাদের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন; তৎপর শাহজাহানাবাদে গমন করিয়া আমীর-উল ওমরা এবং জাঁহাদারশাহকে হত্যা করিলেন।

সুলতান ফরক শিয়রের সিংহাসনারোহণের সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করতঃ প্রচলিত প্রথা অনুসারে উপঢৌকন প্রেরণ ও কড়া ক্রান্তি হিসাবে রাজস্ব প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ফরক শিয়র তাঁহাকে সুবাত্রয়ের দেওয়ান ও বঙ্গদেশের নাজিমের পদে পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সম্মানিত করিলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ সম্রাট প্রদত্ত খেলাৎ ও হুকুমনামা প্রাপ্ত হইয়া প্রীতি লাভ করিলেন।

সম্রাট্ ফরক শিয়র ও পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণের ন্যায় মুর্শিদ কুলি খাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে লাগিলেন বলিয়া তিনি সমকক্ষ ব্যক্তিগণের বিদ্বেষ ভাজন হইলেন। নগর শেঠের কর্ম্মচারী ও ভাগিনেয় ফতে চাঁদের সদ্ব্যবহারে মুর্শিদ কুলি খাঁ প্রীতি-লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণ নবাব সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে জগৎশেঠ উপাধিতে ভূষিত ও বাঙ্গলার কোষাধ্যক্ষের (কোতদার) পদে নিযুক্ত করিয়া গৌরবান্বিত করিলেন।

মুর্শিদ কুলি খাঁর উপাধি নাশেরজঙ্গ ছিল। আবদুল্লা খাঁ কোতবল মোক উজীরের ভ্রাতা মির বক্সী সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ ও নাসেরজঙ্গ উপাধিতে

ভূষিত হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু সমসময়ে দুই ব্যক্তিকে এক উপাধিতে ভূষিত করা বাদশাহী প্রথা বিরুদ্ধ বলিয়া ফরক শিয়র বাঙ্গলার নবাবকে তাঁহার উপাধি পরিবর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। যদিচ মুর্শিদ কুলি সদ্বংশে জন্ম পরিগ্রহ ও সবিশেষ পদমর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন তথাপি উপাধি পরিবর্ত্তিত হইলে সম্মানের লাঘব হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি নির্ভয়চিত্তে সম্রাটকে প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, "এ অধীন বৃদ্ধ দাসের আর নাম ও উপাধির আকাঙ্ক্ষা নাই; সম্রাট আলমগীর যে উপাধি প্রদান করিয়াছেন তাহা বিক্রয় করিতে এ দাসের ইচ্ছা নাই।" সৈয়দ রাজি খাঁ মানবলীলা সংবরণ করিলে মুর্শিদ কুলি খাঁর প্রার্থনানুসারে সুলতান ফরক শিয়র তাঁহার দৌহিত্র ও উড়িষ্যার নিজাম সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁর পুত্র মিরজা আছাদ উল্লাকে বাঙ্গালা সুবার দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করতঃ সরফরাজ খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর পুত্র সন্তান ছিল না; এজন্য তিনি পরিণাম চিন্তা করিয়া দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর জন্য মুর্শিদাবাদ জমিদারী পরগণে তোল চাবরার অন্তর্গত চুনা খালির জমিদার মহম্মদ আমলের নিকট হইতে আপন জায়গীরের অর্থ দ্বারা ক্রয় পূর্ব্বক উহার নাম আসাদ নগর রাখিয়া সম্রাট (রাজধানী) ও কাননগুর সেরেস্তায় তাঁহার (সরফরাজ খাঁর) নামজারী করাইলেন। এই সম্পত্তি তাঁহার খাস তালুক বলিয়া বিখ্যাত হইল। অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনে সরফরাজ খাঁর পতন হইলে খাস তালুকের রাজস্ব পরিশোধ করিয়া যাহা উদ্বর্ত্ত থাকিবে তাহা দ্বারা পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইতে পারিবে বলিয়াই মুর্শিদ কুলি খাঁ এই কার্য্য করিয়াছিলেন। এই বৎসরেই নবাব আপন জামতা সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁর কন্যার স্বামী লুৎফউল্লাকে মুর্শিদ কুলি খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিয়া জাহাঙ্গীর নগরের শাসন কর্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন।

হিজীরি ১১৩১ সনে কৃতঘ্ন আবদুল্লা খাঁ উজীর ও হোসেনআলী খাঁর ষড়যন্ত্রে সুলতান ফরকশিয়র নিহত হইলে বাহাদুর সাহেব পৌত্র (রাফিউস্যানের পুত্র) রাফি অত-দারাজাত দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু সিংহাসনারোহণের পর ৪ মাস অতিবাহিত হইলেই তিনি জ্বর ও কাশ রোগে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় দ্বিতীয় ভ্রাতা রাফি-অত-দাওলা কারামুক্ত হইয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন ও দ্বিতীয় শাহজাহান উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু

তিনি ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় ৫।৬ মাস রাজ্যশাসন করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সময় আওরঙ্গজীবের পৌত্র অর্থাৎ শাহজাদা আকবরের পুত্র নেকোশিয়ার আকবরাবাদে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিলে সুলতান সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে গমন করিয়াছিল। পথিমধ্যে দ্বিতীয় শাহজাহানের সঙ্গে সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল; (সংগ্রাম ক্ষেত্রে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করিলে) সৈয়দ ও আমীরগণ মন্ত্রণা পূর্ব্বক হিজীরি ১১৩১ সনের শেষ ভাগে দ্বিতীয় শাহজাহানের পুত্র রওসান আকতারাক শাহজাহানাবাদের দুর্গ হইতে মুক্ত করিয়া আকবরাবাদে আনয়ন করতঃ ১১৩২ সনের প্রথম ভাগেই সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নাশেরউদ্দীন মহম্মদ শাহগাজি উপাধি গ্রহণ করেন।

নবাভিষিক্ত সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ বহুবিধ উপঢৌকন তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার খেলাৎ পাইলেন; অধিকন্তু উড়িষ্যার (বিহার ?) শাসনভার লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইলেন।

ফরকশিয়রের রাজত্বকাল হইতে সৈয়দ হোসেনআলী খাঁ ও আবদুল্যা খাঁর একাধিপত্য স্থাপিত হওয়াতে দেশের শাসনকার্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। উপর্যুপরি রাজপরিবর্ত্তনে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু রাজবিপ্লবে বঙ্গবাসী কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই। কুলি খাঁ অকুতোভয়ে শাসন সংরক্ষণ কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। তাঁহার শাসনকালে বঙ্গদেশ মহারাষ্ট্রীয়দের অত্যাচার হইতেও মুক্ত ছিল।

একদল ইয়োরোপীয় বণিকের (এলিমান নাছেরা) বঙ্গদেশে কুঠী ছিল না বলিয়া তাঁহারা ফরাসী বণিকগণের সঙ্গে একত্র মিলিত হইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পর তাঁহারা ফরাসী বণিকগণের মন্ত্রণা ক্রমে কর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া বাঙ্গীবাজারে কুঠী নির্ম্মাণ জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁহাদিগকে কুঠী নির্ম্মাণ জন্য অনুমতি প্রদান করিলে তাঁহারা কাঁচা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং কুঠী ও দুর্গ নির্ম্মাণ এবং প্রশস্ত ও গভীর পরিখা খনন জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। বণিকদল অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া অন্যান্য ইয়োরোপীয় বণিকদিগকে অবজ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে তাঁহারা বনাত

মখমল ইত্যাদি তুলার দরে বিক্রয় করিতে পারিবেন। ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকদল প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিপত্তিতে আপনাদের বাজারের সবিশেষ অনিষ্ট হইতেছে দেখিয়া তাঁহাদের কুঠী ধ্বংস করিবার জন্য পরস্পর মিলিত হইলেন। তৎপর তাঁহারা মোগল বণিকদের সাহায্যে প্রস্তাব করিলেন যে প্রতিদ্বন্দ্বী দল যে পরিমাণ রাজকর প্রদান করিয়া থাকেন তাহা তাঁহারাই প্রদান করিবেন। হুগলী বন্দরের ফৌজদার আহছানউল্লা খাঁ তাঁহাদের বশীভূত হইয়া নবাগত বণিকদলের বিরুদ্ধে নবাবকে উত্তেজিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ইহারা ফেরাঙ্গ দেশে কলহ ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল; এখানেও দুর্গ নির্ম্মাণ ও পরিখা খনন করিতেছে। কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে ইহারা অবশ্যই রাজ্য মধ্যে কলহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। অতএব ইহারা যাহাতে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে না পারে তদনুরূপ আদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।" ফৌজদার আহছানউল্লা খাঁ নবাবের অনুমতি লাভ করিয়া লোক প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া নিষেধাজ্ঞা গ্রাহ্য করিলেন না। এজন্য ফৌজদার নায়েব মিরজাফরকে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দলপতি প্রাচীরোপরি কামান সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মিরজাফরও শত্রুর সম্মুখীন হইয়া ব্যূহ রচনা করতঃ তোপ, তীর, বন্দুক ও নেজার সাহায্যে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুঠি হইতে তীর ও গোলা বর্ষিত হইতেছিল বলিয়া রাজসৈন্য অগ্রসর হইতে পারিল না। পণ্য দ্রব্য পূর্ণ নৌকার যাতায়াত বন্ধ হইল। ফরাসী বণিকগণ গোপনে নবাগত বণিকদিগকে বারুদ, ছর্‌রা ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র প্রেরণ করিয়া সাহায্য করিতেছিলেন। একদা খাজেমহম্মদ ফাজিলের জ্যেষ্ঠ পুত্র খাজেমহম্মদ কামেল নৌকা পথে গমন করিতেছিলেন; এমন সময় তাঁহারা ফরাসীদের অনুমত্যনুসারে তাঁহাকে বন্দী করিলেন। মোগল, আরমানী ও অন্যান্য বণিকগণ তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য অত্যন্ত যত্নবান্ হইয়া তাঁহার প্রাণনাশ ভয়ে ২।৩ দিনের জন্য যুদ্ধ ক্ষান্ত করাইলেন। খাজেমহম্মদ কামেল বহু অর্থ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এবং উভয় পক্ষ মধ্যে সন্ধি স্থাপন জন্য অঙ্গীকার করিয়া মুক্তি লাভ করিলেন। অতঃপর মিরজাফরের ভয় প্রদর্শনে ফরাসীগণ ভীত হইয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য দান করিতে বিরত হইলেন। মিরজাফর ব্যূহ রচনা করতঃ

প্রাচীরাভ্যন্তরবাসীদিগকে বন্দুক, তীর, নেজা ও তোপের সাহায্যে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের গমনাগমন ও রসদ আনয়নের পথ রুদ্ধ হইল। প্রাচীরাভ্যন্তরে অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়াতে দেশীয় ভৃত্যগণ পলায়ন করিল; কেবল মাত্র ১৩ জন বণিক ও তাঁহাদের জেনারল তথায় রহিলেন। কিন্তু এই অত্যল্প সংখ্যক বণিকই বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া এরূপ ভাবে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন যে মুসলমান সৈন্য আপনাদের ব্যূহ হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের প্রতি কোন অত্যাচার করিতে সমর্থ হইল না। এই ভাবে উভয় পক্ষ অবস্থান করিতেছিল; এমন সময় এক দিন হঠাৎ মুসলমান সেনার ব্যূহ হইতে একটী কামানের গোলা বহির্গত হইয়া বণিক দলপতির দক্ষিণ বাহুতে পতিত হওয়াতে উহা ছিন্ন হইয়া গেল। এজন্য দলপতি সহচরগণ সমভিব্যবহারে দ্বিপ্রহর রাত্রি কুঠী হইতে বহির্গত হইয়া অর্ণবযানে আরোহণ করতঃ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন প্রাতঃকালে কুঠীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখা গেল যে তথায় কতকগুলি তোপ ও বর্শা ব্যতীত আর কোন দ্রব্যই অবশিষ্ট নাই মিরজাফর সমস্ত কুঠী ধূলিসাৎ করিয়া নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (১)

সরকার মহম্মদাবাদের অন্তর্গত টুনকী স্বরূপপুরের জমিদার সুজাত খাঁ ও নজাত খাঁ আফগানী দস্যু বৃত্তি করিত পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনার সমসময়ে মহম্মদাবাদের রাজস্ব বাবদ বাইট হাজার টাকা মুর্শিদাবাদ অভিমুখে প্রেরিত হইতেছিল। এমন সময় এই দস্যুদ্বয় পথিমধ্যে তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইল। নবাব দস্যুদমন কার্য্যে অপরিসীম আনন্দ লাভ করিতেন বলিয়া এই রাজস্বাপহরণের সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। তাহারা দস্যুদের অনুসন্ধানে সক্ষম হইলে তিনি উহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য হুগলী চাকলার ফৌজদার আহছান উল্যা খাঁকে আদেশ করিলেন; তদনুসারে খাঁ সাহেব মৃগয়াব্যপদেশে অশ্বারোহণে বহির্গত হইয়া অকস্মাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই

(১) ইতিহাসবেত্তা অর্ম্মে সাহেব বলেন যে এলিমান নাছেরা অর্থাৎ অষ্ট্রিয়ান নিদারল্যাণ্ডস্ নিবাসী কতিপয় বণিকের ওষ্টেণ্ড নামক কোম্পানী ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ হইতে তাড়িত হইয়াছিল। সে সময় আলীবর্দ্দি খাঁর শাসনকাল। কিন্তু ষষ্ঠ খণ্ড Universal History গ্রন্থে Ostend Company র যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দেও এই কোম্পানীর কুঠী বর্ত্তমান ছিল এবং ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দেই তাঁহাদের অর্ণবপোত বঙ্গদেশে শেষ বার দৃষ্ট হইয়াছিল। এই উভয় সময়েই নবাব সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁর শাসনকাল।

আকস্মিক আক্রমণে তাহারা নিবৃত্ত হইয়া পড়িলে তিনি তাহাদিগকে বন্দী করিয়া হস্ত পদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতঃ রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। নবাব তাহাদিগকে যাবজ্জীবনের জন্য কারাবাসের আদেশ প্রদান করিয়া তাহাদের ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। কুলি খাঁ তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত ও সমূলে নিপাত করিয়া তাহাদের জমিদারী রামজীবনের নাম ভুক্ত করিলেন। লুন্ঠিত রাজস্ব পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া রাজকোষে ভুক্ত করিলেন।

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর শাসনকালে বঙ্গদেশ দস্যু, চোর ও গুণ্ডার উপদ্রব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। বঙ্গবাসিগণ নিরাপদে ও সুখ স্বচ্ছন্দতায় কালযাপন করিতে ছিল মুর্শিদ কুলি খাঁ শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া বর্দ্ধমান রাজপথের পার্শ্বদেশে কাটোয়া ও মুরশেদগঞ্জ নামক স্থানে পথিকগণকে নিরাপদ করিবার জন্য থানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রধান প্রধান রাজপথের পার্শ্বে থানা নির্ম্মাণ করিয়া খাস ভৃত্য মহম্মদ জানকে তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত করেন। নদীয়া ও হুগলীর পথ পার্শ্বস্থ ফেনাচোর নামক স্থানের কলা বাগানে দিবাভাগেই ডাকাতি হইত। এজন্য মহম্মদজান পোবতিগলের থানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাটোয়ার অন্তর্ভুক্ত করেন এবং দস্যু ও চোরদিগকে ধৃত করিয়া পথ পার্শ্বে বৃক্ষ শাখায় লটকাইয়া রাখিতেন। ইহা দেখিয়া লোকে তাদৃশ অপকার্য্য হইতে বিরত থাকিবে বলিয়াই উল্লিখিত ভাবে দণ্ড দেওয়া হইত। মহম্মদজানের ভয়ে দস্যু ও তস্করদের আঁত পর্য্যন্ত কম্পিত হইত তাহার পাল্কীর অগ্রভাগে ভৃত্যগণ কুড়ালী হাতে গমন করিত বলিয়া লোকে তাঁহাকে মহম্মদ জান কুল্‌ড়া আখ্যা প্রদান করিয়াছিল।

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ মুসলমান ধর্ম্মপ্রচার, ধর্ম্মজ্ঞান, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মান রক্ষা সদ্বিচার ও অত্যাচার নিবারণ বিষয়ে আমীর উল ওমরা শায়েস্তা খাঁর সমকক্ষ ছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন ও অঙ্গীকার করিতেন তাহার অন্যথা আচরণ কদাচ হইত না। তিনি প্রত্যহ ৫ বার নমাজ পড়িতেন ও তিন মাস কাল রোজা রাখিতেন এবং সর্ব্বদা কোরাণ পাঠ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আয়মবাজ (১) এবং জুম্মা রোজা রাখিতেন। এই সময় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া উপাসনায় নিরত থাকিতেন। রাত্রিকালে জপতপ করিবার নিয়ম ছিল;

(১) অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে উপবাস।

ধিকাংশ রাত্রিতেই এ সব কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। দিবা এক প্রহর অতিবাহিত হইলে কুলি খাঁ কোরাণ নকল করিতে আরম্ভ করিতেন, দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এই কার্য্য চলিত গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া নবাব নানাবিধ উপঢৌকন সমভিব্যাহারে রুমের সুলতানকে, মক্কাযাত্রীদিগকে এবং মদিনা ও নজফ, কারবালা, বোগদাদ ভেজা, মশেরা, আজমীর ও পাণ্ডুয়া প্রভৃতি পবিত্র স্থানে প্রদান করিতেন। প্রত্যেক স্থানে কোরাণ পাঠ জন্য পাঠক নিযুক্ত ছিলেন। আমরা সদুল্লাপুরে হজরত সিরাজ উদ্দীন সাহেবের পবিত্র সমাধিগৃহে কুলি খাঁর স্বহস্ত লিখিত একখানি কোরাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার সভায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র উৎকৃষ্ট কোরাণ পাঠক নিযুক্ত ছিলেন; ইঁহারা প্রত্যহ কোরাণ পাঠ ও তাঁহার লিখিত কোরাণ সংশোধন করিতেন। এই সকল কোরাণ পাঠক নবাবের রন্ধনশালা হইতে আহার্য্য প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার ভাণ্ডার পশু পক্ষীর জন্য উন্মুক্ত ছিল। তিনি শাস্ত্রবেত্তা মৌলবী, মৌলানা ও সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণের সাহচর্য্য শ্রেয়স্কর মনে করিতেন বলিয়া তদীয় সভা তাঁহাদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত। ইঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করা তাঁহার নিকট সৌভাগ্যের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

কুলি খাঁ রবিঅল আউল মাসের ১লা হইতে হজরত পয়গম্বর সাহেবের মৃত্যু দিন অর্থাৎ ১২ই তারিখ পর্য্যন্ত ধার্ম্মিক, শাস্ত্রবেত্তা, ও দরিদ্রদিগকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইতেন। এই সময় প্রত্যহ রজনীতে মাহিনগর হইতে লালবাগ পর্য্যন্ত নদীর তটবর্ত্তী সমস্ত নগর অপূর্ব্ব আলোকমালায় শোভিত হইত এই অলোকমালায় মসজিদের খিলান ও বেদী (মেম্বর) বৃক্ষ, লতা, কোরানের শ্লোক ইত্যাদি প্রদর্শিত হইত। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দের হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া উঠিত। নাজির আহম্মদ এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইতেন। কথিত আছে যে একজন তিনি আনুমানিক এক লক্ষ লোক নিযুক্ত করিতেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে একটী তোপধ্বনি হইবা মাত্র সমস্ত প্রদীপ একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। উহা দেখিয়া বোধ হইত যেন আলোক আস্তরণে ভূভাগ মণ্ডিত রহিয়াছে অথবা ভূতল আকাশের ন্যায় নক্ষত্রমালায় দীপ্ত হইতেছে।

মুর্শিদ কুলি খাঁ ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মানবের হিতসাধন এবং বিচার কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। তিনি লালকালিতে নাম স্বাক্ষর করিতেন। শস্যের মূল্য

যেন বৃদ্ধি পাইতে না পারে সে জন্য তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি লোভী ব্যক্তির হস্তে অর্থ ন্যস্ত করিতেন না। সপ্তাহে একবার করিয়া পণ্য দ্রব্যের মূল্য যাচাই করিবার নিয়ম ছিল। তিনি সর্ব্বসাধারণকে মূল্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেন; যদি কোন দ্রব্যের মূল্য এক তিলও বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে মহাজন ও কয়ালদিগকে আনয়ন করতঃ মন্ত্রণা প্রদান করিতেন এবং তৎপর পূর্ব্ববৎ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। তাঁহার শাসনকালে এক টাকায় ৫।৬ মন ধান্য পাওয়া যাইত এবং অন্যান্য দ্রব্যও এতদনুরূপ শস্তা ছিল; এমন কি কেহ এক টাকা ব্যয় করিলেই এক মাস পর্য্যন্ত পোলাও কোর্ম্মা আহার করিতে পারিত। এজন্য তাঁহার শাসনকালে গরিব দুঃখী সকলেই সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়াছিল। অর্ণবপোতের অধিবাসিগণ তাহাদের আহার্য্য সামগ্রীর অতিরিক্ত কোন জিনিষ লইতে পারিত না। তাহারা যেন অতিরিক্ত দ্রব্যে জাহাজ পূর্ণ করিতে না পারে তজ্জন্য হুগলির ফৌজদার গুপ্ত্য ঘাটে দারগা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মুর্শিদ কুলি খাঁ বাদশাহী সম্মান অব্যাহত রাখিবার জন্য সবিশেষ যত্নশীল ছিলেন। সুলতানগণ যে সকল নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী পথে বিচরণ করিতেন তাহা প্রজা সাধারণ ব্যবহার করিতে পারিত না। বর্ষাকালে রাজকীয়-পোত সকল প্রদর্শন জন্য জাহাঙ্গীর নগর হইতে সমাগত হইলে তিনি অগ্রসর হইয়া উহাদের অভ্যর্থনা করিতেন। তিনি মুসলমানী ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিষেধক বিধি কখনও লঙ্ঘন করিতেন না; সুরাপান ও মাদক দ্রব্য সেবন ও গীত বাদ্যে আসক্তি প্রকাশ করেন নাই; আজীবন এক মাত্র বিবাহিতা পত্নীতে অনুরক্ত ছিলেন; কখনও অন্য স্ত্রীর সহবাস করেন নাই; নপুংসক ও অনাত্মীয়া রমণীদিগকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিতেন না। কোন দাসী অন্তঃপুর হইতে একবার বাহিরে আসিলে আর ভিতরে প্রবেশাধিকার পাইত না। মুর্শিদ কুলি খাঁ বহু বিদ্যার পারদর্শী ও নানাকার্য্যে দক্ষ ছিলেন। তিনি ভোজন বিলাসী অথবা ঐহিক সুখাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। বরফ জলই তাঁহার একমাত্র পানীয় ছিল। নাজীর আহম্মদের সহকারী খিজির খাঁ শীতকালের ৪ মাস আকবর নগরের পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতে সংবৎসরের উপযোগী বরফ বদ্ধ রাখিবার জন্য ব্যাপৃত থাকিতেন এবং বার মাস বরফের ভাণ্ডার পূর্ণ রাখিয়া তথা হইতে বরফ

।রণ করিতেন। আম্র ফল পক্ক হইবার সময়ে (আকবর নগরের) একজন ।গা নিযুক্ত থাকিয়া মালদহ কোতয়ালী ও হোসেনপুরের খাস বৃক্ষ সমূহের ম্রের হিসাব প্রস্তুত করতঃ উহা প্রহরী ও বাহকগণের দ্বারা রাজধানীতে ।রণ করিতেন। ইহার ব্যয় ভার জমিদারদিগকে বহন করিতে হইত। মদারগণ খাস আম্র বৃক্ষ সমূহ কর্ত্তন করিতে পারিতেন না। এই প্রথা ন্যান্য নাজিমগণের সময় আরও প্রবল ছিল। এক্ষণ বঙ্গদেশ ইংরেজের ীন হইয়াছে এবং জাফর আলী খাঁর পুত্র নবাব মবারক উদ্দৌলা নাম মাত্র জামতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তথাপি আম্র পক্ক হইবার সময় নবাবের ক্ষ হইতে দারোগা নিযুক্ত থাকিয়া খাস বৃক্ষের ফল ক্রোক করতঃ তাঁহার ।কট প্রেরণ করিয়া থাকেন। জমিদারগণ খাস বৃক্ষের উপর হস্তক্ষেপ করিতে ।রেন না। কিন্তু ইহার ব্যয় ভার তাঁহাদিগকে বহন করিতে হয় না এবং র্ব্বাপেক্ষা আধিপত্য হ্রাস হইয়াছে।

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর শাসন কালে অত্যাচার স্রোত এতদূর রুদ্ধ হইয়াছিল ↑ জমিদারের উকিলগণ নহবত খানা হইতে চেহালছতুন নামক দেওয়ান খানা র্য্যন্ত প্রপীড়িত ফরিয়াদীগণের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কোন ৎপীড়িত ফরিয়াদিকে পাওয়া গেলে তাহাকে নবাব দরবারে নালিশ উপস্থিত ়রিতে না দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। যদি কোন বিচারপতি অত্যা-।রীর পক্ষ সমর্থন করিয়া বিচার বিভ্রাট ঘটাইতেন এবং তাহা নবাবের শ্রুতি-গাচর হইত তাহা হইলে তিনি তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিতেন। নবাব বচারের সময় কোন পক্ষ সমর্থন না করিয়া ধনী ও দরিদ্র নির্ব্বিশেষে ন্যায় বিচার করিতেন। একদা কোন একটী হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ উপস্থিত ইলে তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে তদীয় পুত্রই হত্যাকারী; এজন্য তিনি আপন পুত্রের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। আওরঙ্গজীব বাদশাহ মহম্মদ সেরেফ নামক একজন শাস্ত্রজ্ঞ ধার্ম্মিক পুরুষকে কাজির পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাজি সাহেব ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে যেরূপ বিধান প্রদান করিতেন তাহাই নবাব প্রতিপালন করিতেন।

একদা জনৈক ফকির চুনাখালির হিন্দু তালুকদার বৃন্দাবনের নিকট ভিক্ষার্থ গমন করিয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহাকে ভিক্ষা প্রদান না করিয়া বাটী হইতে

তাড়াইয়া দেন। ফকির কতকগুলি ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া তালুকদার যে পথে গমনাগমন করিতেন তাহার পার্শ্বে একটী প্রাচীর প্রস্তুত পূর্ব্বক উহাকে মসজিদ নামে অভিহিত করিয়া তথায় নমাজ পড়িত। তালুকদার উহার পার্শ্ব দিয়া গমন করিলেই ফকির আজাম বলিত। তিনি তাহার এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কতকগুলি ইষ্টক ফেলিয়া দেন এবং ফকিরকে গালি দিয়া বহিষ্কৃত করেন। ফকির নবাবের নিকট বিচার প্রার্থী হইলে কাজি মহম্মদ সেরেফ তালুকদারের প্রাণ দণ্ডের বিধান প্রদান করেন। মুর্শি কুলি খাঁ তাঁহার প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করিতে অসম্মত হইয়া এসলাম শাস্ত্রে তাঁহাকে মুক্তি দিবার কোন ব্যবস্থা আছে কি না তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হন। কাজি অত্যুত্তরে বলেন যে। ইহার সহকারীকে (প্রাণ ভিক্ষা কারীকে) বধ করিতে যে সময়ের আবশ্যক তাহার জন্য ইহাকে অবসর দেওয়া যাইতে পারে ; তৎপর ইহাকে অবশ্যই প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে। সাহজাদা আজিম ওস্মান এই হিন্দু তালুকদারের জীবন রক্ষার অনুরোধ করিলেও কোন ফল হইয়াছিল না। কাজি নিজ হস্তে তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বধ করেন। আজিম ওস্যান সম্রাট আওরঙ্গজীবের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে কাজি মহম্মদ সেরেফ উন্মাদ হইয়া অনর্থক হিন্দু তালুকদার বৃন্দাবনকে বধ করিয়াছেন। বাদশাহ পত্র পৃষ্ঠে স্বহস্তে যে আদেশ লিপি বদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি, " ইহা ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ, তুমি মুর্খ, কাজি ঈশ্বরানুমোদিত কার্য্যই করিয়াছেন।" যত দিন আওরঙ্গজীব সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন ততদিন কাজি সেরেফ ও স্বকার্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। আওরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর তিনি নবাবের নিষেধ স্বত্বেও স্বেচ্ছায় কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

আওরঙ্গজীব ও মুর্শিদ কুলি খাঁর শাসন কালে যে সকল শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন কেবলমাত্র তাঁহারই কাজির পদ লাভ করিতে পারিতেন। মূর্খ অথবা নীচ বংশজাত ব্যক্তিগণকে কাজির পদ দেওয়া হইত না। পরীক্ষোত্তীর্ণ কাজিগণ মধ্যে যাঁহারা ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত হইতেন তাঁহাদের আর পরিবর্ত্তন ছিল না।

হুগলি বন্দরে ফৌজদারের পদে আহছানউল্লা খাঁ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বাখর খাঁর পৌত্র। বাখর খাঁ হইতেই বাখরখানি রুটী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সময়ে হুগলি বন্দরের কোতয়াল এমাম উদ্দিন এক মোগল কন্যাকে গৃহ

হইতে বাহির করিয়াছিল। আহছান উল্লা স্থায়পক্ষ সমর্থন না করিয়া কোতওয়ালের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এজন্য মোগলগণ নবাবের নিকট বিচার প্রার্থী হইলে তিনি কোরাণের বিধানানুসারে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদেশ প্রদান করেন। তাহার জীবণ রক্ষার জন্ম ফৌজদার আহছান উল্লা খাঁ নিস্ফল অনুরোধ করিয়াছিলেন।

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ জীবনের শেষ ভাগে মুর্শিদাবাদের পূর্ব্ব প্রান্তে খাস তালুকে কাটরার মসজিদ, মিনারা, হাউজ বা কুপ ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মসজিদের সোপানের নিম্নে জীবদ্দশাতেই তাঁহার সমাধি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি মৃত্যু কালে আপন দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে (যাহাকে তিনি নিজে লালন পালন করিয়াছিলেন) উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত এবং ধনরাশির অধিকারী করতঃ বাঙ্গলার নাজিমের পদে নিযুক্ত করিয়া ১১৩৯ সালে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। নিম্ন লিখিত কবিতাটীতে তাঁহার মৃত্যুর কাল নির্দ্ধারিত আছে; "জেদারুল খেলাফৎ জেদার উফতাদ।" অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ হইতে একটী দেওয়াল পড়িয়া গেল।

তিনি পরলোক গমন করিলেন। তিনি চলিয়া গেলেন; কিন্তু তাঁহার সৎকীর্ত্তি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। মৃত্যুর পর যাঁহার সুযশ বর্ত্তমান থাকে তিনি তদপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট বস্তু কামনা করিতে পারেন?

নবাবসুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁ।

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ পরলোক গমন করিলে, সরফরাজ খাঁ তাঁহার মৃতদেহ তদীয় নির্দ্দেশানুসারে কাটরার মসজিদের সোপানের তলবর্ত্তী সমাধি গৃহে প্রোথিত করিয়া বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তৃপদ অধিকার করিলেন এবং রাজপুরুষ ও কার্য্যাধ্যক্ষদিগকে আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়া মুর্শিদ কুলি খাঁর পন্থানুসরণ পূর্ব্বক রাজস্ব সংগ্রহ ও শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বাদশাহী আসবাব এবং রাজকোষ ব্যতীত মুর্শিদ কুলি খাঁর সমস্ত জিনিষ দুর্গ হইতে আপন প্রাসাদে আনয়ন করিলেন।

অতঃপর সফররাজ খাঁ এতদ্বিবরণ সুলতান মহম্মদ শাহ এবং কোমর উদ্দিন হোসেন খাঁকে বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং সমুদয় সংবাদ পিতৃ সমীপে (উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তা সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁর নিকট) পাঠাইলেন। সুজা পুত্রপ্রেরিত

সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, "আকাশ আমার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিতেছেন এবং আমারই নামে দেশের শিক্ষা দিয়াছেন।" তাঁহার হৃদয়ে ধনাকাঙ্ক্ষা ও রাজ্য লালসা জাগ্রত হইয়া উঠিল; তিনি হৃদয় হইতে অপত্য-স্নেহ দূরীভূত করিলেন এবং দ্বিতীয় বিবির গর্ভজ পুত্র মহম্মদ তকি খাঁকে উড়িষ্যার শাসন ভার অর্পণ করিয়া রাজধানী কটকে প্রেরণ করিলেন। মহম্মদ তকি খাঁ বীর পুরুষ ও দানশীল বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ আপন পুত্র তকি খাঁকে উড়িষ্যার শাসন ভার অর্পণ করিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং বাদশাহের নিকট হইতে বাঙ্গলার কর্তৃপদের সনদ গ্রহণ ও রাজপুরুষগণের মনোরঞ্জনার্থ মুর্শিদ কুলি খাঁর প্রতিনিধি বালকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি উকীলদিগকে নিযুক্ত করিলেন। বালকৃষ্ণ রায় রাজ সভায় অন্যান্য উকীল অপেক্ষা বিশ্বাসী, ক্ষমতাশালী ও সম্মানিত ছিলেন। সুলতান মহম্মদ শাহ নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া আমীর-উল-উমরা সম সমসদ্দৌলা খান দৌরাঁ খান বাহাদুরকে (যিনি পূর্ব্বে বক্সী ছিলেন) বাঙ্গলার শাসন কর্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি প্রকৃত বন্ধু ও সহচর ছিলেন; যুদ্ধ ও অন্যান্য রাজকার্য্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। আমির-উল-উমরা উকীলবর্গের কৌশলে বাঙ্গলার শাসন কার্য্যের নায়েবতি পদের সনদ সুজা উদ্দীন মহম্মদ খাঁর নামে প্রেরণ করিলেন। তিনি মেদিনীপুরে উপনীত হইয়া সনদ প্রাপ্ত হইলেন; ইহাতে তিনি আপন সৌভাগ্যের পূর্ব্ব সূচনা দেখিতে পাইয়া ঐ স্থানকে মবারক মঞ্জেল নামে অভিহিত করতঃ কাটরা ও পাকা সরাই নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সরফ রাজ খাঁ পিতার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যৌবন কালোচিত অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া তাঁহার গতিরোধ জন্য কাটোয়া অভিমুখে যাত্রা করিতে ইচ্ছা করিলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর বেগম অত্যন্ত বুদ্ধিমতি ছিলেন ও সরফরাজকে প্রাণাধিক ভাল বাসিতেন। তিনি তাঁহাকে মিষ্ট বাক্যে প্রবোধ দিয়া পিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন; তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলে তুমিই সুবাদার ও ধনাধিপতি হইবে। পিতার সঙ্গে পুত্রের যুদ্ধ ইহ পরকালের অনিষ্ট সাধন করে এবং লোকের নিকট হাস্যাস্পদ করিয়া তুলে; আর কোন ফল লাভ হয় না। অত-

এব তোমার পিতা যত দিন জীবিত থাকেন ততদিন তুমি দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হইয়াই ধৈর্য্যাবলম্বন কর।” সরফরাজ খাঁ কখনও মাতামহীর মত বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতেন না ; সুতরাং এবার ও তিনি তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইয়া সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিলেন। তৎপর তিনি পিতাকে শাসন কর্ত্তৃপদে অভিষিক্ত ও দুর্গ ভার অর্পন করিয়া নকটা থালি নামক স্থানে আপন প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ পিতার দরবারে উপনীত হইয়া তাঁহার অভিপ্রায়ে অনুযায়ী কাল যাপন করিতেছিলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর সময়ে যে সকল কোরাণ পাঠক ও মৌলবী প্রভৃতি নিযুক্ত ছিলেন সফররাজ তাঁহাদিগকে সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট করিয়া পূর্ব্ব (মুর্শিদ কুলি খাঁর) নিয়মানুসারে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি অনেক সময় লোকের মনোরঞ্জন ও ফকিরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেন।

সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁ তৎকালে সাহস ও পরাক্রমে অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বোরহানপুরে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে বঙ্গদেশের সুবাদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ কর্ত্তৃক যে সকল জমিদার কারারুদ্ধ হইয়া পরিবারবর্গের মুখ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন, সুজাউদ্দীন খাঁ আপন রাজত্বের প্রারম্ভেই তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব (নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর সময়ে) নির্দ্ধারিত কর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া মুক্তি দিলেন। তৎপর তিনি অতি সহজে দেড় কোটী টাকা (এতদ্ব্যতীত নজর কারখানা ও জায়গীরের বাবদ সংগৃহীত অর্থ ছিল) সংগ্রহ করিয়া জগৎ শেঠ ফতে চাঁদের কুঠীতে প্রেরণ করিয়া রাজকোষভুক্ত করিলেন। তদনন্তর মুর্শিদ কুলি খাঁর সে সকল অশ্ব ও গো প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় পশু এবং শয্যার উপকরণ ও জীর্ণ তাম্বু প্রভৃতি নানাবিধ আসবাব ও ধনরত্ন ছিল তাহা জমিদার বর্গের নিকট দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রীত হইয়া নগদ ৪০ লক্ষ টাকা মহম্মদ শাহের নিকট প্রেরিত হইল। এতদ্ব্যতীত যে সকল হস্তী ছিল তাহাও প্রেরণ করা হইয়াছিল। তৎপর সুজাউদ্দীন সাল তামামী প্রদান করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তৃগণের ন্যায় উপঢৌকন দ্রব্য সমভিব্যাহারে বার্ষিক রাজস্ব পূর্ব্ববৎ রাজধানীতে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি হস্তী ও টাঙ্গন জাতীয় অশ্ব প্রভৃতি নানা প্রকার উপঢৌকন যথাযোগ্য রূপে প্রেরণ

করিয়া আজ্ঞাবনত ভৃত্য শ্রেণীতে পরিগণিত হইলেন এবং মোতামন-উল মোলক সুজাউদ্দৌলা সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁ বাহাদুর আসাদ জঙ্গ উপাধি লাভ করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সাত সহস্র পদাতিক ও ... সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের আধিপত্য এবং ঝালরদার পাল্কী, জহরৎ, মণি ... জড়িত তরবারি, হস্তী ও অশ্ব উপহার প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণ সুজাউদ্দীন শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সুবাদারগণ অপেক্ষা চাকচিক্যশালী দ্রব্য লাভ করিয়াছিলেন। যদিচ তাঁহার যৌবন কাল অতিবাহিত হইয়াছিল তথাপি তিনি বিলাস তরঙ্গে ভাসমান হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর প্রাসাদ তাদৃশ প্রশস্ত ও মনোরম ছি... বলিয়া সুজাউদ্দীন উহা ভগ্ন করিয়া সুবৃহৎ অট্টালিকা, তোপখানা, তে... দেওয়ান খানা চেহাল ছতুন খেলয়াত খানা, মহাল চারা, জেলখানা, খা... কাচারী, ফারমান বাড়ী ইত্যাদি নূতন ভাবে নির্ম্মান করাইলেন। তি... জো-চিত জাক জমকে (নগর ভ্রমনে) বহির্গত হইলেন।

সুজাউদ্দীন সেনা বৃন্দের সন্তোষ বিধান জন্য যত্নশীল ...লেন। অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত ও তিনি এইরূপ সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি একান্ত দয়াদ্র-চিত্ত ও দানশীল বলিয়া লোকের নিকট সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন। নবাব এক জন নগণ্য ভৃত্যকেও এক হাজার অথবা পাঁচ শত মুদ্রার ন্যূন প্রদান করেন নাই। তিনি অত্যন্ত সদ্বিচারক ও ধর্ম্ম ভীরু শাসন কর্ত্তা ছিলেন। অন্যায় ও অত্যাচার তাঁহার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর শাসন কালে নাজির মহাম্মদ ও মুরাদ ফরাশ অত্যাচার ও কুকার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সুজাউদ্দীন তাহাদিগকে ধৃত করিয়া প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত ও তাহাদের ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।

ভাগীরথি নদীর তীরে ডাহাপাড়া নামক স্থানে নাজির আহম্মদ মসজিদের ভিত্তি স্থাপন ও উদ্যান বাটিকা নির্ম্মাণ করিতেছিল। তাহার প্রাণ দণ্ডের পর সুজাউদ্দীন স্বয়ং সেই উদ্যান বাটিকা ও মসজিদের নির্ম্মান কার্য্য সমাপ্ত করেন-উদ্যানাভ্যন্তরে সুরম্য প্রমোদ অট্টালিকা, চৌবাচ্চা, নহর ও ফোয়ারা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করেন। এই উদ্যান একান্ত রমনীয় স্থান; নন্দন কানন তুল্য কাশ্মরী

বসন্ত কালে ও ইহার সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হইত না, এমন কি স্বর্গোদ্যান ও ইহার নিকট সৌন্দর্য্য ঋণ করিয়া লইত। সুজাউদ্দীন অনেক সময় এই পুষ্প বনে ভ্রমন জন্য আগমন করিতেন এবং সহচর গণ সঙ্গে নানা প্রকার আমোদের অনুষ্ঠান করিয়া সুখে মত্ত হইতেন। তিনি বর্ষে বর্ষে মসিজীবিদিগকে তথায় নিমন্ত্রণ করিতেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে স্বর্গের পরীগণ উদ্যানের শোভায় মুগ্ধ হইয়া ভ্রমন করিতে আসিতেন এবং পুষ্করিণীর জলে অবগাহন করিতেন। প্রহরীগণ ইহা দেখিয়া নবাবকে জ্ঞাত করাইলে তিনি পরীর আবির্ভাবে মাটীর দ্বারা সমস্ত পুষ্করিণী নষ্ট করিয়া তাহাদের আগমন বন্ধ করেন।

সুজাউদ্দীন একান্ত বিলাস প্রিয় ছিলেন বলিয়া তিনি রাজ্য শাসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য ভার হাজি মহম্মদ, রায় আলম চাঁদ দেওয়ান এবং জগৎ শেঠ ফতে চাঁদকে সমর্পন করিয়া স্বয়ং আমোদ তরঙ্গে ভাসমান হইলেন। তিনি যে সময় উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন তৎকালে রায় আলম চাঁদ তাঁহার প্রাসাদের দৈনিক হিসাব রক্ষার জন্য মহুরি নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষনে তিনি বাঙ্গলার দেওয়ানি পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং সমস্ত কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া এক সহস্র সৈন্যের অধিনায়কত্ব ও রায় রায়ান উপাধি পাইলেন। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গলার দেওয়ানি বা নিজামতি কার্য্যের ভার প্রাপ্ত আর কোন কার্য্যাধ্যক্ষ রায় রায়াস উয়াধি লাভ করিতে পারেন নাই। হাজি আহম্মদ ও মিরজা মহম্মদ আলীর পিতা মিরজা মহম্মদ পরলোক গত আওরঙ্গজীবের পুত্র আজম শাহের পাকশালার দারোগা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর হাজি আহম্মদ উক্ত পদ লাভ করেন। এবং এতদ্ব্যতীত হজরত থানার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। রণ ক্ষেত্রে আজম শাহের মৃত্যুর পর রাজ বিপ্লব উপস্থিত হইলে উভয় ভ্রাতা রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাত্যে গমন করেন এবং তথা হইতে উড়িষ্যায় উপনীত হইয়া সুযুক্তির প্রনোদনে সুজাউদ্দীনের সঙ্গে মিলিত হন। কবি বলেন, "আমার বন্ধু জলের ন্যায় প্রত্যেক রঙ্গের সঙ্গে মিশ্রিত হইতে পারেন।" সুজাউদ্দীন বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে হাজি আহম্মদ শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দাতা ও সমস্ত কার্য্যের মূলাধার হইলেন। মিরজা মহম্মদ আলী বা মিরজাবন্দী আলিবর্দ্দী খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া রাজমহল চাকলার ফৌজদারের পদে নিযুক্ত হইলেন। হাজি মহম্মদের প্রথম পুত্র মহম্মদ রেজা মুর্শিদাবাদের দারগা ও

দ্বিতীয় পুত্র আকা মহম্মদ সৈয়দ রঙ্গপুরের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত হইলেন। কনিষ্ঠ পুত্র মিরজা মহম্মদ হাসেন হাসেন আলী খাঁ উপাধি লাভ করিলেন। বোরহান পুরে অবস্থান কালে পির খাঁ সুজাউদ্দীনের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দাবি স্বীকৃত ছিল; তিনি যৌবন কালে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার আশ্রয়েই অবস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণ তিনি পদোন্নতি ও সুজা কুলি খাঁ উপাধি লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইলেন। হুগলী বন্দরের ফৌজদারের পদে আহছান আলী অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে সুজা কুলি খাঁ নিযুক্ত হইলেন। কবি বলিয়াছেন, সংসারে সঞ্চয় করিবার জন্য উপযুক্ত হইতে হয় না; সুসময় উপস্থিত হইলে দোষ ও গুণ বলিয়া প্রতীত হয়।"

সুজা কুলি খাঁ রাজস্ব আদায় ও কঠোর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অত্যাচারে হুগলী বন্দর জনশূন্য হইতে লাগিল। তিনি ইয়োরোপিয়ান বণিক গণের সঙ্গে অসদ্ব্যবহারের সূচনা করিলেন। বন্দরের কর ধার্য্যো-পলক্ষে নব নিয়োজিত ফৌজদার রাজধানী হইতে সৈন্য আনয়ন করিয়া ইংরেজ ওলন্দাজ এবং ফারাসীদের মধ্যে বিদ্বেষ সঞ্জাত করিয়া দিয়া নজর ও রাজকর আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপর তিনি একদিন ইংরাজদের রেশম ও কাপড়ের বস্তা নৌকা হইতে দুর্গের নিম্নে আনয়ন করিয়া ক্রোক করিলেন। তজ্জন্য তাঁহাদের সৈন্য (বরকন্দাজ) দুর্গ দ্বারে উপনীত হইলেন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের সম্মুখীন হইবার শক্তি না দেখিয়া স্থান অবসর করিয়া দিলেন; তাহারা ঐ সকল দ্রব্য লইয়া প্রস্থান করিল। সুজা কুলি খাঁ এই সংবাদ নবাবের নিকট প্রেরণ করিলে তিনি ইংরেজ দিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন এবং কাশিমবাজার ও কলিকাতার শস্য গ্রহণের উপায় বন্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া তুলিলেন। অবশেষে কাশিম বাজারের অধ্যক্ষ সুজাউদ্দীকে তিন লক্ষ টাকা নজর স্বরূপ প্রদান করিয়া আপস করিলেন। কলিকাতা কুঠীর অধ্যক্ষ ও তত্রত্য বণিকগণের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া নবাবের নজর পাঠাইলেন।

খান দৌরাঁ খাঁর নিকট সম্রাট সুজাউদ্দীনের সবিশেষ প্রসংশা শ্রবণ করিয়াছিলেন; এজন্য তিনি বিহারের সুবাদার ফকরদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিলে তাঁহাকেই তৎ পদের ভার সমর্পন করিলেন। তিনি এই নূতন ভার প্রাপ্ত হইয়া মহম্মদ আলীবর্দ্দি খাঁকেই তাদৃশ কার্য্য সম্পাদনের যোগ্য বিবেচনা করিয়া

বিহারের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন। নবাভিষিক্ত নায়েব সুবাদার পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সমভিব্যাহারে আজিমাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মহম্মদ আলীবর্দ্দি খাঁ বিহার প্রদেশে উপনীত হইয়া দারভাঙ্গার আফগান দলপতি আবদুল করিম খাঁ ও তাঁহার প্যাদাদিগকে আহ্বান করিয়া উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। এই সময় বনজরা জাতি আপনাদিগকে বণিক বলিয়া পরিচয় দিত; কিন্তু দস্যুবৃত্তি, নরহত্যা ও রাজস্ব লুণ্ঠনই তাহাদের কার্য্য ছিল। তিনি ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য করিম খাঁকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া সৈন্য প্রেরণ করিলেন। আফগান দলপতি তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া অপরিমিত ধনরাশি হস্তগত করিলেন। মহম্মদ আলিবর্দ্দি খাঁ বনজরা জাতিকে দমন করিতে সমর্থ হইয়া দেশ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

বেত্তিয়া ও ফুলওয়ারার জমিদারগণ এই সময় বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন। ইহারা পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবগণের নিকট মস্তক অবনত করিয়া কখনও অধীনতা স্বীকার করেন নাই; এমন কি ইহার পূর্ব্বে রাজসৈন্য এই সকল রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আলীবর্দ্দি খাঁ আফগান সৈন্যের সাহায্যে বহু যুদ্ধের পর এই সকল জমিদারকে পরাজিত করিলেন। তিনি তাঁহাদের রাজ্যলুণ্ঠন পূর্ব্বক অগণিত ধন রাশি প্রাপ্ত হইলেন এবং সুলতানের জন্য উপঢৌকন, নজর ও রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া বহুল অর্থ সংগ্রহ করিলেন। সৈন্যবৃন্দও দেশ লুণ্ঠনে আশাতীত ধনলাভ করিয়া বিক্রমশালী হইয়া উঠিল।

চাকওয়ারা জাতি লুণ্ঠন বিষয়ে দৃষ্টান্তের স্থল হইয়া উঠিয়াছিল। আলীবর্দ্দি খাঁ ইহাদিগকে সমূলে নিপাত করিলেন। ভোজপুর ও টিকারীর জমিদার রাজা সুন্দর সিংহ ও নামদার খাঁ কতিপয় জঙ্গলী ও পার্ব্বতিয়ার সাহায্যে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। আলীবর্দ্দি খাঁ এই জমিদারদ্বয়ের দেশ আক্রমন করিয়া তাঁহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিলেন এবং সেই সব স্থানে সম্যক রূপ আধিপত্য স্থাপন করিয়া রাজস্ব আদায় এবং যথোপযুক্ত শাসন সংরক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ অন্যান্য বিদ্রোহীকেও বশীভূত করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিপুল ধনরাশি ও সৈন্যের অধিপতি হইয়া একান্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন।

আবদুল করিম খাঁ এই সমস্ত কার্য্যের মূলাধার ছিলেন বলিয়া আলীবর্দ্দি খাঁকে গণ্য করিতেন না। এজন্য আলীবর্দ্দি খাঁ তাঁহার প্রতি সন্দিহান হইয়া কৌশলে তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদে আহ্বান পূর্ব্বক বধ করিয়া জয়পতাকা উড্ডীন করিলেন।

অতঃপর আলীবর্দ্দি খাঁ খালেসা বিভাগের দেওয়ান মহম্মদ এছহাক খাঁর সাহায্যে উজির কোমর উদ্দীন খাঁ ও অন্যান্য রাজ মন্ত্রিদিগকে প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া নবাব সুজাউদ্দীন খাঁর মনোনয়ন ব্যতীতই সম্রাটের নিকট হইতে মহাবতজঙ্গ উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। আলীবর্দ্দি খাঁ ও হাজি আহম্মদ খাঁ সম্বন্ধে নবাব সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া তিনি এবিষয়ে লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু সরফরাজ খাঁ এই কার্য্যে তাঁহাদের কুঅভিসন্ধি দেখিতে পাইলেন; এই সূত্রে পিতা পুত্রে মনোমালিন্য উপস্থিত হইল।

সুজাউদ্দীনের দ্বিতীয় বিবির গর্ভজ পুত্র মহম্মদ তকি খাঁ উ[illegible]ড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রণনিপুণ বীরপুরুষ বলিয়া [illegible] সমাজে তাঁহার খ্যাতি ছিল। হাজি আহম্মদ ও আলীবর্দ্দি খাঁ তাঁহাকে গণ্য করিতেন। তাঁহারা এই পরামর্শ করিলেন যে রাজকুমারদ্বয় মধ্যে যেরূপেই হউক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কোন না কোন ফল লাভ হইবে। ইহার পর হাজি আহম্মদ রায় রায়ান আলমচাঁদ ও জগৎ শেঠ ফতে চাঁদের সঙ্গে মিলিত হইয়া সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সুজাউদ্দীনের প্রধান কার্য্যকারকত্রয় সরফরাজ খাঁকে কোন বিষয়ের ভার অর্পন করিতেন না; পিতা পুত্র উভয়ের অন্তঃকরণেই বিদ্বেষের বীজ অঙ্কুরিত হইল। হয় তো ইহা সহজেই নির্ম্মুলিত হইতে পারিত; কিন্তু এই সময় মহম্মদ তকি খাঁ পরিনাম চিন্তা করিয়া পিতা ও ভ্রাতার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য উড়িষ্যা হইতে আগমন করিলেন। রাজপুরুষগণ এই সুযোগে ভ্রাতৃদ্বয় মধ্যে মনোমালিন্য ঘটাইয়া দিলেন; এমন কি উভয় পক্ষেই যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। মহম্মদ তকি খাঁ সসৈন্যে সুসজ্জিত হইয়া নদীর অপর পার্শ্বে দুর্গের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু পিতার মনোরক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নগর লুণ্ঠন জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিতে বিরত রহিলেন। এদিকে সরফরাজ খাঁর সৈন্যও নকটাখালি হইতে শাহ নগর পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া রণহানল প্রজ্বলিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। মহম্মদ তকি খাঁকে

বন্দী করিয়া আনিবার জন্য তদীয় সেনানায়কদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া সরফরাজ খাঁর সৈন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; কারণ উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইলেই শত্রুকে বন্দী করিয়া আনয়ন করা হইবে। মহম্মদ তকি খাঁ বীরত্বে রোস্তম তুল্য ছিলেন; তিনি শত্রুকে ভয় করিতেন না। আপশের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। নবাব দেখিলেন যে তীর হস্তচ্যুত হইয়াছে। তিনি মধ্যবর্ত্তী হইয়া আপশ করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিলেন; বেগম ও সরফরাজ খাঁর মনোরঞ্জন জন্য তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তকি খাঁকে অভিবাদন পর্য্যন্ত করিতে নিষেধ করিলেন। অবশেষে সরফরাজ খাঁর মাতার অনুরোধে নবাব তাহাকে ক্ষমা করিয়া পুনর্ব্বার উড়িষ্যায় প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তিনি তথায় গমন করিয়াই শত্রুর যাদুতে পতিত হইয়া ১১৪৭ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নবাবের জামাতা ও জাহাঙ্গীর নগরের শাসনকর্ত্তা মুর্শিদ কুলি খাঁকে উড়িষ্যার শাসনভার অর্পন করা হইল। মুর্শিদ কুলি খাঁ সুরত বন্দরে এক জন বণিকের ঔরষে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি গদ্য পদ্য রচনায় পারদর্শী ছিলেন; তাঁহার হস্তাক্ষর অত্যন্ত সুন্দর ছিল।

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর শাসন কালে সিরাজনগরনিবাসী মির হাবিব নামক জনৈক ব্যক্তি হুগলী বন্দরে উপস্থিত হইয়া মোগল বণিকদের দালালি কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। যদিচ তিনি লেখা পড়া জানিতেন না, তথাপি তাঁহার পারস্য ভাষায় অনর্গল কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল। তাঁহার ভাষাতে তাদৃশ অদ্ভুত অধিকার দেখিয়া মুর্শিদ কুলি খাঁ আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকে আপন পার্শ্বচররূপে গ্রহণ করেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ মুর্শিদকে জাহাঙ্গীর নগরের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিলে মির হবিবও তাঁহার সহগামী হন। জাহাঙ্গীর নগরে উপনীত হইলে মির হবিব তাঁহার সহকারী পদলাভ করেন এবং অতি কষ্টে নৌ বিভাগ ও তোপখানার ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া যশস্বী হন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দেশ বাণিজ্যোপযোগী, নিষ্কণ্টক ও উর্ব্বরা দেখিয়া তিনি আজিম ওস্যানের শাসনকালের ন্যায় সওদায় খাসের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণকে নানারূপ উৎপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হন। জামালপুর পরগণার জমিদার মুর উল্লা খাঁ অন্যান্য জমিদার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রাজস্ব আদায় ব্যপদেশে তিনি তাঁহাকে অন্যান্য

জমিদারের সঙ্গে কাচারিতে আহ্বান করেন। তৎপর নুর উল্লা খাঁ ব্যতীত অন্যান্য জমিদারকে কৌশলে বিদায় দিয়া তাঁহাকে নজরবন্দী রাখেন এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে কতিপয় কাবুলি মোগলের সমভিব্যাবহারে গৃহে প্রেরণ করেন। ইহারা পথিমধ্যে তাঁহাকে হত্যা করে। প্রত্যুষে মির হবিব তাঁহার পলায়ন-বার্ত্তা প্রচার করিয়া তদীয় ভবনে প্রহরী প্রেরণ করেন। তৎপর তিনি তাঁহার নগদ অর্থ ও জহরৎ প্রভৃতি এবং হাবসী দাস দাসী হস্তগত করিয়া আমীরের ন্যায় ধনশালী হইয়া উঠেন। পাট পশারের জমিদার আকা সাদেক কৌশলে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ত্রিপুরা রাজ্যে গমন করেন। ত্রিপুরাধিপতির ভ্রাতষ্পুত্র পিতৃব্যের ব্যবহারে দেশ পরিত্যাগ করিয়া মোগলরাজ্যের পার্শ্বে বাস করিতেছিলেন। আকা সাদেকের সঙ্গে ত্রিপুরাধিপতির ভ্রাতষ্পুত্রের সাক্ষাৎ হইলে তিনি কোন দেশের খরগোশকে সেই দেশের কুকুর দ্বারা ধৃত করা যাইতে পারে বিবেচনা করিয়া তাহার সঙ্গে যোগ প্রদান করেন। অতঃপর মির হবিব (আকা সাদেককে সঙ্গে লইয়া) স্থল-পথ ও পর্ব্বত নিঃসৃত জল পথ অতিক্রম করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে উপনীত হন। এই সময় ত্রিপুরাধিপতি অসতর্ক ভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। তিনি সহসা মোগলসেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহাদের গতিরোধ করিবার ক্ষমতা না দেখিয়া পলায়ন করেন। সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্য অতি সহজেই মির হবিবের অধীন হয়। মির হবিব তত্রত্য রাজপ্রাসাদ ও চান্দি গড্ডির প্রাচীর বেষ্টিত সুদৃঢ় দুর্গ কৃপান হস্তে উদ্ঘাটন করিয়া অসংখ্য ধনরত্ন হস্তগত করেন। তৎপর তিনি রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ জন্য সমুচিত বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আকা সাদেককে ফৌজদারের পদে এবং ত্রিপুরাধিপতির ভ্রাতষ্পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ত্রিপুরা বিজয় সম্পন্ন করিয়া অগণিত ধন ও হস্তী সমভিব্যাহারে তিনি জাহাঙ্গীরনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ ত্রিপুরা-জাত উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি নবাব সুজাউদ্দীনের নিকট প্রেরণ করিলে তিনি নববিজিত রাজ্যের নাম রোসনাবাদ (১) রাখিয়া মুর্শিদকে বাহাদুর ও মির হবিবকে খাঁ উপাধি প্রদান করেন।

নবাব সুজাউদ্দীন মুর্শিদ কুলি খাঁকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া

(১) আলোক পূর্ণ দেশ।

সম্রাটের অনুমোদন ক্রমে তাঁহাকে রোস্তম জঙ্গ উপাধিতে ভূষিত করিলেন। সুজাউদ্দীন বৃদ্ধদশায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পর মুর্শিদ কুলি খাঁ বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিতে পারেন; সরফরাজ খাঁ এই সব চিন্তা করিয়া মুর্শিদের পুত্র ইহয়া খাঁ এবং বেগম দোর দানাকে আটক রাখিলেন। তাঁহার এই ব্যবহারে মুর্শিদ কুলি খাঁ একান্ত ব্যথিত হইলেন কিন্তু তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, সরফরাজ খাঁর সঙ্গে সদ্ভাবে বাস করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। যাহা হউক রোস্তম জঙ্গ মুর্শিদ কুলি খাঁ সসৈন্যে উড়িষ্যায় গমন করিলেন। তিনি পূর্ব্বে মির হবিবকে যেরূপ জাহাঙ্গীর নগরে সহকারী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এখানেও তাঁহাকে তদনুরূপ কার্য্যের ভার সমর্পন করতঃ গৌরবান্বিত করিলেন।

মির হবিব খাঁ নানা কৌশলে তত্রত্য বিদ্রোহি জমিদারবর্গকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিয়া শাসন সংরক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কোন কার্য্য বিন্দু মাত্রও অবশিষ্ট না রাখিয়া যথেষ্ট লাভ প্রদর্শন করিলেন। মহম্মদ তকি খাঁর শাসন কালে পুরুষোত্তমের রাজা জগন্নাথদেবকে চিল্কা হ্রদের পশ্চাতে পর্ব্বতশৃঙ্গে নিরাপদে রাখিয়াছিলেন। এজন্য যাত্রিগণের নিকট হইতে মোগল রাজকোষে প্রতি বৎসর যে নয় লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত হইত তাহার ক্ষতি হইয়াছিল। মির হবিব খাঁর যত্নে পুরুষোত্তমের রাজা অধীনতা স্বীকার করিয়া নবাব সরকারে পূর্ব্ববৎ নজর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া জগন্নাথদেবকে পুনর্ব্বার পুরুষোত্তমে আনয়ন করিলেন। তদবধি পুরুষোত্তমে জগন্নাথের উপাসনা প্রচলিত আছে।

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ উড়িষ্যার শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইলে সরফরাজ খাঁ জাহাঙ্গীরনগরে কার্য্যভার প্রাপ্ত হন; কিন্তু তিনি ইরান (পারস্য) রাজবংশোদ্ভব গালেব আলী খাঁকে তথায় নায়েব স্বরূপে প্রেরণ করেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর মুন্সী ও সরফরাজ খাঁর শিক্ষক যশোবন্ত রায় সর্ব্বময় কর্তৃত্বলাভ করিয়া গালেব খাঁর সহযোগী নিযুক্ত হন। রাজস্ব ও শাসন বিভাগ, খালেসা ও জায়গীর মহাল, নৌ বিভাগ, তোপখানা, খাসনবিশি, সহর আমিনি প্রভৃতি কার্য্যের ভার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। মুন্সী যশোবন্ত রায় নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত ও প্রজাবৃন্দের বিশ্বাস হইতে বঞ্চিত না হইয়াও যাহাতে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি

লাভ করে এবং প্রজাগণও সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে আপন অভিজ্ঞতাবলে তদনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তৎপর তিনি সওদায় খোস প্রভৃতি যে সকল গর্হিত প্রথা মুর্শিদ কুলি খাঁর সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল তাহা রহিত করেন। তিনি শস্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় জন্য সবিশেষ যত্নবান হন। নবাব শায়েস্তা খাঁ দুর্গের পশ্চিম দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার প্রস্তরফলকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে যাঁহার শাসনকালে তৎসময়াপেক্ষা দামরীতে এক সের শস্য অধীক বিক্রীত হইবে তিনিই উহা উদ্‌ঘাটন করিতে পারিবেন। তদবধি কোন শাসনকর্ত্তা পশ্চিমদ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন নাই। মুন্সী যশোবন্ত রায় শস্যের মূল্য একসের বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়া এই দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি অপক্ষপাতে লোকহিতকামনায় শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া জাহাঙ্গীর নগরকে স্বর্গ উদ্যানে পরিণত করিয়া সরফরাজ খাঁ ও সর্ব্বসাধারণের নিকট যশস্বী হইয়া উঠেন।

নফিসা বেগমের অনুরোধে গালেব আলী খাঁর পরিবর্ত্তে সরফরাজ খাঁর জামাতা মুরাদ আলী খাঁ জাহাঙ্গীরনগরের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইলেন। মুরাদ আলী খাঁ নৌ বিভাগের মহুরী রাজ বল্লভকে পেস্কারী প্রদান করিলেন। তাঁহার শাসনকালে উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। এজন্য যশস্বী ম[illegible] যশোবন্ত রায় দুর্নামগ্রস্ত হইবার ভয়ে দেওয়ানী পরিত্যাগ করিলেন। অ[illegible]চারী শাসনকর্ত্তার হস্তে পতিত হইয়া দেশ জনশূন্য হইতে লাগিল।

হাজি আহম্মদের দ্বিতীয় পুত্র মিরজা মহম্মদ সৈয়দ ঘোড়াঘাট, রঙ্গপুর ও কোচবিহারের ফৌজদার ছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে রঙ্গপুর মহাল শ্রীহীন হইয়া পড়িল। তিনি উৎপীড়িত প্রজাগণের ধনরাশি অপহরণ করিয়া ধনশালী হইলেন। কোচবিহার ও দিনাজপুরের অধিপতিদ্বয় সৈন্যবলের আধিক্যে গৌরবান্বিত ছিলেন বলিয়া নবাবের বশ্যতা স্বীকার করিতেন না। সৈয়দ আহম্মদ রাজধানী হইতে সৈন্য আনয়ন করিয়া কৌশলে এবং বহু বলে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন। তৎপর তিনি তাঁহাদের বহুকাল সঞ্চিত ধনরাশি ও বহু মূল্য জহরত আদি অধিকার করিয়া কারুণের (১) ন্যায়

(১) মহাত্মা মুসার সমসময়ে কারুণ নামক এক জন ধনশালী রাজা ছিলেন। কোরাণে তাঁহার বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে।

ধনশালী হইয়া উচ্চপদলাভ করিলেন। এই ভাবে বিপুল ধনরাশি তাঁহার হস্তগত হওয়াতে তিনি সবিশেষ সম্মানভাজন হইলেন। নবাব সুজাউদ্দীন এবং সরফরাজ খাঁ কোচবিহার বিজয় ও কাজি আহম্মদের সন্তোষ সাধন জন্য সৈয়দ মহম্মদকে খাঁ বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিলেন। বীরভূমের জমিদার বদির জ্জামন (অগম্য) বন ও পর্ব্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং আফগানী সৈন্যবলে বলীয়ান ছিলেন বলিয়া নবাবের অধীনতা স্বীকার করিতেন না (১) এজন্য তিনি নির্দ্ধারিত উপঢৌকন ব্যতীত রাজস্ব প্রদান করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার জমিদারীর আনুমানিক আয় ১৪ লক্ষ মুদ্রা ছিল। বীরভূমের জমিদার এই অর্থ-রাশি ভিক্ষুক ও শিক্ষার্থীর সেবায় এবং নৃত্য গীতে ব্যয় করিয়া আমোদ আহ্লাদে নিমজ্জিত থাকিতেন। রাজসৈন্য ও গুপ্তচরের গমনাগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া খাপড়াকেন্দি ও লাকরা খোন্দার সড়কের পার্শ্বেও সংকীর্ণ পার্ব্বত্যপথে তাঁহার সৈন্য সমাবিষ্ট ছিল। তিনি বন ও পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া নির্ভয়চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার আদেশ ব্যতীত কেহ বীরভূমিতে পদার্পন করিতে পারিত না। আজম খাঁ, তাঁহার পুত্র ও আলী কুলি খাঁ (আলী কুলি খাঁ আজম খাঁর ভ্রাতা) রণনিপুণ ও পরাক্রম-শালী ছিলেন। এই তিন ব্যক্তি বীরভূমির শাসনসংরক্ষণ কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। নওবত খাঁ দেওয়ানের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তিনি সর্ব্বকার্য্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। বদিরজ্জামন স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া কেবল মাত্র আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করিতেন। সুজাউদ্দীন খাঁর প্রধান রাজপুরুষগণ তাঁহাকে দমন করিতে পরামর্শ করিলেন। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সরফরাজ খাঁ নিয়োজিত হইলেন। তিনি বীরভূমির অধিপতিকে প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন করিয়া বশীভূত করিতে যত্নবান্ হইলেন। সরফরাজ খাঁ পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মে পত্র প্রেরণ করিয়াই দ্বিতীয় বক্সী মির-সরফ উদ্দীন ও খাজে বসন্তকে কতিপয় পরাক্রমশালী সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিবার জন্য বর্দ্ধমানের পথে প্রেরণ করিলেন। বদির জ্জামন পরিনাম চিন্তা করিয়া অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মস্তক অবনত ও বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তৎপর তিনি

(১) মুর্শিদ কুলি খাঁর শাসনকালে বীরভূমের জমিদার আসাদুল্লার বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে। বদির জ্জামন তাঁহার পুত্র।

মির ও খাজে সাহেবকে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের যোগে অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। তৎপর তিনি স্বয়ং মির সরফউদ্দীনের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বীরভূমির অধিপতি তথায় উপনীত হইয়া সরফরাজ খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার যত্নে নবাবের দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হইলেন। সুজাউদ্দীন দয়া-পরবশ হইয়া তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করতঃ খেলাৎ প্রদান করিলেন। তৎপর তিনি বার্ষিক তিনলক্ষ মুদ্রা রাজস্ব দিতে স্বীকার করিয়া বর্দ্ধমানের জমিদার কীর্ত্তিচাঁদের সঙ্গে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই সময় রাজধানীতে নাদির শাহের বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া সামস সমস উদ্দৌল্লা খান দৌরাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। ১১৫১ সনে নবাব সুজাউদ্দীন সাংঘাতিক পীড়াক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। নবাব মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া মুর্শিদ কুলি খাঁর পুত্র ইংয়া খাঁ ও পত্নী দোরদানা বেগমকে উড়িষ্যায় প্রেরণ করিলেন। তৎপর তিনি সরফরাজ খাঁকে সুবাদারের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হাজি আহম্মদ, রায় রায়ান্ ও জগৎশেঠকে মান্য ও শ্রদ্ধা করিতে উপদেশ দিলেন। সুজাউদ্দীন নিজামতি কার্য্যের ভার সরফরাজ খাঁকে স[illegible]র্পন করিয়া জেলহজ চাঁদের ১৩ই তারিখে পরলোক গমন করিলেন। সরফ[illegible] খাঁ তাঁহার মৃতদেহ মুর্শিদাবাদ রাজধানীর অন্তর্গত ডাহাপাড়ার উদ[illegible]বাটীকায় এক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত সমাধিভবনে কবর দিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

Printed by S. C. Choudhury,
at the Bani Press, Rajshahi.